অব হিউম্যান বণ্ডেজ

সোমারসেট মম

অব
হিউম্যান বণ্ডেজ

সোমারসেট মম

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

লেখক-পরিচিতি

উইলিয়াম সোমারসেট মম-এর জন্ম হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারি নগরীতে। দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্যারিতেই মমকে থাকতে হয়, তারপরেই ইংলণ্ডে এসে ক্যাণ্টারবেরির কিংস স্কুলে প্রবেশ করেন। উচ্চ-শিক্ষার জন্য পরবর্তীকালে তাঁকে যেতে হয়েছিল জার্মানীর হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে অধ্যয়ন করেন চিকিৎসা বিজ্ঞান। ডাক্তার হওয়ারই অভিপ্রায় ছিল গোড়া থেকে, কিন্তু মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে লিখিত তাঁর প্রথম উপন্যাস "লিজা অব ল্যামবেথ" যখন অসামান্য সাফল্যে মণ্ডিত হল ১৮৯৭-এ, মম নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন, জীবনটা তিনি সাহিত্য সাধনাতেই নিয়োগ করবেন। সেই থেকে শুরু ক'রে সুদীর্ঘ সোত্তর বৎসর কাল তাঁর অক্লান্ত লেখনী থেকে কত যে উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা জলস্রোতের মত অবিরল ধারায় নিঃসৃত হয়েছে, তাঁর হিসাব করাই কঠিন। তাঁর মহা-উপন্যাস "অব হিউম্যান বণ্ডেজ"-এ কিংস স্কুল ও হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সে-সবের ভিত্তি। দেশে বিদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী এই মহাজীবনের অবসান ঘটে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অব হিউম্যান বণ্ডেজ

এক

জ্যাঠাইমা লুইজা সত্যিই বিব্রত হয়ে পড়লেন। নিজের সন্তান হয় নি কোনদিন, কী করে যে মানুষ করবেন এই বাচ্চাটাকে, কিছুই ঠাহর পাচ্ছেন না। অথচ ঝেড়ে ফেলার উপায় নেই, কেরী-পরিবারের একমাত্র বংশধরই এই শিশু ফিলিপ। ওর বাবা মারা গেল ওর জন্মের আগেই, মা মারা গেল এই সবে সেদিন, ওকে পাঁচ বছরেরটি রেখে। অনাথ শিশু যায় কোথায়? জ্যাঠা কেরী লোকতঃ ধর্মতঃ ওর প্রতি-পালনের ভার নিতে বাধ্য।

অবশ্য সে-ভার বহন করতে গিয়ে কেরী মশাইকে পকেট থেকে পয়সা কিছু খরচা করতে হবে না। সামান্য হলেও বাচ্চাটার পৈতৃক অর্থ কিছু আছে। এই ধর হাজার দুই পাউণ্ড। পারিবারিক সলিসিটর নিক্সনের হাত দিয়ে সেটা লগ্‌নি করা আছে, কিছু কিছু করে তিন জায়গায়। নিয়মিত সুদ আসে তা থেকে। ফিলিপের জন্য জ্যাঠার যা-খরচা হবে, তা অনায়াসে কুলিয়ে যাবে সেই সুদের অর্থেই।

কুলিয়ে যে যাবে, সেটা নিশ্চয় করে বুঝতে পেরেছেন বলেই জ্যাঠা কেরী লণ্ডনে গিয়ে নিয়ে এসেছেন ভাইপোটিকে। না যদি বুঝতেন সেটা, ওর খবরদারির দায়িত্ব তিনি নিতেন কিনা, খুবই সন্দেহ আছে। অত্যন্ত হিসেবী মানুষ এই উইলিয়ম কেরী, ব্ল্যাকস্টেবল পল্লীর যাজক। পল্লীযাজকের মান ইজ্জত অবশ্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু আয়টাও যে তাঁদের যথেষ্ট, একথা সত্যের অপলাপ না করে কে বলতে পারবে? না, উইলিয়াম কেরীর আয় তেমন বেশী নয়, সংসারটা যে সচ্ছলভাবে চলে যাচ্ছে, সে শুধু এই কারণে যে কাচ্চাবাচ্চা তাঁর নেই। এ-অবস্থায়

পরের কাচ্চাবাচ্চা কখনো তিনি কুড়িয়ে আনতে পারেন? যদি তার দরুন খরচা তাঁর বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে? মা-বাপহারা ভাইপোকে লালন করার দায় লোকতঃ ধর্মতঃ তাঁরই বটে কিন্তু সে-দায় ঘাড়ে নিতে আইনতঃ বাধ্য ত নন তিনি!

রাগই হয় তাঁর, হেনরির উপরে। হেনরি, অর্থাৎ তাঁর বেকুফ সেই ছোট ভাইটা, এই ফিলিপের উড়োনচণ্ডে বাপটা। ছিল ডাক্তার, অল্প বয়সেই বেশ নাম হয়েছিল ব্যবসাতে, রোজগারও হচ্ছিল দেদার। কিন্তু হলে কী হবে রোজগার, খরচাও হচ্ছিল তেমনি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দারুণ বেহিসেবী, সঞ্চয়ের দিকে মতিগতি কারোই ছিল না। ডাক্তার হেনরির জীবদ্দশায় নিত্য উৎসব লেগেই ছিল তার বাড়িতে। অফুরন্ত মিছিল বন্ধুবান্ধবের, মহার্ঘ সোফায় তাদের বসিয়ে হেনরির সুন্দরী স্ত্রী হেলেন গানে বাজনায় পানে ভোজনে নিত্য তাদের আপ্যায়িত করত অঢেল অর্থ অকাতরে উড়িয়ে উড়িয়ে। ভেবেছিল এই ভাবেই কাটবে চিরদিন। "পাল তুলে দাও, ভেসে যাক সুখে সাগরে জীবন তরণী"—এই ছিল ওদের মনের কথা।

কিন্তু চিরদিন কারোই কাটে না একভাবে! সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে জীবন-তরণী হঠাৎ একদিন বানচাল হয়ে গেল, মরণের চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। হেনরি মারা গেল, হেলেন ভাসল অকূলে। লাইফ ইনসিওরের দুই হাজার পাউণ্ড ছাড়া তার আর কোনই সম্বল নেই। বাড়িটা নেওয়া ছিল দীর্ঘদিনের ইজারায়, সেই ইজারা-স্বত্ব বিক্রি করে কিছু পাওয়া গেল। দামী দামী আসবাব আধা কড়িতে বেচে দিয়েও আমদানি হল কিছু অর্থ। তাই নিয়ে হেলেন উঠে গেল ছোট একটা বাড়িতে, আর তার চার মাস বাদে সেই বাড়িতেই জন্ম হল দুর্ভাগা ফিলিপের। ভূমিষ্ঠই হল সে বিকলাঙ্গ হয়ে। একখানা পায়ের পাতা দারুণভাবে মোচড়ানো তার।

ডাক্তারদের পরামর্শে সেই শৈশবেই একবার অস্ত্রোপচার করানো হল সেই পায়ে, ফল কিছুই হল না। পতিবিয়োগের মনস্তাপে এবং একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনে এই অঙ্গহীনতাজনিত বিড়ম্বনার কথা

BanglaBook.org

ভেবে ভেবে হেলেনের হল স্বাস্থ্যভঙ্গ। সৌন্দর্য তার চিরদিনই অসাধারণ কিন্তু স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল নয়। এবার অচিরেই তাকে পাকাপাকি ভাবে শয্যাগ্রহণ করতে হল।

ফিলিপের বয়স যখন পাঁচ বছর, মাকেও সে হারাল।

বাবাকে ফিলিপ দেখে নি কোনদিন, এবার মাও চলে গেলেন। ধাইমা এমার যে খুব অনুরাগী ছিল ফিলিপ, এমন কিছু নয়। কিন্তু সেদিন যখন তার কাছেও তাকে চিরবিদায় নিতে হল জ্যাঠার অনুগমন করবার জন্য, তখন নিজের চোখের জলে সে এমার বুক ভিজিয়ে দিল। জীবনের এক পর্ব শেষ হল তার।

লণ্ডন থেকে ষাট মাইল হল ব্ল্যাকস্টেবল। ট্রেনে যেতে যেতে মনের কষ্টটা একটু একটু করে চাপা পড়ে এল। স্টেশনে নেমে ফিলিপের মালপত্র একটা মুটের জিম্মা করে দিলেন কেরী, নিজে হেঁটে রওনা হলেন বাড়ির দিকে, ফিলিপকে সঙ্গে নিয়ে। মাত্র পাঁচ মিনিটেরই পথ, কিন্তু মোচড়ানো পা নিয়ে ঐটুকু হাঁটতেই যে কষ্ট হতে পারে ছেলেটার, তা মাথায় এল না পাদরি সাহেবের।

বাড়িটা গির্জারই সম্পত্তি, যে যখন যাজক থাকে এ-পল্লীতে, সেই এখানে বাস করে। মস্ত-বড় হাতা বাড়িটার, বাগান আছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে। সদর গেট চোখে পড়া মাত্র ফিলিপের হঠাৎ চমক লাগল যেন একটা। এ-গেট ত তার চেনা! ভাল করে যখন তার চোখ কান ফোটে নি, তখন মায়ের সঙ্গে সে একবার এসেছিল এ-বাড়িতে। তাই ত! কথাটা একদম মনে ছিল না। এখন এই গেট দেখে—

গেটটা মনে থাকবার কারণ আছে। এটা ঝোলে মাটি থেকে দুই তিন ইঞ্চি উপরে উপরে। আর এর উপরে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁকি দিলে আরোহীকে নিয়ে এটা এগিয়েও যেতে পারে কয়েক ফুট, আবার আসতে পারে পিছিয়েও। আগের বার কে যেন ফিলিপকে উঠিয়ে দিয়েছিল এর উপরে। ঠেলে দিয়েছিল গেটটা, ফিলিপ ভয় পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল চলন্ত গেটের সিকে, যদিও মালী ছোকরা শক্ত করে

BanglaBook.org

ধরে রেখেছিল তাকে। ঠিক, মালীটাই করেছিল এ কাণ্ড। মনে পড়েছে ফিলিপের।

গেট দিয়ে ঢুকে, বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কেরী। ফিলিপ তাঁর পিছনে। বাড়ির সদর দরোজা সচরাচর খোলা থাকে না। যাওয়া-আসা চলে পাশের একটা ছোট দরোজা দিয়ে। তা ছাড়া মাংসওয়ালা, রুটিওয়ালা, গয়লা, বা ভিখিরীদের জন্য পিছনেও আছে তৃতীয় দরোজা একটা।

আজ অবশ্য সমুখের দরোজাই খোলা। বৈঠকখানার জানালা দিয়েই জ্যাঠাইমা দেখতে পেয়েছেন ওদের, আর দরোজা খুলে অমনি এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির মাথায়। কেরী বলছেন—"ঐ যে তোমার জ্যাঠাইমা, দৌড়ে গিয়ে ওঁকে চুমো খাও—"

দৌড়ে গিয়ে? কিছুতেই বুড়ো পাদরির খেয়াল হয় না যে খোঁড়া ছেলেকে হাঁটতে বা দৌড়োতে বলা নিছক নিষ্ঠুরতা মাত্র। জ্যাঠার কথা মত দৌড়ালো ঠিকই ফিলিপ, কিন্তু সে-দৌড়ের বিশ্রী ভঙ্গী দেখে সিঁড়ি থেকে ছুটে এগিয়ে এলেন লুইজা নিজেই, মাঝপথেই ছেলেকে জাপটে ধরলেন এসে—"থাক, থাক বাবা, দৌড়ানোর দরকার কী?" নিজেই তিনি চুমো খেলেন ফিলিপকে, ফিলিপও প্রতিদান দিল তার।

"হেটে এলে তোমরা?"—বাচ্চাটার খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে লুইজা মৃদু অনুযোগ না করে পারলেন না স্বামীকে, যদিও একান্ত গুরুতর কারণে না ঘটলে কেরীর কোন কাজ সম্পর্কে কোন মন্তব্য তিনি করেন না। বয়স হয়েছে লুইজার, চালে চলনে কথায় বার্তায় সর্বদাই সংযমী তিনি। তা ছাড়া স্বভাবটিই তাঁর কোমল, হামবড়া পাদরির একরোখা মেজাজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

"হেঁটে এলে তোমরা?"—জিজ্ঞাসাটা যে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারই একটা, তাও কি আর বুঝিয়ে দিতে হয় কেরীকে? তিনি রেগেই গেলেন দস্তুরমত, প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—"খাওয়ার সময় কি হয় নি আমাদের?"

তা অবশ্য হয়েছে। খাবার তৈরী করে বসেই আছে মেরী এ্যান,

BanglaBook.org

হুকুম হলেই পরিবেশন করে। অন্য দিন অবশ্য দরকার হয় না কোন হুকুমের। প্রাতঃরাশ, ডিনার, নৈশ ভোজন সব-কিছুরই সময় বাঁধা আছে। টেবিলে খাবার দিয়ে তারপর তখন খবর দেয় মেরী এ্যান যে এবারে খাবার ঘরে আসা দরকার মনিবদের। কিন্তু আজ অবস্থা অন্যরকম, কেরী দুইদিন বাড়ি ছিলেন না, এইমাত্র এলেন। ডিনারে রুচি তাঁর এই মুহূর্তে নাও হতে পারে!

যা হোক, লুইজার ইঙ্গিত পেয়ে মেরী এ্যান তক্ষুণি খাবার পৌঁছে দিল খাবার-ঘরে। ফিলিপকে নিয়ে লুইজা আর কেরী চলে গেলেন সেখানে। লুইজা জিজ্ঞাসা করলেন—"নিজে নিজে হাত মুখ ধুতে পার ত ফিলিপ? না, আমি ধুয়ে দেব?"

কাল পর্যন্ত অবশ্য এমাই দিয়েছে মুখ হাত ধুইয়ে, কিন্তু আজ সারা দুনিয়ার উপরেই একটা যেন বিক্ষুব্ধ অভিমান ফিলিপের অন্তরে। এই নতুন লোকগুলির দরদ যে মৌখিক মাত্র, এমনই একটা সন্দেহ ঘুরঘুর করছে তার মনে। সে জোর গলায় জ্যাঠাইমাকে জানিয়ে দিল—"আমি পারি। আমি নিজেই ধুয়ে নিচ্ছি।"

"তা নাও। কিন্তু ঠিক হল কিনা ধোয়া, আমি দেখে নেব কিন্তু" —বললেন লুইজা। দেখবার পরে অবশ্য তেমন মারাত্মক ত্রুটি তিনি ধরতে পারলেন না কিছু, হাসিমুখে তারিফ করলেন—"ফিলিপ আমাদের কাজের ছেলে।"

তারপর টেবিলে আসন গ্রহণ। এতেও সমস্যা দেখা দিল। ছোট ছেলের বসবার মত কোন চেয়ারই নেই বাড়িতে। যে-চেয়ারেই বসানো হচ্ছে ফিলিপকে, তার মাথা পড়ছে টেবিলের নীচে। "একটা উঁচু চেয়ার কিনতে হবে"—বললেন কেরী। "কিন্তু এখন বেচারী খায় কী করে?"—প্রশ্ন করলেন লুইজা। সমস্যার সমাধান এল মেরী এ্যানের কাছ থেকে—"মোটা মোটা বই কয়েকখানা চেয়ারে সাজিয়ে দিই, একটার উপরে একটা। সেই গাদায় চড়ে বসুক খোকা সাহেব।"

লুইজা আঁতকে উঠলেন—"বল কী? বাইবেল! ধর্মগ্রন্থ!

BanglaBook.org

ওসবের উপরে বসতে আছে? নরকে যেতে হবে। ওকেও, আমাকে আর উইলিয়ামকেও।"

কেরী অভয় দিলেন—"বাইবেলে বসা ঠিক হবে না। তাতে সত্যিই যেতে হবে নরকে। তবে অন্য ধর্মগ্রন্থ, প্রার্থনা পুস্তক-টুস্তক, ওতে বসলে দোষ নেই। ওসব ত আর ভগবদ্বাণী নয়, আমাদের মত লোকদেরই রচনা ওসব।"

ডিনার এ-বাড়িতে বেলা একটায়। সোম, মঙ্গল, বুধ, এই তিনদিন ডিনারে থাকে বড় মাংস, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবারে থাকে ভেড়ার মাংস। মাংসেরই তিন পদ রান্না হয়। ঝলসানো মাংস, তরকারি-সহযোগে মাংসের বড় বড় টুকরোর ব্যঞ্জন, মাংসের কিমা। রবিবার দিন চারপেয়ে মাংস টেবিলে উঠবে না, কেরীরা ভোজন করবেন বাড়িরই একটা মোরগ।

ফিলিপের পড়ার সময় নির্দিষ্ট হল, ডিনারের পরে বিকালবেলার বাকী কয়েক ঘণ্টা। কেরী নিজে তাকে পড়াবেন লাটিন এবং অঙ্ক, লুইজা শেখাবেন ফরাসী ভাষা এবং পিয়ানো বাজনা। ফরাসী ভাষা লুইজা নিজেই কিছুই জানেন না। তবে বাজানোর হাত খুব খারাপ তাঁর নয়। গান? বিয়ে যখন হয়, তখন লুইজা বারোটা গান জানতেন। আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ সেই বারোটাই তিনি বাজিয়ে আসছেন পিয়ানোতে। এখন ভাগ্যবান দেবরপুত্রকে সেই বারোটাতেই তালিম দেবার সংকল্প করলেন তিনি। গলা ছেড়ে গান গাওয়ার অভ্যাস এখন আর বড় নেই তাঁর। কিন্তু বাড়িতে চায়ের আসর যেদিন বসে বান্ধবদের নিয়ে, তখন তাদের অনুরোধে পড়লে ক্বচিৎ কখনো—

কী আর করা যায়! বুড়ো বয়সেও গাইতে হয় লুইজাকে।

চায়ের আসর বলতে তাই বলে কেউ যেন বিরাট কোন জমায়েত ভেবে বসবেন না। মজলিস করবার মত সমকক্ষ লোকই বা কয়জন আছে কেরীদের? সহকারী যাজক মশাই আছেন, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার এবং গির্জাকমিটির সেক্রেটারি ঐ আছেন জোসিয়া গ্রেডস, এবং তাঁর ভগ্নী। সর্বশেষ আছেন ব্ল্যাকস্টেবল গ্রামের এক এবং অদ্বিতীয়

BanglaBook.org

চিকিৎসক ডাক্তার উইগ্রাম ও তাঁর স্ত্রী। কেরী পরিবারের যা-কিছু মেলামেশা, তা এই কয়জনের সঙ্গে। এঁদের শোনাবার জন্যই এখনো লুইজাকে মাঝে মাঝে গাইতে হয়, "সোয়ালোরা নীড়ের পানে কিসের টানে ধায়" বা "মনতুরঙ্গ ধীর কদমে ধাও"।

কিন্তু এরকম আসর কালেভদ্রেই বসে এ-বাড়িতে। বসাতে গেলে খরচা ত আছেই, মেহনতই কি কম? তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে নিরিবিলি চা খাওয়াই এঁদের পছন্দ, আর চায়ের পরে এক হাত রং খেলা, পাশার ছক পেতে। লুইজা খেলতে বসে সদাই খেয়াল রাখেন, যেন কেরী হেরে না যান খেলায়। হেরে যাওয়া মোটেই পছন্দ নয় ওঁর, ভারী বিগড়ে যায় তাতে ওঁর মেজাজ।

রাত আটটায় রাতের খাওয়া। নতুন করে এর জন্য রান্না হয় না কিছু, সবই ডিনারের উদ্বৃত্ত জিনিস। লুইজা রুটি মাখন ছাড়া আর কিছু খান না এ-সময়ে। কিন্তু কেরীর একটু মাংস চাইই, হোক না ঠাণ্ডা মাংস, তাতে হয়েছে কী। খাওয়ার পরে উপাসনা, আর তার পরেই ফিলিপকে শুতে যেতে হয়। মেরী এ্যান সাধ করেই একটা বাড়তি কাজ কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছিল, শোবার আগে ফিলিপের জামা-পেন্টু ছাড়িয়ে নৈশবাস পরিয়ে দেওয়া। কিন্তু ফিলিপ একেবারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল এ-প্রস্তাবে। "আমার পোশাক আমি নিজেই খুলব, নিজেই পরব"—এ-জেদ সে ছাড়বে না কিছুতেই।

রাত নয়টায় মেরী এ্যান আসবে ডিম আর বাসন-কোসন নিয়ে। আজকের খরচা মিটে যাওয়ার পরে যে-কয়টা ডিম উদ্বৃত্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটার উপরে তারিখ বসিয়ে নাম সই করে দেবেন লুইজা। তারপর খাতায় লিখে রাখবেন কয়টা ডিম রইল। এইবার মেরী এ্যান ডিমগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ভাঁড়ারে, আর লুইজা উপরে উঠে যাবেন বাসনের ঝুড়ি হাতে নিয়ে। কেরী ততক্ষণ বসে আছেন কোন একখানা ধর্মগ্রন্থে তন্ময় হয়ে। তবে বেশীক্ষণ তা তিনি থাকবেন না। রাত দশটাও বাজবে ঘড়িতে, তিনিও বই রেখে উপরে উঠে যাবেন, নীচের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে।

BanglaBook.org

ফিলিপ এ-বাড়িতে এল যখন, ঘোর সমস্যা দেখা দিল তার স্নান নিয়ে। কবে সে স্নান করবে? একই দিনে দু'জনের স্নান সম্ভব নয় এ-বাড়িতে, অত গরম জল পাওয়া যাবে কোথায়? রান্নাঘরে জল গরম করার কল ছিল বটে, কিন্তু সেটা বিকল হয়ে পড়ে আছে আজ বহুদিন। সোমবার রাত্রে এ-বাড়িতে স্নান করে মেরী এ্যান, হপ্তার প্রথম দিনেই গায়ের ময়লা সাফ করে ফেলতে না পারলে তার নাকি ভাল লাগে না। কেরী নিজে স্নান করেন শুক্রবারে, শনি-রবিবারে তাঁর কাজ থাকে বেশী, সময় হয় না বাজে কাজ নিয়ে মাতামাতি করার। লুইজা করেন বৃহস্পতিবার। ফিলিপ তাহলে পেতে পারে মঙ্গল, বুধ বা শনিবার। কেরীর মত, রবিবারে যখন গির্জায় যাওয়ার দিন, শনিবারের রাত্রে স্নান করে শুদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ ফিলিপের। কিন্তু সমস্যা ঐ জল নিয়ে। শনিবারে হাজার ঝামেলা মেরী এ্যানের, সে আবার জল গরম করতে বসবে রাত্রিবেলায়? "কচুর চাকরি আমি ছেড়েই দেব তার চেয়ে। আঠারো বছর যে-কাজ করি নি, আজ তাই করতে যাব?"

শুদ্ধ? ওঃ, এতটুকুন বাচ্চা একটা, সে যদি না হয় শুদ্ধ, ভগবানের ভারী আসবে যাবে কিনা! যত আদিখ্যেতা পাদরি সাহেবের।

কিন্তু মুশকিল। শুদ্ধ না হলেও চলে বাচ্চাদের। কিন্তু গায়ে ময়লা জমলে চলে না। বাচ্চাটা নোংরা হয়ে থাকবে হপ্তার পরে হপ্তা, এটা মেরী এ্যান কেমন করেই বা হতে দেয়? "খেটে খেটে ত মরতেই বসেছি! বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপলে কী আর হবে? দেব, জল গরম করে আমিই দেব বাচ্চাটার জন্য।"

BanglaBook.org

দুই

সুখে দুঃখে নয় বছর বয়স হল ফিলিপের।

জ্যাঠার বাড়িতে লেখাপড়া তার বিশেষ এগুতে পারে নি। শেখাবার ভার যাঁরা নিয়েছিলেন, জ্যাঠা ও জ্যাঠাইমা, শেখাবার মত বিদ্যে বা উৎসাহ কোনটাই তাঁদের ছিল না। একেবারে গোমূর্খ হয়েই থাকত ছেলেটা, যদি না নিজে থেকেই পড়বার একটা ঝোঁক অদম্য হয়ে উঠত তার মধ্যে।

কেরীর একটা অভ্যাস ছিল, কোন শহরে গেলেই দোকানে দোকানে গিয়ে পুরোনো বই কেনার। গাদা গাদা বই নামমাত্র দামে বেচে দিচ্ছে কোন দোকানী—এরকমটা দেখলেই তিনি তা না কিনে পারতেন না। কেনার আগে একবার উল্‌টেও দেখতেন না গাদাটা, যে তার ভিতরে কী কী বই আছে। কিনলেন, বাড়ি নিয়ে এলেন, বইয়ের ঘরে কোন তাকে বা কোন ভাঙ্গা টেবিলে ফেলে দিলেন ধপাস করে, তার পরে ভুলেই গেলেন তার কথা। এই ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে কত যে বই জমে ছিল তাঁর লাইব্রেরিতে, তাঁর নিজেরই কোন ধারণা ছিল না সে বিষয়ে।

এখন এই গাদাগুলোর সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল ফিলিপ। ঠিক কী ভাবে পেয়েছিল, অন্য কেউ ত জানেই না, তার নিজেরও মনে নেই সেকথা। সে পেয়ে গেল সন্ধান, আর সময় পেলেই গিয়ে ঘাঁটতে লাগল সেই সব গাদা। স্বভাবতঃই সে আকৃষ্ট হল সেই সব বইয়ের দিকে, যা ছাপা হয়েছে বড় বড় হরফে নানা রঙের কালিতে, আর যার পাতায় পাতায় ঠাসা রয়েছে বিচিত্র সব ছবি। আরেবিয়ান নাইটস, পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস, ডন কুইকসোট, গ্রিমস্ টেলস এই রকম সব বই আর কি। কখনো পড়ে বইয়ের ঘরেই বসে বসে, কখনো বা বইখানা নিজের ঘরে নিয়ে এসে।

যাকে বলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পড়ে যাওয়া, তাই দেখা গেল

BanglaBook.org

ফিলিপের ক্ষেত্রে। জ্যাঠাইমা লুইজা লক্ষ্য করলেন ফিলিপের এই কাণ্ড, যথারীতি স্বামীকে গিয়ে বললেন একথা। কেরী যে বিশেষ পছন্দ করলেন ব্যাপারটা, তা নয়। যা-তা বই পড়ার চেয়ে মোটে না-পড়াই ভাল, অনেকের মত কেরীরও ছিল এই ধারণা। তিনি হয়ত এ-ধরনের পড়া বন্ধই করে দিতেন ফিলিপের, কিন্তু তা দিলেন না শুধু দু'টি কারণে। প্রথমতঃ এসব পড়তে না দিলে ছেলেটা পড়ে কী? তার চেয়েও বড় কথা, ছেলেটা করে কী? সুনির্দিষ্ট একটা পাঠক্রম অবলম্বন করে কে তাকে পড়াচ্ছে? ল্যাটিন বা ফ্রেঞ্চ, গ্রামার বা গণিত, ইংরেজী সাহিত্য বা ইতিহাস? নিজেদের দ্বারা হয়ে উঠছে না পড়ানো, এদিকে গৃহশিক্ষক রেখে পড়ানোর চিন্তাই ত অবাস্তব।

পড়াশুনা আর খেলাধুলো, এই দুটো নিয়েই ত থাকে ছেলেরা। তা খোঁড়া পা নিয়ে ফিলিপ খেলবে কেমন করে? আর খেলবেই বা কার সঙ্গে? ব্ল্যাকস্টেবল মূলতঃ গরিবদেরই গাঁ, সম্পন্ন গেরস্ত এখানে মাত্রই দুই চার ঘর। আর সে-সব গেরস্তর বাসও দূরে দূরে। তাদের ছেলেদের সাথে খেলাধুলো করার সুযোগ ফিলিপের কোনদিনই হবে না। নিকটে যারা আছে, তারা চাষাভূষো লোক, প্রধানতঃ ধীবর শ্রেণীরই খেটে-খাওয়া মানুষ। তাদের পাড়ায় ছেলে আছে ডজন ডজন। কিন্তু তাদের সঙ্গে ফিলিপকে মিশতে দেওয়ার চিন্তাই কেরী করতে পারেন না। তা যদি দেন, দুই দিনেই এমন অধঃপাতে যাবে ফিলিপ যে নিজের ভাইপো বলে তার পরিচয়ই আর দিতে পারবেন না কেরী।

অতএব, থাকে যদি পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস্ নিয়ে ছেলেটা ত থাকুক। আর কিছু না হোক, পড়ার অভ্যাস ত একটা বদ্ধমূল হচ্ছে ওর ভিতর! আর, জানছে শুনছেও অনেক কিছু। পড়ুক। আনন্দ পাচ্ছে ত বটেই, উপকারও না হচ্ছে, তা নয়। এক ধরনের শিক্ষা যে পাচ্ছে ফিলিপ, তাতে সন্দেহ নেই। হয়ত সেটা শতকরা একশো ভাগ সুশিক্ষা নয়, তা বলে আর করা যাবে কী। শতকরা একশো ভাগ সু কি আর এটনে রাগবিতেই মেলে?

BanglaBook.org

সুতরাং ফিলিপ পড়তেই থাকল পাঁচেমিশেলি ঐ সব বই। কী শিখল, তা সেই জানে। বা সেও হয়ত জানে না এই মুহূর্তে। ঐ আজগুবি আজগুবি গল্পগুলো কী ছাপ যে ফেলে যাচ্ছে তার মগজে, তা আজও স্পষ্ট নয় তার নিজের কাছেই। স্পষ্ট হবে অবশ্য একদিন, সেই যেদিন বয়স হবে এখনকার ডবল।

যা হোক, এইভাবে ফিলিপ শিখল কিছু। একেবারে গোমূর্খ সে নয়, আজ এই নয় বৎসর বয়সে।

কেরী এইবার সাব্যস্ত করলেন—ফিলিপকে স্কুলে পাঠানো হবে। নিজে তিনি যাজক, তাঁর ভাই ছিল ডাক্তার, তাঁর ভাইপো থাকবে অশিক্ষিত হয়ে, তা ত আর হতে পারে না! কিংস স্কুলে ভর্তি করা হবে ওকে। ইস্কুলটা টার্কেনবেরিতে। এ-অঞ্চলের যাজকেরা প্রায় সবাই ঐখানেই পাঠান ছেলেদের। ধর্মমহামণ্ডলের সাথে চিরদিনই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এই স্কুলের। এখন যিনি আর্কডিকন ক্যাথেড্রালের, আগে তিনি এইখানেই ছিলেন হেডমাস্টার। তা ছাড়া একটা প্রথাই দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে যখন যিনি হেডমাস্টার থাকবেন এখানে, ক্যাথেড্রালের অন্যতম অবৈতনিক যাজক বলেও গণ্য হবেন তিনি।

এ-বিদ্যালয়ে যে-ছাত্রই পড়তে আসুক, একটু মেধাবী হলেই সব শিক্ষক মিলে তাকে উৎসাহ দেবেন—"যাজক হবার জন্যই তৈরী কর নিজেকে, ওর চেয়ে মহৎ ব্রত আর কী আছে? আর অর্থাগমের দিক দিয়েও অন্য কোন কাজের চেয়ে ওটা অবহেলার নয় আজকাল।"

শুধু মৌখিক উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত নন কর্তৃপক্ষ, এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিটাকেও এমনি ধাঁচে তাঁরা গড়ে তুলেছেন, যাতে ছাত্রেরা বড় হয়ে যাজকবৃত্তিকেই নিজেদের যোগ্য বৃত্তি বলে বরণ করবার মত প্রেরণা পায়।

প্রবেশার্থী বালকদের মধ্যে বেশির ভাগই থাকে একান্ত অনগ্রসর। মগজে ততখানি বিদ্যে তারা নিয়ে আসে না, যার দৌলতে সরাসরি ইস্কুলে ঢুকে পড়া যায়। তাদের জন্য রয়েছে ইস্কুলের সংলগ্ন একটা

BanglaBook.org

পাঠশালা। তিন বছরের পাঠক্রম এতেও। ফিলিপ এই পাঠশালারই নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হবে বলে এসেছে।

সেদিন বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে। বিকালের গাড়িতে টার্কেনবেরিতে এসে নামল ফিলিপ, জ্যাঠার সঙ্গে। সারা-দিনই কেটেছে একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনার মধ্যে। উত্তেজনা এবং ভয়। ইস্কুল যে কী রকম জায়গা, তা কিছুই জানে না সে। স্টেশন থেকে শহরে যাচ্ছে গাড়িতে চড়ে, ভয়ে সে কাঠ একেবারে। একটি কথাও সে মুখ দিয়ে বার করে নি আসতে আসতে।

অবশেষে ইস্কুল দেখা যায় ঐ। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। বাপ্, এ কি জেলখানা না কি? একটা ছোট দরোজা খুলে বেরিয়ে এল জবড়জঙ্গ চেহারার অপরিচ্ছন্ন একটা লোক, আর ফিলিপের টিনের বাক্সটা তুলে নিয়ে কেরীকে বলল তার অনুসরণ করতে। নিয়ে গেল তাঁদের, বসবার ঘরে।

কী মস্ত মস্ত টেবিল চেয়ার! আর কী বিশ্রী! দেয়ালের পাশে চেয়ারগুলো লাইন বেঁধে বসানো। ফিলিপের খামোকাই মনে হল—এখানে চেয়ারগুলোর পর্যন্ত লাইন ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই। এমনি ভয়াবহ এখানকার নিয়ম-শৃঙ্খলা।

হেডমাস্টারের প্রতীক্ষায় বসে আছেন কেরী। মিস্টার ওয়াটসন।

ফিলিপ এতক্ষণে কথা কইল—"কী রকম মানুষ মিস্টার ওয়াটসন?"

"এক্ষুণি দেখতে পাবে ত!" বললেন কেরী।

আবার ফিলিপ চুপচাপ। তারপর বহু কষ্টে, কয়েকবার ঢোঁক গিলে সে বলল—"আমার খোঁড়া পায়ের কথা তাঁকে বলে রাখবেন।"

কেরী এ-অনুরোধের জবাবে কিছু বলবার আগেই ঘরের ভিতর-দিকের দরোজা সশব্দে খুলে গেল, বলতে গেলে ঝড়ের বেগেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার ওয়াটসন। ফিলিপের চোখে মালুম হল, যেন মানুষ নয়, একটা দৈত্য এসে ঢুকল সেখানে। ছয় ফুটের উপরে লম্বা, সেই অনুপাতে মোটাও। হাত দু'খানা কী বিশাল! আর দাড়িটাই বা কী মস্ত! আর কী টকটকে লাল! কথা বলেন চেঁচিয়ে। যা

BanglaBook.org

দেখছেন, তাইতেই যেন মজা পাচ্ছেন দেদার, এমনিধারা ঢং কথায়। কিন্তু ফিলিপ মোটেই মজা পেলো না তাঁকে দেখে, যা পেলো তা অবিমিশ্র ভয়। কেরীর করমর্দন করে তিনি ফিলিপের ক্ষুদে হাতখানা মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন—

"কী গো বাচ্চা, ভাল লাগছে ত ইস্কুলে এসে?

কথা ত নয়, যেন বাজ গর্জাচ্ছে। ফিলিপের মুখে লালের ঝলক এসে পড়ল একটা, গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না তার।

"কত বয়েস হল তোমার?"

ফিলিপ বলল—"নয় বছর—"

জ্যাঠা বাৎলে দিলেন—"স্যার বলতে হয়। নয় বছর স্যার।"

"অনেক কিছুই শিখে নিতে হবে, কী বল?"— এমন সুরে কথা কইলেন হেডমাস্টার, যেন অনেক-কিছু শিখতে বাধ্য হওয়াটা ভারী একটা মজারই ব্যাপার। কথা কইছেন, আর মোটা মোটা আঙ্গুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন ফিলিপকে, অবশ্যই এই আশায় যে ওতে তাঁকে আপনজন বলে ভাবতে শিখবে মুখচোরা নতুন ছেলেটা। কিন্তু সে-রকম কিছু ভাষা ত দূরের কথা, ফিলিপ ক্রমাগত মোচড় খাচ্ছে সে-সুড়সুড়িতে।

"ছোট ঘরখানাতেই এখন থাকবে ও"—

একথার লক্ষ্য হলেন কেরী। তারপরই ফিলিপকে লক্ষ্য করে ভরসা দিলেন—"ভালই লাগবে ওঘরে। আরও আটজন আছে কিনা! একলা মনে হবে না নিজেকে—"

এবার দরোজা দিয়ে প্রবেশ করলেন ওয়াটসনের স্ত্রী। গায়ের রং তেমন ফর্সা নয়, মাথার চুল কালো, তার মাঝ-বরাবর সিঁথি। ঠোঁট অস্বাভাবিক রকম পুরু, নাকটা ছোট, তার ডগাটা গোল। কিন্তু দু'টো চোখ যেমন ডাগর, তেমনি কালো। দেখলে মিশুক মানুষ বলে মনে হয় না মোটেই। কথা বলেন কদাচিৎ, হাসেন আরও কদাচিৎ।

ওয়াটসন কেরীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন স্ত্রীর সঙ্গে, তারপরে

BanglaBook.org

ফিলিপকে তাঁর দিকে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"নতুন এসেছে এই ছেলেটি, ঐ কেরী মহাশয়েরই ভাইপো।"

মিসেস ওয়াটসন করমর্দন করলেন ফিলিপের, কিন্তু কথা কইলেন না একটিও। হেডমাস্টার তখন কেরীকে জিজ্ঞাসা করছেন, পড়াশুনা কতদূর কী হয়েছে ফিলিপের। কিছুই যে হয়নি, এটা স্বীকার করতে লজ্জাই পাচ্ছিলেন বোধ হয় কেরী, তিনি উঠে পড়লেন হঠাৎ—"ফিলিপ তাহলে রইল আপনাদের কাছে—"

"ঠিক আছে! ঠিক আছে!"—হুংকারই যেন ছাড়লেন একটা ওয়াটসন—"কিছু চিন্তা করবেন না। খোড়ো ঘরে আগুন কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে, দেখেছেন ত? লেখাপড়া সেই ভাবে এইবার ছড়িয়ে পড়বে আপনার ভাইপোর ভিতরে বাইরে। কী বল হে বাচ্চা?"

সঙ্গে সঙ্গে একটা অট্টহাস্য হেডমাস্টারের, সে যেন একটা মোষের গর্জন। কেরী চুমো খেলেন একটা ফিলিপের কপালে, তার পরে বেরিয়ে পড়লেন ঘর থেকে।

"চল হে বাচ্চা, তোমায় স্কুল দেখিয়ে আনি"—বললেন ওয়াটসন।

বিশাল বিশাল পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছেন হেডমাস্টার, খোঁড়া পায়ে তাঁর সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে হিমশিম দশা ফিলিপের। একখানা লম্বা ঘর। দেয়ালগুলো তার একদম ন্যাড়া, মাঝ-বরাবর এক লাইনে দু'খানা লম্বা টেবিল, ঘরখানাকেই জুড়ে রয়েছে এমাথা ওমাথা। টেবিলের দুই পাশে কাঠের বেঞ্চি।

"কেউই ত আসে নি দেখছি"—বলছেন ওয়াটসন—"চল এইবার খেলার মাঠখানা দেখিয়ে দিই। তারপর নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও।"

ওয়াটসনের অনুসরণ করে মস্ত একটা খেলার মাঠে এসে উপস্থিত হল ফিলিপ। মাঠের তিন দিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, চৌঠা-দিকে লোহার রেলিং একটা। রেলিংয়ের ওপাশেও মাঠ, তবে সেটা আর খেলার মাঠ নয়, মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারি তার, আর বেড়াবার মত সরু সরু পথ। সে-মাঠের ওপাশে কিংস্ স্কুলের কয়েকখানা বড় বড়

BanglaBook.org

বাড়ি। একটাই ছোট্ট ছেলে একা একা উদাসভাবে ঘুরছে খেলার মাঠে, পথে-বিছানো পাথরকুচিগুলোকে লাথি মেরে মেরে ওড়াচ্ছে। "আরে ডেনিং, তুই কবে এলি?"—হেঁকে উঠলেন ওয়াটসন।

ডেনিং এগিয়ে এসে করমর্দন করল হেডমাস্টারের। উনি বললেন —"এই ছাখ, নতুন ছেলে একটা। তোর চেয়ে বয়সও বেশী, দেখতেও বড়-সড়। মারধোর করার চেষ্টা করিস নে।"

দু'টো বাচ্চার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন হেড-মাস্টার। তাঁর দরাজ গলার উচ্চরোলে ভয়ই করছে তাদের। তাদের অবস্থা উপলব্ধি করে একটা হাসির অট্টরোল তুলে তিনি বিদায় হয়ে গেলেন।

"তোর নাম কী রে?"—এইবার জিজ্ঞাসা করল ডেনিং।

"কেরী—"

"বাপ কী করে?"

"মারা গেছেন—"

"ওঃ, তা মা কী করে? কাপড় ধোয় ত?"

"মা-ও মারা গেছেন—"

"যাচ্চলে। কিন্তু বেঁচে যখন ছিল, ধুতো ত কাপড়?"

"তা কখনো কখনো—"

"তাহলে ধোপানি ছিল বল্?"

"না, না, সে কী?"

"ধোপানি নয়? তা হলে বললি কেন, কাপড় ধুতো?"

বলেই ছোকরা হেসে কুটিকুটি। কী তোফা কোণঠাসা করে ফেলেছিল নতুন ছেলেটাকে! কিন্তু হঠাৎ তার হাসি থেমে গেল। চোখ ছানাবড়া। ফিলিপের পায়ের দিকে নজর পড়েছে তার। "কী হয়েছে রে পায়ে তোর?"

ফিলিপ তাড়াতাড়ি বাঁকা পাখানা পিছনে টেনে নিল—"পা খানা মোচড়ানো"—বলতে গিয়েই গলা কেঁপে গেল একটু।

BanglaBook.org

"কী করে হল?" জিজ্ঞাসা করল নতুন আলাপী। কৌতূহলই ষোল-আনা তার কথার সুরে, দরদের ছিটে ফোঁটাও নেই।

"জন্ম থেকেই আছে"—বলল ফিলিপ।

"দেখি, দেখি—"

"না, না"—

"না? দেখাবি না?" নতুন আলাপী সাঁ করে ফিলিপের হাঁটুর নীচে মারল এক লাথি। ফিলিপ এরকম ব্যবহারের জন্য তৈরী ছিল না। এমন হকচকিয়ে গেল যে পাল্‌টা এক ঘা যে মারবে ছেলেটাকে, সে-কথাই তার মাথায় এল না। তাছাড়া, মাথায় এলেও মারতে পারত না ফিলিপ। ডেনিং তার চেয়েও ছোট। ছোটদের মারতে নেই, একথা সে শুনেছে।

ডেনিং ততক্ষণে সরে গিয়েছে, কথা কইছে তৃতীয় একজনের সঙ্গে। ফিলিপ লক্ষ্য করল, ওদের নজর তারই খোঁড়া পায়ের দিকে। ঐ কথাই হচ্ছে ওদের মধ্যে। এমন খারাপ লাগছে ফিলিপের।

এদিকে আরও আরও ছেলেরা এসে পড়েছে মাঠে। প্রায় ডজন খানিক। সবাই একসাথে কথা কইছে তারা। লম্বা ছুটি কাটিয়ে এল, কে কোথায় গিয়েছিল, কে কী করল, সেই সব কথা! কেউ কেউ ফিলিপের সঙ্গেও আলাপ শুরু করেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তাদের, জবাব দিয়ে দিয়ে হাঁপিয়ে উঠল ফিলিপ। পাল্‌টা প্রশ্ন তারও যে দুই একটা করা উচিত, এ-জ্ঞান তার আছে, কিন্তু কী প্রশ্ন যে করা যায়, তা ঠাউরে উঠতে পারছে না। এরই মধ্যে একটা ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল—"তুই ক্রিকেট খেলতে পারিস ত?"

ফিলিপ ম্লানমুখে বলল—"না ভাই, দেখছ না আমার এক পা বাঁকা!"

যে প্রশ্ন করেছিল, সে অমনি তাকাল ফিলিপের পায়ের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা লাল হয়ে উঠল তার। প্রশ্নটা যে অসঙ্গত হয়েছে, তা বুঝতে পেরে ছেলেটা নিজেই লজ্জা পেল। ফিলিপের কাছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত, এটা বুঝতে পেরেও মুখ ফুটে

BanglaBook.org

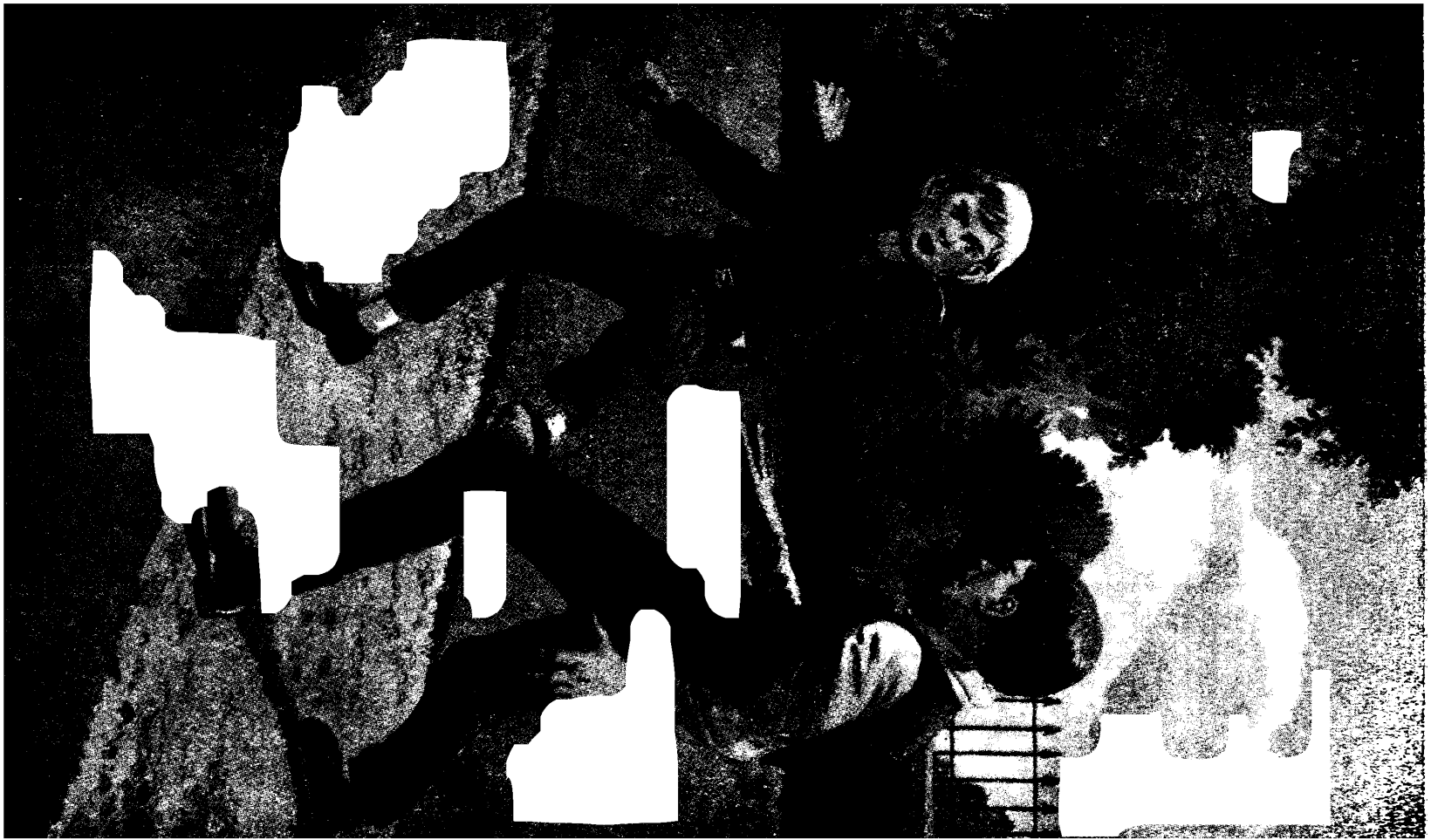

ফুটে সে পারল না ক্ষমা চাইতে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়েই রইল শুধু।

দেখতে দেখতে সারা ইস্কুলে প্রচার হয়ে গেল যে একটা ছেলে এসেছে, তার পা মোচড়ানো। রাতে ফিলিপদের ঘরে এক দঙ্গল ছেলে এসে হানা দিল। অন্য অন্য ঘরের বোর্ডার এরা সব। "দেখি, দেখি, তোর পা দেখি"—বলে একটা মস্ত ছেলে ফিলিপকে বিছানা থেকেই টেনে তুলল।

ছেলেটা লম্বায় চওড়ায় ফিলিপের দ্বিগুণ, নাম ওর সিংগার। স্বভাবটা প্রায় গুণ্ডার মত। অন্য ছেলেরা অনেকেই ভয় পায় ওকে দেখে।

ফিলিপের ঘরে থাকে আটটা ছেলে, তারা কেউ চুপ করে মজা দেখছে, কেউ চুপ করে আছে বিরক্ত হয়েও, কারণ সিংগারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার মত সাহস তাদের নেই।

সিংগার টেনে তুলল ফিলিপকে—"দেখা পা, দেখা বলছি।" ফিলিপ ক্রুদ্ধ। আছাড়ি-বিছাড়ি করছে সিংগারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কান্না পাচ্ছে তার, কেঁদেই ফেলল সে। রাগেও বটে, ব্যথায়ও বটে। ব্যথাটা হাতে। হাত ধরে এমন মোচড় দিচ্ছে সিংগার, যেন হাড়খানা ভেঙ্গে যাবে মট করে।

আর সইতে পারে না ফিলিপ। গেল, গেল, ভেঙ্গে গেল হাড়। তাড়াতাড়ি চাদরের নীচে থেকে বাঁকা পা বার করে দিল ফিলিপ।

টিপে টুপে দেখে চলে গেল সিংগারেরা, কিন্তু সারারাত সেদিন কাঁদল ফিলিপ। কাঁদল আত্মধিক্কারে। ধিক্কারটা ব্যথা পেয়েছিল বলে নয়, অত্যাচারের সমুখে মাথা নোয়াতে হয়েছে বলেই। এ-ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার নয় বছরের জীবনে আজই প্রথম।

BanglaBook.org

তিন

পড়াশুনায় ভালই বলতে হবে ফিলিপকে। খুব একটা মেধাবী ছেলে সে নয় অবশ্য, কিন্তু মহৎ গুণ তার, সে পরিশ্রমী। ব্ল্যাকস্টেবলে জ্যাঠার বাড়ীতে যতদিন ছিল, জ্যাঠার বইগুলোই ত ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নিরিবিলিতে বসে একধার থেকে পড়েই যাওয়া শুধু—এ-অভ্যাসটা তার গড়ে উঠেছে সেইখানেই।

সে-অভ্যাসে চিড় খেতে পারত ইস্কুলে আসার পরে, যদি না কি খেলাধূলোতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার উপায় থাকত তার। পায়ের অসুখের জন্য সে-উপায় তার নেই। কাজেই, অন্য ছেলেরা যখন ক্রিকেটে ফুটবলে মেতে আছে, ফিলিপ তখন তন্ময় হয়ে আছে বই নিয়ে। অতএব, পড়াশুনায় সে ভাল না হবে কেন?

পাঠশালার তিন বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। ফিলিপ এইবার ভর্তি হল খাস কিংস স্কুলে। ছয়টা ক্লাস এখানে, ক্লাস বা ফর্ম। অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, ধরতে গেলে এর জন্ম হয়েছিল নর্মান বিজয়ের আগেই। তখন এটা ছিল পুরোপুরি গির্জারই ইস্কুল, এখানে তখন অধ্যাপনার ভার ছিল ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের উপরে। ফলে, বাইবেল-ভিত্তিক ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাই ছিল না এখানে। কালক্রমে অবশ্য সে-ব্যবস্থা উল্টে গেল। দেশে ঘটল ধর্মবিপ্লব। রাজা অষ্টম হেনরি ধর্মমহামণ্ডলের অর্থ-সম্পত্তি বেশীর ভাগই কেড়ে নিলেন যাজকদের হাত থেকে। তবে যে সব বিদ্যালয় আগে থেকে চালু ছিল গির্জার অধীনে, সেগুলি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন মনে হল না রাজার। ঢেলে সাজলেন তিনি সে-সব। শিক্ষাকে ধর্মের গ্রাস থেকে মুক্ত করে তাকে আধুনিক মানুষের জীবন-ধারণের সহায়ক একটা প্রক্রিয়ায় পরিণত করা হল। এই সময়

BanglaBook.org

থেকেই টার্কেনবেরির বিদ্যালয়টির নতুন নামকরণ হল কিংস স্কুল অর্থাৎ রাজার (অষ্টম হেনরির) বিদ্যালয়। তখন থেকেই স্থানীয় ভূস্বামী এবং ব্যবসায়ী সমাজের ছেলেরা এখানে সেইরকম শিক্ষাই পাচ্ছে, যা জীবনের পথে চলার ব্যাপারে তাদের কিছু কিঞ্চিৎ উপকারে আসতে পারে।

অনেক নাম-করা লোকই বাল্যে কৈশোরে ছাত্র ছিলেন এই কিংস্ স্কুলের। নাম-করা লোক, যথা সাহিত্যিক, কবি—এমন এক কবি যিনি কবি-প্রতিভায় প্রায় সেক্সপীয়ারেরই সমকক্ষ ছিলেন। প্রসিদ্ধ উকিল হয়েছেন দুই চারজন। নাম-করবার মত সেনাপতিও দুটি একটি। কিন্তু তাঁদের নিয়ে এই ইস্কুল গর্ব করে না কোনদিন। এর গৌরব এইখানে যে ধর্মমহামণ্ডলের আওতা থেকে ইস্কুলটা বেরিয়ে আসবার পরেও এখানকার অনেক ছাত্র ধর্মজগতের দিকপাল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন পরবর্তী জীবনে। বিশপ, ডীন, ক্যানন এখান থেকে বেরিয়েছেন শত শত। সাধারণ যাজক ত হাজার হাজার। এমন অনেক ছাত্রই এখন রয়েছে এ-ইস্কুলে, যাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহেরা পুরুষপরম্পরায় শিক্ষালাভ করে গিয়েছেন এইখানেই, এবং শিক্ষা সমাপনের পর এই অঞ্চলেরই কোন-না-কোন গির্জায় অলঙ্কৃত করে গিয়েছেন যাজকের পদ। বলা বাহুল্য বর্তমানের এসব ছাত্রও ভাবী জীবনে ঐ পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেই চায়। যাজক হবার জন্যই তৈরী হচ্ছে এরাও।

সত্য কথা, তৈরী তারা হচ্ছে। কিন্তু হাওয়া যে ইতিমধ্যে পাল্‌টেছে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বই কি ইতিমধ্যেই! ছাত্র-মহলে এমন আলোচনাও আজকাল হয়ে থাকে যে গির্জার আর আগের সেদিন নেই। রোজগারের কথা হচ্ছে না, আগে যে-শ্রেণীর লোক যাজক হবার উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্কুলে আসত, এখন আর আসছে না তারা। এখন আসছে বিপুল সংখ্যায় সেই রকম ছেলে, যাদের বাপ-ঠাকুর্দার অত্যন্ত সামান্য সম্পর্কই ছিল গির্জার সঙ্গে। ঐ ত আঙ্গুল তুললেই দেখা যাবে টমি স্মিথ, রোজার হেরিক, ম্যাথু বেনসনকে, যাদের বাপেরা স্রেফ দোকানদার মাত্র।

BanglaBook.org

দোকানদার! এ-শব্দটা কিংস্ স্কুলে উচ্চারিত হত রীতিমত ঘৃণার সঙ্গে এক সময়! ও-পর্যায়ের মধ্যে পড়ত শুধু সত্যিকার দোকানীই নয়, ভূমিহীন কৃষিজীবীও। আর যাজক, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষকের বৃত্তি ছাড়া অন্য সব পেশার ব্যবসায়ীও। শো দেড়েক এমন ছাত্র আছে ইস্কুলে, যারা বাড়ী থেকেই এসে ইস্কুল করে প্রত্যহ। এদের মধ্যে ঐ 'দোকানদার' পর্যায়ে যারা পড়ে, উচ্চতর শ্রেণীর সহপাঠীদের চোখে তারা নেহাৎই অবজ্ঞার পাত্র।

আর ঐ মাস্টার মশাইয়েরা! আধুনিক শিক্ষার রীতি-প্রকৃতি কী রকম হওয়া দরকার, তা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয় 'টাইমস্' ও 'গার্ডিয়ান' কাগজ দু'টোতে। ওঁরা তা না পড়েন, তা নয়, কিন্তু পড়ার পরেই বাতিল করে দেন প্রলাপ বলে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, কিংস্ স্কুল কখনো ওসব পাগলামির প্রশ্রয় দেবে না।

গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, যা সারা পৃথিবীতে একটি লোকেরও কথ্য ভাষা নয়, তা এখানে পড়ানো হয় অপরিসীম যত্নের সঙ্গে। অনেক পড়ুয়াই পরবর্তী জীবনে আফসোস করতে বাধ্য হন এজন্য। কম সময়টাই কি অকারণে অপব্যয় হয় হোমার আর ভার্জিল নিয়ে! পক্ষান্তরে কী হেনস্থা এখানে অঙ্কের! দৈবাৎ কোন শিক্ষক হয়ত ডিনারের টেবিলে মত প্রকাশ করে ফেললেন যে আধুনিক পৃথিবীতে গণিতের গুরুত্ব দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে। ফেললেন যদি, তাহলে দশ বিশজন তাঁকে চেপে ধরল দশ বিশ রকমের যুক্তি দিয়ে। তাঁদের বলার কথা এই যে প্রাচীন সাহিত্যের মত সমাদর বা সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা গণিতের আদৌ নেই, কোনদিন তা হবেও না।

কোন বিদেশী আধুনিক ভাষা পড়ানো হয় না কিংস্ স্কুলে, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা-জাতীয় কোন বিজ্ঞানও না। ফরাসীভাষা কিছু কিছু হয় পড়ানো, কিন্তু তা পড়ান ইংরেজ শিক্ষকরাই, যাঁদের নিজেদের এমন বিদ্যে নেই যে ফরাসী মুলুকে গিয়ে কোন রেস্তরাঁ থেকে এক কাপ কফিও যোগাড় করতে পারেন, পরিবেশকদের ইংরেজী জানা না থাকলে।

এই যখন কিংস্ স্কুলের অবস্থা, শিক্ষকমহলে তখনই একটা চাঞ্চল্য

BanglaBook.org

দেখা গেল, এক হতবুদ্ধিকর গুজবকে কেন্দ্র করে। হেডমাস্টারের পদে অতঃপর কে বসছেন, তাই নিয়ে জল্পনা চলছে বেশ কিছুদিন থেকে। কারণ ও-পদের বর্তমান অধিকারী ডাক্তার ফ্লেমিং বুড়ো হয়েছেন সাংঘাতিক রকম, প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করতে হলে দেহে যে-পরিমাণ সামর্থ্য আর মনে যে-পরিমাণ উদ্যম থাকা দরকার, তার অতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এখন তাঁর নেই। কর্তৃপক্ষ কাজে কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁকে অবসর দেওয়া হবে যত শীঘ্র সম্ভব!

অবসর দেওয়া মানে অবশ্য এটা নয় যে তাঁকে শুধু হাতে বিদায় দেওয়া হবে অনাহারে মরবার জন্য। ধর্মমহামণ্ডলের সঙ্গে এ-ইস্কুলের এখনও যেটুকু ঘনিষ্ঠতা বজায় আছে, তারই দৌলতে একটা পাদরিগিরি তাঁর জন্য অনায়াসেই সংগ্রহ হতে পারে। এমন একটা গির্জার মালিকানা, যেখানে প্রধান যাজকের বার্ষিক উপার্জন ছয়শো পাউণ্ডের কম হবে না। যান না ফ্লেমিং মশাই, সেখানে গিয়ে আরাম করে বাতে তেল মালিশ করুন না বসে বসে।

হ্যাঁ, ফ্লেমিং যাবেন, এটা স্থির। কিন্তু তাঁর জায়গায় কে আসবেন, তা এখনও স্থির হয়নি।

স্থির অবশ্য পুরোপুরি হয়নি। কিন্তু পাল্লা যেন ভয়ানক রকম নেমে পড়েছে ডক্টর পার্কিন্স-এর দিকে। পার্কিন্স! উইলিয়ামসন নন, গ্রেহাম নন, নন বোফোর্ট মশাইও। সেই পার্কিন্স হে, যার বাপ কাটা কাপড়ের দোকান চালিয়েছিল জীবন ভোর। চালিয়েছিল এই টার্কেনবেরিতেই, এই কিংস্ স্কুল থেকে মাত্র আধ মাইল তফাতে। কিংস্ স্কুলের যাবতীয় শিক্ষক ছাত্র লিনেন কিনত সেই দোকান থেকে।

সে-বাপ এখন নেই অবশ্য, কিন্তু দোকানটা আছে। আছে, কিন্তু হাত পালটেছে। উক্ত বাপের জীবদ্দশাতেই ব্যবসাটা ফেল হয়ে যায়, এক অংশীদারের বিশ্বাসঘাতকতায়। ডক্টর পার্কিন্স, অর্থাৎ ফেল-হওয়া কাপড়-ওয়ালার পুত্র এই বর্তমান পার্কিন্স তখনও অক্সফোর্ডের ছাত্র, ডক্টর উপাধি পাননি তখনও।

এই অক্সফোর্ড-ফেরত পার্কিন্সকে নিয়েই গুজব এখন। জোর

BanglaBook.org

গুজব এই যে তিনিই হেডমাস্টার হতে যাচ্ছেন কিংস্ স্কুলের। সহকারী শিক্ষকেরা সবাই, উপর ক্লাসের ছাত্ররাও অনেকে, যারপরনাই বিক্ষুব্ধ এ-নিয়ে। লিনেন-দোকানীর ছেলে হবে কিংস্ স্কুলের সর্বেসর্বা? অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি? দিনে দিনে এ হল কী?

হতে পারেন ডক্টর পার্কিন্স মস্ত বড় বিদ্বান, তা ব'লে কোথায় কী মানায়, সেটা দেখতে হবে না? পড়াতে তিনি পারবেন, সে-যোগ্যতা তাঁর আছে। কিন্তু তাঁকে মানবে কে? সহকারী শিক্ষকেরা সবাই অভিজাতবংশের সন্তান, দোকানীর বাচ্চাকে তাঁরা সম্ভ্রম দেখাতে যাবেন কোন্ দুঃখে? একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা যে ঘটতে যাচ্ছে কিংস্ স্কুলে, সে-বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ।

বিক্ষোভ আর উত্তেজনা যখন চরমে পৌঁছেচে, তখন পরিচালক-মণ্ডলীর এক বিজ্ঞপ্তি এলো, ভাবী প্রধান শিক্ষক ডক্টর পার্কিন্স কার্যভার গ্রহণের আগে একবার কিংস্ স্কুলে আসতে চান। বিদায়ী প্রধান শিক্ষক ডক্টর ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যই প্রধানতঃ। কারণ ফ্লেমিংই আদিগুরু পার্কিন্সের। নির্দিষ্ট দিনে পার্কিন্সকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে ভোজসভায় সমস্ত শিক্ষকেরই উপস্থিতি ও সহ-যোগিতা বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞপ্তি মানেই আদেশ। এসে ভোজটেবিলে বসতেই হবে শিক্ষকদের, সহযোগিতা বিশেষ কিছু করুন বা না করুন। মেজাজ তাঁদের রুক্ষ, স্কুলটার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ তাঁরা। পার্কিন্স? প্রত্যেকটি শিক্ষকেরই মনে পড়ে পার্কিন্সকে। মুদে একটা ছোকরা, কালচে রং, কালো এলোমেলো চুল মাথায়, চোখ দুটো গরুর চোখের মতই বড়-বড়। বেদের মতন দেখতে, এক কথায়।—ইস্কুলে আসত প্রথমে অনাবাসিক ছাত্র হিসাবে। কিংস্ স্কুলের সর্বোচ্চ বৃত্তি যেটা, সেটাই সে পেত, কাজেই লেখাপড়ার জন্য খরচা তার এক পেনিও ছিল না। মেধাবী? তাতে আর সন্দেহ কী? যে-কোন প্রতিযোগিতা হোক স্কুলে, পুরস্কারগুলো সবই পার্কিন্স নিয়ে যাবে। দেশে বিদেশে পার্কিন্সের নাম করেই গর্ব করে কিংস্ স্কুল। বাপ যাতে ছেলেটাকে

BanglaBook.org

রাগবি বা এটনে তুলে নিয়ে না যায়, এজন্য ডক্টর ফ্লেমিং নিজেই কত খোসামোদ করেছেন ঐ লিনেন-বিক্রেতা বাপটির। বুড়োকে তোয়াজে রাখবার জন্য শিক্ষক-ছাত্র সবাই তখন লিনেন কিনত ঐ পার্কিন্স কুপার কোম্পানি থেকে।

অবশেষে স্কুলের পড়া শেষ করে মডলেন কলেজে গিয়ে ভর্তি হল পার্কিন্স, নিয়ে গেল এখানকার সর্বোচ্চ বৃত্তি। মডলেনেও পেলো সে বাড়তি বৃত্তি একটা, আর্থিক সমস্যা থেকে রেহাই পেয়ে পার্কিন্স শুরু করে দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সর্বগ্রাসী দিগ্বিজয়। বছর বছর নতুন নতুন কৃতিত্ব, তাক লেগে যায় সেসব শুনতে। কিংস্ স্কুলের মাসিক পত্রিকায় সে-সব সাফল্যের বিশদ বিবরণ ঘটা করে ছাপা হত তখন।

যথাসময়ে টম পার্কিন্স যাজক হিসাবে দীক্ষা নিলেন গির্জায়, কিন্তু কর্মজীবন শুরু করলেন শিক্ষকরূপে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে ঐ বৃত্তিই পার্কিন্সের মত পণ্ডিত ব্যক্তির যোগ্য বৃত্তি। প্রথমে ওয়েলিংটন স্কুলে, পরে রাগবিতে চাকরি করলেন কিছুদিন, সহকারী শিক্ষকের পদে। তখনও কিংস্ স্কুলের শিক্ষকেরা জাঁক করে বলছেন—"ছাখ, ছাখ, ঐ পার্কিন্স, এদেশের অন্যতম সুপণ্ডিত শিক্ষক, ও ছিল আমাদেরই ছাত্র। বোঝ একবার! অন্য কারও নয়, ছাত্র ছিল আমাদেরই ঐ পার্কিন্স।"

কিন্তু আজ? অন্য জায়গার চাকুরের প্রশংসা করা এক কথা, আর সেই চাকুরে অন্য জায়গা ছেড়ে আমার মাথার উপরে এসে অধিষ্ঠান করলে তার প্রশংসা করা আর এক কথা। এখানকার টার মাস্টারমশাই বেশ মনে করতে পারেন—পার্কিন্সকে তিনি একবার সাজা দিয়েছিলেন—"এই বিশ লাইন কবিতা কাল মুখস্ত করে আসতে চাও।" আর স্কয়ার্স মাস্টার ত ওর কানই মলেছেন কয়েকবার।

পরিচালকেরা এ কী কাণ্ড করে বসলেন, এঁ্যা? এ-ভুলের জন্য ঘোরতর পস্তাতে হবে ওঁদের। আরে ছিঃ ছিঃ, লিনেনের দোকানী একটা, সে আবার হয়ে গেল দেউলে। তারই ছেলে ত এই ডক্টর!

BanglaBook.org

শোনা যাচ্ছে—ঐ ডীন মশাই-ই আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন পার্কিন্সকে বহাল করবার জন্য, আর এই যে ভোজসভাটা, এরও উদ্যোক্তা সেই ডীনই। স্কুলে ভোজ-টোজ হয় বইকি মাঝে মাঝে! খেয়ে আনন্দ পাওয়া যায় সে-সব ভোজে। কিন্তু তাই বলে লিনেনওয়ালার ছেলে যে-টেবিলে থাকবে সম্মানিত অতিথি, তাতে বসে ভোজ খাওয়া কি খুব একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে কখনো?

ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত ছিল পরিচালকদের। স্কুলের যিনি প্রধান হবেন, তাঁকে স্কুলের বাইরে গিয়েও কিছু কিছু কাজ করতে হবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জনকল্যাণমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে তাঁকে। কিন্তু সে-সব জায়গায় কি পাত্তা পাবে দোকানীর সন্তান? সামরিক কর্মশালা একটা আছে টার্কেনবেরিতে। তার পদস্থ কর্মচারীরা কি এই ভুঁইফোঁড়কে নিজেদের সমকক্ষ বলে গ্রহণ করতে পারবেন কোনদিন?

আর অভিভাবকেরা? তাঁরা ও এ-স্কুলের প্রধান-শিক্ষকপদে অভিজাতবংশীয় লোকদেরই দেখতে অভ্যস্ত। দোকানীর ব্যাটার কাছে পড়বার জন্য তাঁরা কি ছেলেদের পাঠাবেন এখন? দলে দলে ছাত্র যদি এর পর এ-স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে যায়, টার-স্কোয়ার মাস্টার-মশাইরা অবাক হবেন না তাতে। উঃ! কী বিড়ম্বনা! সেই টমি পার্কিন্সকে কিনা ডাকতে হবে এখন "মিস্টার বা ডক্টর পার্কিন্স" বলে! রেগেমেগে কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন—তাঁরা সব শিক্ষক একজোট হয়ে ইস্তফা দেবেন চাকরিতে। দেখা যাক পরিচালকদের দৌড় কত দূর।

প্রস্তাবটি বীরোচিত, সন্দেহ কী। কিন্তু অতিরিক্ত সাবধানী দুই একজন আবার আপত্তি তুললেন এতে—"ওটা একটু হঠকারিতা হয়ে যায় বোধ হয়। এমনও ত অসম্ভব নয় যে ওঁরা ইস্তফাগুলো মঞ্জুরই করে নেবেন! দিনকাল আগের মত আর নেই হে! আগের মত থাকলে কি আর পার্কিন্স হতে পারে হেড?"

"দিনকাল আগের মত নেই এখন, তা ঠিক। আবার এখন যেমন

BanglaBook.org

আছে, আগামী দিনে তেমনটাও থাকবে না নিশ্চয়ই। পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাক সবাই। তা ছাড়া আমাদের আর করবার কিছু নেই।" এ-পরামর্শ এল মিস্টার সাইজ-এর কাছ থেকে, যিনি এক-নাগাড়ে ফিফ্‌থ্‌ ফর্মকে পড়িয়ে আসছেন আজ পঁচিশ বছর। পড়িয়ে আসছেন অপরিসীম অত্যাশ্চর্য অযোগ্যতার সঙ্গে।

অবশেষে এঁরা সবাই চাক্ষুষ দেখতে পেলেন তাঁদের এই বহু-বিতর্কিত ভূতপূর্ব ছাত্রকে। দেখার পরেও আশ্বস্ত হতে পারলেন না মোটেই। লাঞ্চ-এর ব্যবস্থা খোদ ডক্টর ফ্লেমিংয়ের বাড়িতে। পার্কিন্সের বয়স এখন বছর বত্রিশের মত। লম্বা, একহারা। দেখতে এখনও সেই রকম জংলী জবড়জঙ্গ, যেমনটি ছিল সে কিংস্‌ স্কুলের ছাত্র-জীবনে। পোশাকে-আশাকে নেই শ্রীছাঁদ, কোঁকড়ানো, দোমড়ানো, কোথাও সেঁটে রয়েছে, কোথাও বা ঢলঢল করছে। চুল আগের মতই কালো আর লম্বা, ওতে যে বুরুশ ছোঁয়ানোর অভ্যাস কোন দিন নেই পার্কিন্সের, তা এক নজরেই বোঝা যায়। মাথাটা কোন কারণে নাড়া খেলেই গোছা গোছা চুল কপালে এসে পড়ছে, আর তক্ষুণি হাত দিয়ে ঠেলে পার্কিন্স তা পিছনে সরিয়ে দিচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ আছে ওর, কুচকুচে কালো, গলার হাড় পর্যন্ত তাইতে ঢাকা।

কথাবার্তায় পার্কিন্সকে দেখা গেল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। এমনভাবে সম্ভাষণ করছেন মাস্টার মশাইদের, যেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব ঘটেছিল মাত্র হপ্তাখানিকের জন্য। কতই যেন খুশী পার্কিন্স নিজের ভূতপূর্ব শিক্ষকদের দেখে! বর্তমানের সম্পর্ক, ওঁদের আর তাঁর নিজের মধ্যে, যে একটু কিম্ভূতকিমাকার, অস্বস্তিজনক, তা যেন তাঁর খেয়ালেই আসেনি। যাঁরা একদিন টম বলে ডাকতেন, তাঁরা যে আজ মিস্টার পার্কিন্স বলে ডাকছেন তাঁকে, এর মধ্যে অবাক্‌ হবার কিছু তিনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনে ত হয় না কারও।

পার্কিন্স যখন বিদায় নিচ্ছেন, কোন এক মাস্টার বললেন—"এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন যে? ট্রেনের ত অনেক দেরি!"

BanglaBook.org

হাসিমুখে পার্কিন্স জবাব দিলেন—"আমাদের সেই দোকানটা একবার দেখে যাব।"

সবাই দারুণ বিব্রত, দোকানের কথাটা এইভাবে উঠে পড়ার দরুণ। "বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই"—মাস্টারমশাইরা ভাবছেন মনে মনে। অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গেল ডক্টর ফ্লেমিংয়ের দরুণ। বৃদ্ধ ভদ্রলোক কানে কম শোনেন, তিনি পার্কিন্সের শেষ কথাটা শুনতে পান নি। "কী? কী? কী হয়েছে?"—জিজ্ঞাসা করছেন তিনি বার বার। অবশেষে তাঁর স্ত্রী তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন—"দোকান! ওঁর বাবার সেই লিনেনের দোকান। উনি সেখানটা ঘুরে যাবেন, বলছেন।"

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়রা এমন বিব্রত বোধ করছেন, যেন আচমকা তাঁদের মুখের উপর এক এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিয়েছেন পার্কিন্স। বিব্রত হন নি একা পার্কিন্সই, তিনি মিসেস ফ্লেমিংয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—"ও-দোকান এখন কার, জানেন নাকি?"

এমন রাগ হচ্ছে মিসেস ফ্লেমিংয়ের, কথাই ফুটতে চাইছে না তাঁর মুখ দিয়ে। তিক্তকণ্ঠে তিনি বললেন—"এখনও লিনেনেরই দোকান আছে ওটা। লোকটার নাম গ্রোভ। আমরা আর ওখানে কেনা-কাটা করি না।"

"আমাকে একবার বাড়িটা ঘুরে দেখতে দেবে কি?" বেশ উৎকণ্ঠার সঙ্গেই জানতে চাইলেন পার্কিন্স।

"আপনার পরিচয় পেলে দেবে বলেই ত মনে করি।"—বললেন মিসেস।

পার্কিন্স বিদায় নিলেন। লাঞ্চ শেষ হল। কিন্তু ব্যাপারটার জের চলতে থাকল ডিনারেও। খেতে খেতে মাস্টারমশাইরা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন—আলোচনাটা কী রকম হয়েছিল। চেষ্টা করতে গিয়ে এইবার তাঁদের খেয়াল হল যে, আলোচনা যা করার তা একা পার্কিন্সই করেছেন, অনর্গল তিনি একাই বলে গিয়েছেন নানা বিষয়ে নানা কথা, তাঁদের কাউকেই কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে।

BanglaBook.org

কী তাড়াতাড়ি কথা বলেন উনি! আর কী গুরুগম্ভীর আওয়াজ গলার!

"উৎসাহ আছে ওঁর"—মন্তব্য করলেন উইংক্‌স্‌।

"ওঁর উৎসাহের প্লাবনে আমাদের মত খড়কুটো ভেসেই যাবে বোধ হয়," বললেন সাইজ—"একটা পাদরির কাজ কোথাও জুটে যায় যদি, মানে মানে এখান থেকে সরে পড়ি এই বেলা।"

চার

ফিলিপ যখন এসে ঢুকল কিংস্‌ স্কুলে, তখন পার্কিন্সই প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত। পুরোনো মাস্টারেরা বহাল রয়েছেন বটে নিজের নিজের জায়গায়, কিন্তু পড়ানোর হাল-চাল পাল্‌টেও গিয়েছে বেশ খানিকটা। পরিবর্তনটা নিঃশব্দেই হয়েছে, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যেটা হয়েছে, সেটাও খুব সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। ওঠে নি এই কারণে যে নতুন হেডের পিছনে আছে কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সমর্থন। কাজেই বিরুদ্ধবাদীদের পদক্ষেপ করতে হয়েছে খুব সন্তর্পণে। বাহ্যতঃ হেডের প্রতি শতকরা একশো ভাগ আনুগত্য জানিয়ে জানিয়ে।

নীচের ক্লাসগুলিতে ফরাসী ভাষা শেখানোর ভার এখনো শ্রেণী-শিক্ষকমশাইদের হাতেই রয়ে গিয়েছে যদিও, উপরের সব ফর্মে ও-ভারটা ন্যস্ত হয়েছে একজন নবাগতের হাতে। তিনি হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের ডক্টর। এক ফরাসী স্কুলে তিন বৎসর ফরাসী ভাষা শিক্ষাও দিয়েছেন তিনি। তা ছাড়া জার্মান শেখাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন, যদি কোন ছাত্র প্রাচীন গ্রীকের বদলে ও-ভাষা পড়তে ইচ্ছুক থাকে।

নতুন শিক্ষক আরও একজন এসেছেন। তিনি পড়াবেন গণিত। আগে যেভাবে বিষয়টা এখানে পড়ানো হত, অবহেলায় অশ্রদ্ধায়, সেভাবে আর চলবে না পড়ানো। এ-ভদ্রলোক শিক্ষা দেবেন আধুনিক

BanglaBook.org

পদ্ধতিতে, অতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টার পিছনে যতখানি যত্ন নেওয়া উচিত, নেবেন ঠিক ততখানিই।

এই দুইজন শিক্ষক, এঁরা যাজকবৃত্তিতে কেউই প্রতিষ্ঠিত নন, প্রতিষ্ঠিত হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই এঁদের। অথচ এই কিংস্ স্কুল, অযাজক শিক্ষক এখানে আগে কেউ ছিল না। এঁদের নিয়ে যে পুরোনো শিক্ষকেরা কী করবেন, তা ভেবেই পান না তাঁরা। এদিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার একটা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রারম্ভিক সামরিক শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে ছাত্রদের। এক কথায়, খোল-নলচে একসঙ্গে পালটে যাচ্ছে বিদ্যালয়টার। পুরোনোরা সন্দিহান হয়ে উঠেছেন—পার্কিন্সের মাথায় আরও যে-সব পরিকল্পনা আছে, সেগুলো সবই যখন রূপায়িত হয়ে উঠবে, তখন আর এ-স্কুলকে সে-পুরোনো কিংস্ স্কুল বলে চিনতেই পারা যাবে কি না।

কিংস্ স্কুল স্কুলহিসাবে এদিকে ছোটই। ছাত্রসংখ্যা এখানে দুই-শোর বেশী কোন দিনই নয়। দুইশোর বেশীকে জায়গা দেওয়াই এখানে সম্ভব নয়। নতুন বাড়িঘর তুলবারই উপায় নেই। কারণ ইস্কুলটা গোড়ায় করা হয়েছিল ক্যাথেড্রালের অঙ্গ হিসাবে, ক্যাথেড্রালের গায়েই। এর হাতার ভিতরেই এমন কয়েকটা বাড়ি আছে যেখানে বসবাস করেন ক্যাথেড্রালের যাজক এবং অযাজক কর্মচারীরাই। সেই সব বাড়িরই একটার ভিতরে মাথা গুঁজে ইস্কুলের শিক্ষকেরাও কয়েকজন থাকেন অবশ্য। কিন্তু নতুন কেউ যে এসে সেখানে এক-খানাও ঘর পাবেন, তার উপায় নেই।

তবু পার্কিন্সের আশার শেষ নেই। কী নাকি একটা ফন্দী তিনি এঁটেছেন, যাতে করে ইস্কুলের বর্তমান আয়তনটাকে বাড়িয়ে এর ডবল তিনি করতে পারবেন। মিস্টার সাইজ একদিন প্রশ্ন করেছিলেন —"বাড়িয়ে হবে কী? এখানে অত বেশী ছেলে আসবে কোথা থেকে?"

"লণ্ডন থেকে আসবে"—হেডমাস্টার চটপট জবাব দিয়েছিলেন —"লণ্ডন থেকে অনেক ছেলেই আসতে চাইছে এখানে। এলে তারাও

BanglaBook.org

শিক্ষা পাবে ভাল, আর এখানকার ছেলেরাও নতুন হাওয়ার স্পর্শ পাবে লণ্ডনওয়ালাদের কাছ থেকে।"

গম্ভীর হয়ে সাইজ বললেন—"অথচ যুগ যুগ ধরে এই ইস্কুলটা লণ্ডনের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আসারই চেষ্টা করেছে। সে-হাওয়া ত দুর্নীতির বিষে বিষাক্ত।"

"একদম গাঁজাখুরি কথা!"—বলে উঠলেন হেডমাস্টার।

গাঁজাখুরি? সাইজকে এর আগে এমন কথা কেউ কখনো বলে নি যে তাঁর কথাবার্তায় গাঁজাখুরির আভাস আছে। তিনি রেগেমেগে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন একটা কিছু যার ভিতর স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকবে হেডমাস্টারের পৈতৃক ব্যবসা লিনেনের দোকানদারির। দিতে যাচ্ছিলেন একটা শাণিত জবাব ঐ ধরনের, কিন্তু দেওয়া আর তাঁর ঘটল না, দেবার আগেই হেডমাস্টার একটা বোমা ফাটিয়ে ফেললেন সাইজের সামনে—"হাতার মধ্যে ঐ যে বাড়িটা আমাদের দখলে আছে, ঐটের উপরেই ত আমি আরও তিনটে তলা গড়িয়ে নিতে পারি পরিচালকদের দিয়ে, স্রেফ যদি আপনি রাজী হয়ে যান একটা বিয়ে করতে!"

"বি-য়ে?" সাইজ আকাশ থেকে পড়লেন যেন।

"বাড়িটাকে অনায়াসে তেতলা-চারতলা করা যায়, করে ওতে ছেলেদের মস্ত-বড় হোস্টেল বসানো যায়। করা যায় সবই, যদি কর্তাদের দেখাতে পারি যে তেমন হোস্টেলের উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা আমরা পারব করতে। আর সেটা দেখানো যেতে পারে, কেবল যদি আপনি বিয়ে করেন। আপনি আছেন ওখানে, কিন্তু এমন সময় আপনার নেই যে হোস্টেলের ভার আপনি নেবেন। কিন্তু স্ত্রী যদি আসেন, তাহলে ত সে-ভার তিনিই নিতে পারবেন অনায়াসে!"

বয়স্ক যাজক ভদ্রলোক হাঁইফাঁই করছেন তখন। বিয়ে? তিনি করবেন বিয়ে? কেন করবেন? সাতান্ন বছর বয়স তাঁর, এতদিন যখন করেন নি বিয়ে, এখন করতে যাবেন কিসের গরজে? এই বয়সে গেরস্থালির ঝক্কি ঘাড়ে নেওয়া? তা ছাড়া, কোনদিনই তাঁর মন ছিল

BanglaBook.org

না বিয়েতে। বিয়ে না করলে যদি চাকরি না থাকে, তিনি বরং ইস্তফাই দেবেন। শান্তি পেতে চান, ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে চান তিনি। বিয়ের ঝামেলা পোয়ানো কি বুড়ো মানুষের কাজ? তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"বিয়ের চিন্তা আমার মগজেই নেই।"

বড় বড় কালো চোখ মেলে পার্কিন্স তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। সে-চোখ কি মিটিমিটি হাসছে একটু? হেসেও যদি থাকে, সাইজ বেচারী তা লক্ষ্য করে নি। "এঃ, কী মুস্কিলেই ফেললেন যে আপনি! আহা, আমার অনুরোধেই না হয় করে ফেলুন একটা বিয়ে! বাড়িটা নতুন করে গড়তে চাইছি। আপনি বিয়ে করলে ওতে ডীন মশাইয়ের সম্মতি আদায় করা আমার পক্ষে অনেক সোজা হয়ে আসে।"

যাক, এসব গেল রসিকতার কথা। এতে আঁতে ঘা লাগে না কারও। কিন্তু আঁতে ঘা দেবার মত কাজও পার্কিন্স করছেন বই কি! সে-ধরণের একটা মারাত্মক ব্যাপারের কথাই বলা যাক। এ-ইস্কুলে একেবারে নতুন জিনিস এটা। ঘ্যাঁচ করে এক একদিন পার্কিন্স চলে যাচ্ছেন অন্য এক শিক্ষকের ক্লাসে। ব্যবস্থাটা আসে মিনতির ছদ্মবেশ ধারণ করে। কিন্তু সে-মিনতি এমনিই মিনতি যে, তা পূরণ করা ছাড়া অন্য পথ নেই শিক্ষকদের। টার ত বলেন,—ওঁর পুরো নামটা হল টার্নার,—টার বলেন যে এ-রকম খামখেয়াল ব্যাপার যদি ঘটতে থাকে, কারও পক্ষেই সেটা সম্মানজনক হতে পারে না। আগে থেকে বিন্দু-মাত্র আভাস নেই, প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে পার্কিন্স হয়ত কোন একজন শিক্ষককে হঠাৎ বলে বসলেন—"আজ এগারোটাতে আপনি আমার সিক্সথ্ ফর্মটা পড়িয়ে দিন না! অদল-বদল করে দেখি না একদিন!"

এমনটাই কি হয় নাকি অন্য সব ইস্কুলে? কিংস্ স্কুলের বৃদ্ধেরা কোন খবর রাখেন না, এ যুগে কোথায় কী হচ্ছে। তবে এটা তাঁরা জানেন যে টার্কেনবেরিতে এমন কাণ্ড কোন দিন হয় নি। আর এ-কাণ্ডের ফলও হতে থাকল অত্যন্ত বিসদৃশ। টার্নারই হাড়কাঠে পড়লেন সকলের আগে। হয়েছে কী, তিনি গিয়ে নিজের ক্লাসে

BanglaBook.org

জানিয়ে দিয়েছেন যে আজ তাদের লাটিনের ঘণ্টায় হেডমাস্টার আসবেন পড়াতে। আর করেছেন কী, ইতিহাসের ঘণ্টার শেষের দিকে আধ-ঘণ্টা তিনি লাটিনের পড়া নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন ওদের, ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রত্যেকটা জটিল জিনিস। খুবই আশা নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়েছেন যে যত কড়া পরীক্ষাই করুন হেডমাস্টার, তাঁকে ছেলেগুলো দ'য়ে মজাবে না একেবারে।

তারপর? লাটিনের ঘণ্টার পরে টার্নার আবার ফিরে গেলেন ক্লাসে। পার্কিন্স লাটিন পড়িয়ে যথারীতি নম্বর দিয়েছেন প্রত্যেকটা ছেলেকে। সব মাস্টারই তা দিয়ে থাকেন সব ক্লাসে, দেওয়াই রীতি। টার্নার ব্যস্ত হয়ে সেই নম্বরের খাতাটাই খুলে দেখলেন আগে। আরে, এ কী তাজ্জব! ক্লাসে যে-দুটো ছেলে লাটিনে সবচেয়ে ভাল, তারা যে একদম নাক-কান কেটে বসে আছে! ওদিকে, যারা কোনদিনই ভাল বলতে পারে না লাটিনের পড়া, পুরো নম্বর পেয়েছে তারাই। এর অর্থ মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে ক্লাসের সবচেয়ে সেরা লাটিনওয়ালা ছাত্র এলরিজকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এর মানে কী রে?"

মুখখানা কালো করে এলরিজ বলল—"এক লাইনেরও মানে ত তিনি জিজ্ঞাসা করেন নি! জিজ্ঞাসা করেছিলেন—জেনারেল গর্ডনের সম্বন্ধে আমি কী জানি।"

টার্নার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন এলরিজের দিকে। সারা ক্লাসটাই যে বিক্ষুব্ধ, এটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি হল তাঁর। ছেলেরা ফুঁসছে মনে মনে, দস্তুরমত অত্যাচার হয়ে গিয়েছে একটা তাদের উপরে। তাদের সে-মৌন অভিযোগে টার্নারও যেন সামিল না হয়ে পারছেন না। তিনিও বুঝতে পারছেন না যে গ্রীক লেখক লিভির সঙ্গে গর্ডনের সম্পর্ক কোন্‌খানে এবং কতটুকু।

পরে এক সময় সুযোগ বুঝে তিনি হেডমাস্টারের কাছে কথাটা পাড়লেন—"এলরিদের মুণ্ডু ঘুরে গেছে মিস্টার পার্কিন্স! আপনি নাকি তাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন জেনারেল গর্ডনের কথা?"—কথাটা

BanglaBook.org

শেষ করার আগেই টার্নার হেসে উঠলেন খলখল করে, এমনি একটা ভাব দেখালেন যেন খুবই মজার ব্যাপার হয়ে গেল একটা।

হাসলেন পার্কিন্সও। "দেখলাম, ওদের পড়ার ভিতরে রয়েছে কেইয়াস গ্র্যাকাসের কৃষি-আইনের কথা। তাই দেখেই আমার কৌতূহল হল—হালফিলের আয়ার্ল্যাণ্ডে যে-কৃষিবিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ওরা তার সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা। তা এক আঁচড়েই টের পেলাম যে আয়ার্লাণ্ড সম্বন্ধে যা জানে ওরা, তা হল এই যে ডাবলিন শহরটা লিফি নদীর উপরে। তখন, সাধারণ জ্ঞান ওদের অন্যান্য বিষয়েও ঐ স্তরেরই কিনা, সেইটি যাচাই করবার জন্যই তুললাম গর্ডনের কথা।"

টার্নার নির্বাক্। সা-ধা-রণ জ্ঞান? সে আবার কী? হেড-মাস্টার কি চান যে ছেলেরা লাটিন-ফাটিন শিকেয় তুলে রেখে সাধারণ জ্ঞান কুড়িয়ে বেড়াক খবরের কাগজের পাতায় পাতায়?

"পরীক্ষা পাসের কতটুকু সাহায্য হতে পারে সাধারণ জ্ঞানের দৌলতে?"—প্রশ্নটা তিনি করেই বসলেন অনেকখানি ইতস্ততঃ করে। তার উত্তরে হেডমাস্টার প্রাঞ্জল ইংরেজীতে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলেন—"মুখস্ত বিদ্যা সম্বল করেই যে পরীক্ষা পাস করা যায়, তার কোন দাম নেই আজকার পৃথিবীতে। মানুষের যা কাজে আসে, তা হল সাধারণ বুদ্ধি।"

শিক্ষক মহলে ঘোর চাঞ্চল্য। সাইজ ভাবছেন কবে যেন আবার তাগাদা দিয়ে বসেন পার্কিন্স—"বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলুন এইবার।" টার্নারের কাছে লাটিন পরীক্ষা সম্বন্ধে যে-অভিমত প্রকাশ করেছেন পার্কিন্স, তা নিয়েও বিরূপ আলোচনা হচ্ছে অনেক। নিম্ন তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক স্কোয়ার্টসই সবচেয়ে বেশী মুখর সে-আলোচনায়। পাঠশালা থেকে এসে তাঁরই ক্লাসে ভর্তি হয়েছে কিনা ফিলিপ কেরী!

অসন্তোষ এদিকে ধোঁয়াতে থাকুক, বৎসরটা ঘুরে এল নির্বিঘ্নে। ফিলিপ উঠে গেল উচ্চ তৃতীয় শ্রেণীতে। গর্ডন এ-শ্রেণীর শিক্ষক, রেভারেণ্ড বি, বি, গর্ডন। তাঁর যা জঙ্গী মেজাজ, ইস্কুল মাস্টারি করতে আসা উচিতই হয় নি তাঁর। ভয়ানক অসহিষ্ণু ছাত্রদের

BanglaBook.org

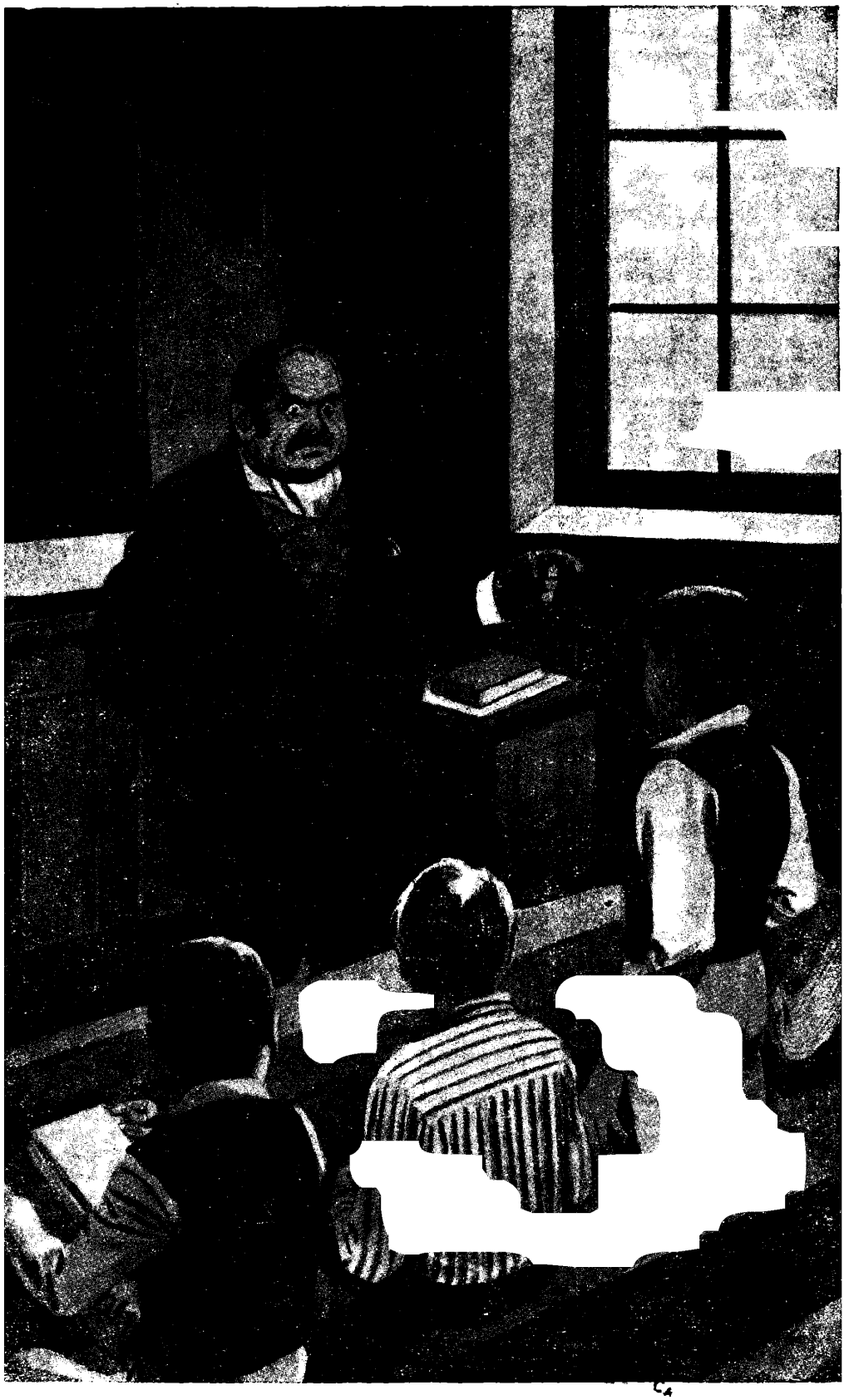

পড়া বল বাঁদর!

[পৃঃ ৩৫

সম্পর্কে। অল্পেতেই রেগে আগুন হয়ে যান। এতদিন কৈফিয়ৎ চাইবার কেউ ছিল না তাঁর মাথার উপরে। ছাত্ররা সব নেহাতই বাচ্চা, আত্মসংযমেরও কোন দরকার তিনি বোঝেন নি কোন দিন। মারধোর এন্তার করতেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত, কিন্তু ওয়াল্টারের সঙ্গে সেই যে তিনি কেলেঙ্কারিটা করে বসলেন সেবার, তার পর থেকে একটু সাবধান তাঁকে হতে হয়েছে। একখানা ভারী বই দিয়ে গর্ডন এমন এক ঘা বসিয়েছিলেন ওয়াল্টারের কান-পিঠে যে তার সে-কানটা কালা হয়েই ছিল ঢের দিন। তার বাপ মামলা আনতে গিয়েছিল, ইস্কুল-কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু গর্ডনকেও শাসিয়েছিলেন এই বলে যে বার-দিগর এরকম কিছু করলে তাঁকে মাস্টারি থেকে হটিয়ে কোন অজ পাড়াগাঁয়ে সহকারী পাদরি করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেই থেকে ছাত্রদের উপরে দৈহিক নির্যাতন আর করেন না গর্ডন, কিন্তু গালিগালাজের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন নিজের গুরুত্ব বজায় রাখবার জন্য।

শুধু গর্ডন নয়, ওয়াল্টারঘটিত ব্যাপারটার জের গড়াতে গড়াতে অন্য শিক্ষকদের উপরেও গিয়ে পড়েছিল। আগে আগে সহকারী শিক্ষকদের একটা অধিকার ছিল, ছাত্রদের হাতের তালুতে তাঁরা বেত মারতে পারতেন। সে-অধিকারটা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন এইবার। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। বেত তাঁরা আছড়াতেই থাকলেন এর পরও, তবে তা আর ছেলেদের হাতে নয়, ডেস্কের উপরে।

গর্ডনের বেঁটে মোটা চেহারা, সজারুকাঁটার মত খাড়া খাড়া গোঁফ, আর দাঁতে-চিবানো ক্ষতবিক্ষত নখ, ছাত্রদের কাছে এক নিদারুণ বিভীষিকা। বেচারা ফিলিপ যখন তাঁর শ্রেণীতে এল, তখন তার ত মনে হল সে মরে গিয়েছে, একটা যমদূত এসে তার সমুখে দাঁড়িয়েছে, তাকে টেনে নরকের আগুনে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য। আর গর্ডন? ফিলিপ যে তাঁকে দেখে ভয় পাচ্ছে, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাহুর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন তাকে। সব ছাত্রের মধ্যে বিশেষ করে ফিলিপই হয়ে পড়ল তাঁর চক্ষুশূল।

BanglaBook.org

বেচারী ফিলিপ! পাঠশালে থাকতে ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টা তার চমৎকার কাটত। ঐ সময়টাতে সহপাঠীরা তার উপরে অত্যাচার করতে পারত না, তার খোঁড়া পায়ের অজুহাত দেখিয়ে। আর পড়াশুনায় বিশেষ খারাপ নয় বলে শিক্ষকেরাও করতেন সদয় ব্যবহার। কিন্তু বড় ইস্কুলে আসতেই পাশা উল্‌টে গেল তার বরাতে। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। গর্ডন এসেই এমন ধমক-চমক শুরু করেন ক্লাসে যে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলের পিলে চমকে যায় পড়া আরম্ভ হওয়ার আগেই। ফলে, পড়া তারা কিছুই বলতে পারে না ঠিকমত। এলোমেলো বকে, তার ফলে দাঁতখিঁচুনি খায় আরও বেশী।

ফিলিপের কিন্তু হয় অন্য রকম। পড়া হয়ত সে চমৎকার ভাবেই তৈরী করেছিল। গর্ডন ক্লাসে ঢোকার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তা ছিলও তৈরী। কিন্তু যেই ঘরে ঢুকলেন গর্ডন, হুঙ্কার ছাড়লেন একটি, অমনি ফিলিপ বেমালুম সব ভুলে মেরে দিল। ব্যস, পড়ার একটি বর্ণও তার মনে পড়ছে না আর। ফলে গর্ডন ধারণ করেছেন সংহার-মূর্তি। রোজই প্রায় এই রকম অবস্থা হয় তার ক্লাসে।

এক একদিন হঠাৎ কিন্তু সুবাতাস বয়ে যায় তার মাথার উপর দিয়ে। সেই যেদিন মিস্টার পার্কিন্স এসে দেখা দেন ক্লাসে। মুখস্থ বিদ্যা আউড়ে যাবে ছাত্রেরা, এটা ত তিনি চান না। চান সাধারণ জ্ঞান। আর সেই জিনিসটাই অন্য সব ছেলের চাইতে অনেক বেশী আছে ফিলিপের। টার্কেনবেরিতে আসার আগে জ্যাঠার বাড়িতে সে ত বই নিয়েই থাকত! যে-কোন বই হাতে পাবে, তা সে পড়ে শেষ করবে। সুপাঠ্য অপাঠ্য কোন কিছুই বাদ দেবে না। ফলে বিশ্বজগতের হরেক রকম খবরই তার জানা হয়ে গিয়েছে এই অল্প বয়সেই। এখন পরিস্থিতি এই রকম দাঁড়িয়েছে যে পার্কিন্সের কেতাব-বহির্ভূত হাজারো প্রশ্নের জবাব ক্লাসের মধ্যে একা ফিলিপই দিতে সক্ষম। এমনও এক একদিন হয় যে একে একে ক্লাসের সব ছেলেকে প্রশ্ন করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছেন হেডমাস্টার, তার পরে

BanglaBook.org

সব শেষে ফিলিপকে সম্বোধন করে বলেছেন—"এইবার কেরী, তুমি ওদের বলে দাও ত বাপ!"

বলেই ফিলিপ দিল, হেডমাস্টারের কাছ থেকে নম্বরও পেলো পুরো।

পরের ঘণ্টায় গর্ডন আবার। হেডমাস্টার এক ঘণ্টা বসে কী কী করে গেলেন এ-ক্লাসে, তা জানবার জন্য পরিপূর্ণ কৌতূহল মানুষটার, ফিলিপ যে পুরো নম্বর পেয়েছে, সেটা জেনে ফেলতে দুই মিনিটও লাগল না তাঁর। তিনি রেগে কাঁই। যে-খোঁড়া বাঁদরটাকে তিনি মানুষ না ভেবে বাঁদর বলে ভাবতেই অভ্যস্ত, সে দিয়ে যাবে ক্লাসের উপরে টেক্কা? অসহ্য! এ শুধু ঐ লিনেন-দোকানীর ব্যাটার হীন চক্রান্ত একটা! তাঁকেই অর্থাৎ রেভারেণ্ড বি, গর্ডনকে হেয় করার জন্যই চক্রান্ত। আ-চ্ছা—

পরের দিন ক্লাসে এসেই তিনি ফিলিপকে নিয়ে পড়লেন। "পড়া বল্ বাঁদর!"—সে-হুমকি শুনেই ফিলিপের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, পড়া সে বলবে কী? খুব ভাল রকমেই পড়া শেখা ছিল তার, একটু-খানি ভদ্রভাবে, এককণা দরদ-মাখানো ভাষায় পড়া জিজ্ঞাসা করলে গড়গড় করে তা বলে যেতে পারত সে। কিন্তু ভদ্রভাব আর দরদী ভাষা ত গর্ডন সাহেবের ধাতেই নেই, তিনি গর্জন করছেন ক্ষুধিত শার্দূলের মত—"চুপ করে আছিস যে? পড়া করিস নি ত? কেন করবি? তুই ত বড়গাছে নাও বেঁধেছিস্! আমার মত তুচ্ছ শিক্ষকের ক্লাসে তুই যে আসিস, সেই ত আমার বাবার ভাগ্যি!"

যত চিৎকার করেন গর্ডন, তত মাথা গুলিয়ে যায় ফিলিপের। এক বর্ণও সে মনে করতে পারে না পড়ার। দুই একবার বিড়বিড় করে কী যেন বলতে গেল, অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন গর্ডন—"পষ্টো করে বল। তুই তোতলা নাকি? খোঁড়া বলেই ত জানতাম, আবার তোতলাও, অ্যাঁ?"—কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠলেন শিক্ষক, হতভাগা ছাত্র কেঁদে ফেলল এইবার।

পার্কিন্স বসে ছিলেন নিজের ঘরে, ফিলিপ গিয়ে তাঁর কাছে

BanglaBook.org

কালো খাতা চাইল। ব্ল্যাক বুক! শিক্ষকেরা এখন নিজে বেত মারতে পারেন না, পারেন ব্ল্যাক বুকে ছাত্রের নাম তুলে দিতে। তিনবার যে-ছাত্রের নাম ব্ল্যাক বুকে উঠবে, হেডমাস্টার তাকে বেত মারবেন, এই হল এখনকার রীতি। পার্কিন্স অবাক্ হলেন ফিলিপকে ব্ল্যাক বুকের জন্য আসতে দেখে। নীরবে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন —"ঐ যে!"

ফিলিপ খাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল। দশ মিনিট পরেই খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে এল যখন, পার্কিন্স হাত বাড়ালেন সেটার জন্য। এক নজর দেখেই বিস্ময়ের সুরে বললেন—"চরম বেয়াদবি! সে-কি? করেছিলে কী?"

ভাঙ্গা গলায় ফিলিপ উত্তর দিল—"জানি না ত স্যার!"

সে বেরিয়ে আসছিল, পার্কিন্স বললেন—"দাঁড়াও কেরী, একটা জিনিস তোমাকে দেখাই"—

ব্ল্যাক বুক তাকের উপর রেখে দিয়ে টেবিল থেকেই একটা ফাইল টেনে বার করলেন পার্কিন্স—"জানো কেরী, আজই এই ছবিগুলো ডাকে এল লণ্ডন থেকে। গ্রীক দেশের ব্যাপার। প্রাচীন গ্রীসে যে-সব বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল, সেইসব নিয়েই আঁকা এ-সব। এই—এই দেখ, এটা হল সালামিসের যুদ্ধের ছবি। এই দেখ, এই দিকটাতে দাঁড়িয়েছিল গ্রীক জাহাজগুলি, আর ঐ দিকটাতে পার্সিয়ান—"

BanglaBook.org

পাঁচ

এর পর দুই বছর কেটে গেল ফিলিপের অপেক্ষাকৃত আরামেই। উচ্চ তৃতীয়ে শিক্ষক হলেন উইংকস্। ভদ্রলোক সর্বদাই যেন অবসাদ-গ্রস্ত, চোখের পাতা সর্বদাই যেন বুজে আসতে চাইছে, জীবনধারণই যেন একটা ঘোরতর বিরক্তির ব্যাপার তাঁর কাছে।

ভদ্রলোকের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য একটা। ছেলেদের সততায় তাঁর

অটুট বিশ্বাস। "ওদের কাছে যত বেশী প্রত্যাশা করব আমরা, তত বেশীই আদায় করতে পারব"—এই তাঁর মুখের বুলি। "ওরা যে মিথ্যে কথা বলতে পারে, এমন ধারণাই যেন না থাকে আমাদের। ওদের সত্যবাদী করে তুলবার উপায় হল তাই।"

উচ্চ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়া বলার সময় ভুল করে না কোন ছাত্র। করবে কেন? ডেস্কের ভিতর বইয়ের পাতা খোলাই রয়েছে, সেই দিকে চোখ রেখে বলে যাও না অনর্গল! উইংকস্-এর মনে এমন সন্দেহ হবে না যে তুমি তাঁকে ঠকাচ্ছ। পরীক্ষা হল, খাতা দেখতে বসে উইংকস্ লক্ষ্য করলেন যে একই ভুল অন্ততঃ এক ডজন ছেলে করেছে। হাস্যকর সব ভুল। অন্য যে-কোন শিক্ষক এমনটা দেখলে টোকাটুকির ব্যাপার বলে সন্দেহ করতেন, কিন্তু উইংকস্ কখনো করতে পারেন না তা। "একই মৌলিক চিন্তা আলাদা আলাদা ভাবে অনেকের মাথায় উদয় হয়েছে, এটা নতুন কিছু নয়। সে-চিন্তা সত্যাশ্রয়ী যেমন হতে পারে, তেমনি ভ্রমাত্মক হওয়ারও বাধা নেই কিছু।"

পরীক্ষা নেওয়ার যে সার্থকতা আছে কিছু, এইটাই মানেন না উইংকস্। "আমি দেখেছি, ক্লাসে ছেলেরা সব বলতে পারে, পরীক্ষার খাতাতেই করে ভুল। দুঃখের বিষয়। কিন্তু এনম কিছু প্রমাণ ওতে হয় না, যা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে ওরা দুর্নীতিগ্রস্ত।"

কাজেই উইংকস্-এর ছাত্রেরা লাটিন না শিখেও দিব্যি প্রমোশন পেয়ে যায়। যে-কৌশলে পায়, জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হলে লাটিনের চেয়ে সেই কৌশলটাই যে বেশী কাজ দেবে তাদের, এ বিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ।

উইংকস্-এর হাত থেকে বেরুবার পরে ছেলেরা পড়ে টার্নারের হাতে। ইনি আবার আর এক রকমের মানুষ। প্রাণশক্তিতে রীতিমত উচ্ছল। বেঁটে মানুষ, পেটটা মস্ত। দাড়িটা ছিল কালো, একটু একটু সাদা রংয়ের আমেজ আজকাল লাগছে তাতে। কিন্তু রংটা আজও কালো, কালও কালো। যাজকের কালো পোশাক পরলে তাঁকে সত্যিই টার বা আলকাতরার পিপে বলে ভুল হয়।

BanglaBook.org

সেই কারণেই কোন চিন্তাশীল ছাত্র হয়ত প্রথম তাঁর নামকরণ করেছিল 'টার'। বস্তুতঃ টার্নারের সংক্ষিপ্ত আকার নয় ঐ 'টার' নাম। ঐ সংক্ষিপ্ত নামে যে ছেলেরা ওঁর কথা আড়ালে আড়ালে বলাবলি করে হামেশা, তা উনি জানেনও। আর প্রমাণ পেলে কড়া সাজাও দেন অপরাধীদের। এমন কি পাঁচশো লাইন কবিতা মুখস্থ করে আনার মত নিদারুণ হুকুমও তিনি দিয়েছেন এই কারণে। কিন্তু মজা এই, বন্ধুমহলে নিজের ঐ ডাক নাম নিয়ে তিনি নিজেই রসিকতাও করেন এক একসময়।

হ্যাঁ, অন্য শিক্ষকদের মত গোমড়ামুখো নন এই টার্নার স্যার। সেজেগুজে হোটেলেও যান পানভোজনের জন্য। অবশ্য টার্কেন-বেরিতে নয়, লণ্ডনে। একবার ত নাকি সুইজারল্যাণ্ডে তাঁকে দেখা গিয়েছিল, সাদামাঠা অযাজকসুলভ পোশাকে। সঙ্গে নাকি তখন একটি মহিলাও ছিলেন। উঃ, খবরটা যখন প্রচার হল কিংস্ স্কুলে, ছেলেমহলে কী সে মাতামাতি! "ডুবে ডুবে জল খাওয়া?"—উপর ক্লাসের ছেলেরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে তখন।

সুখে-দুঃখে দিন কাটে। চতুর্থ ফর্ম থেকে পঞ্চমে উঠেছে ফিলিপ। নিঃসঙ্গতার দুঃখ ছাড়া আর কোন দুঃখ ওর নেই। তার মোচড়ানো পায়ের ভিতর সতীর্থেরা এখন আর কোন নূতনত্ব দেখতে পায় না। একমাত্র গালিগালাজ দেবার দরকার হলেই কেউ হয়ত নিম্নস্বরে বলে ওঠে—"খোঁড়া ভূত", তা ছাড়া অন্য সময়ে ফিলিপের এই অঙ্গ-হীনতার কথা মনেই পড়ে না কারও।

নিঃসঙ্গতা! এর জন্যে দায়ীও অবশ্য ঐ মোচড়ানো পা-ই। ছেলেদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে খেলাধুলোর ভিতর দিয়েই। তা দৌড়-ঝাঁপের খেলা মাত্রই ত নিষিদ্ধ এলেকা ফিলিপের পক্ষে। খেলতে পারে না সে, আর সেই অক্ষমতাজনিত নিঃসঙ্গতার ফলেই সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে সে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়। এবং সেটা আপাততঃ অপ্রীতিকর হলেও আখেরে উপকারেই আসে তার। সহপাঠীদের চেয়ে পড়াশুনায় সে খুবই অগ্রসর, তার দরুন হেডমাস্টারের

BanglaBook.org

প্রিয়ও সে হয়ে দাঁড়িয়েছে খুব। পঞ্চমে উঠবার পরে পার্কিন্সের ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্যে সে আসতে পেরেছে, এবং সে-ঘনিষ্ঠতাও শিক্ষক-ছাত্র দুইয়ের পক্ষেই হয়ে দাঁড়িয়েছে যথেষ্ট আনন্দেরই উৎস। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও পার্কিন্স যে অত্যন্ত স্নেহশীল মানুষ, নিজে একনিষ্ঠ খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও যে ধর্মের ব্যাপারে অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতি-সম্পর্কে তিনি যথাসম্ভব ক্ষমাশীল, এটা কিংস্ স্কুলের অন্য যে কোন শিক্ষক বা ছাত্রের চেয়ে অনেক গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করবার সুযোগ ফিলিপের হয়েছে। তার দরুন সে হয়েছে মুগ্ধ। পার্কিন্সকে সে বসিয়েছে আদর্শ পুরুষের আসনে, তাঁর যে কোন নির্দেশ নির্বিচারে শিরোধার্য করে নিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত।

প্রতি বৎসরই কিছু কিছু ছাত্রকে ক্যাথেড্রালে নিয়ে খৃষ্টধর্মে চূড়ান্তভাবে দীক্ষা দেওয়া হয়। যে বয়সে সেটা হওয়া উচিত, ফিলিপের হল তা। আরও অনেক অনেক ছেলের সঙ্গে সে প্রস্তুত হল দীক্ষার জন্য। অনুষ্ঠানটা যেমন জটিল, তেমনি ভাবগম্ভীর। বিশেষ করে, পার্কিন্স এ-অনুষ্ঠানের উপরে অপরিসীম গুরুত্ব অর্পণ করছেন দেখে ফিলিপও মনে করতে বাধ্য হল যে তার জীবনের চরম সন্ধিক্ষণই বুঝি এসেছে এইবার।

"বিশ্বাস কর! আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও! করুণা-ময় ভগবানের তাহলে কিছুই অদেয় থাকবে না তোমাকে।" শুধু খৃষ্টধর্মের কেন, যে কোন ধর্মের অন্তর্নিহিত বাণীই এই। দীক্ষাগ্রহণের কালে এই বাণীই উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করলেন ক্যাথেড্রালের আচার্য। অন্যেরা তার দ্বারা কে কতখানি উদ্বুদ্ধ হল, কে জানে তা! কিন্তু ফিলিপ—

আশ্চর্যের কথা, আচার্যের বাণী যেন তেমন একটা সাড়া জাগাতে পারল না ফিলিপের হৃদয়ে। তার নিজেরই দোষ অবশ্য। সে নিজের মনেই লজ্জা পেলো, ক্ষুব্ধ হল, ভীতও হল খানিকটা। ভগবদ্বাণীতে বিশ্বাস না করার মানেই ত শয়তানের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেওয়া। সে কি তাহলে নরকের পথে পা বাড়িয়েছে নাকি?

BanglaBook.org

কিন্তু বিশ্বাস করতে না পারার সঙ্গত কারণ যে রয়েছে! কিছুই অদেয় নেই ভগবানের? কই, দিন ত ভগবান তার খোঁড়া পা জোড়া দিয়ে! দেন নি! ভগবৎ-করুণার উপরে অটুট বিশ্বাস স্থাপন করেও ত কোন ফল পায় নি ফিলিপ। মনে পড়ে গেল শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা।

মা তখন সবে ছেড়ে গিয়েছেন পৃথিবী। সবে সে এসেছে ব্ল্যাক-স্টেবলে সেই জ্যাঠার কাছে, যিনি নিকটতম আত্মীয় হয়েও এতদিন ফিলিপের ছিলেন প্রায় অপরিচিত। হৃদয় তখন স্নেহের কাঙ্গাল। লুইজার অন্তরে মাতৃহীন শিশুর জন্য স্নেহের কোন অভাব নেই, কিন্তু সে-স্নেহ প্রকাশ করবার কলাকৌশল সে সন্তানহীনা বৃদ্ধার অজ্ঞাত।

বৃদ্ধ কেরীর অলঙ্ঘ্য আদেশ রয়েছে—বাড়ির সবাইকে গির্জায় গিয়ে পাদরির ভাষণ শুনতে হবে রবিবারে, যোগ দিতে হবে উপাসনায়। দুই বেলা তা করতে পারলে খুবই ভাল হয়, অন্ততঃ একবেলা ত অপরিহার্যই। বালক ফিলিপও সে-নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। যাচ্ছে ফিলিপ গির্জায়, প্রতি রবিবারই যাচ্ছে।

একদিন সেখানে যাজক বক্তৃতা দিচ্ছেন—

কেরী নন, অন্য একজন। কেরীরই সহকারী। বাইবেলের ঐ উক্তিটিরই তিনি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন বক্তৃতা করতে উঠে। সেই উক্তি, "ভগবানে বিশ্বাস যার ঐকান্তিক, তাকে অদেয় কিছু নেই করুণাময়ের। সে যদি চায়, একাকী একটা পর্বতকে টেনে তুলে দূরে নিক্ষেপ করার শক্তিও তাকে দেবেন ভগবান।"

বক্তৃতা শুনে একটা শিহরণ জেগেছিল ফিলিপের প্রাণে। প্রার্থনার এত গুণ? বিশ্বাসের এত শক্তি? তা হলে আর চিন্তা কী তার? এই যে তার পায়ের এই খুঁতটা, এ ত অনায়াসেই আরাম হয়ে যেতে পারে! চাইলেই হল ভগবানের কাছে। বিশ্বাস ত তার আছেই। ভগবানে বিশ্বাস আর না আছে কার? তবে চাওয়া! "দাও" বলে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করা। যতক্ষণ আদায় না হয়, ততক্ষণ সে-প্রার্থনায় ছেদ না দেওয়া! ব্যস! এই ত! অত্যন্ত

BanglaBook.org

সহজ উপায় পড়ে রয়েছে পা-খানাকে সুস্থ করে নেওয়ার। আর কালবিলম্ব নয়। অকারণে এতদিন কষ্ট ভোগ করা গিয়েছে, সহ্য করা গিয়েছে অনেকখানি গ্লানি আর লাঞ্ছনা। আর নয়। আজ থেকেই প্রার্থনা শুরু হোক।

সেই থেকে কয়েকমাস ধরে সে কী কৃচ্ছ্রসাধন বালক ফিলিপের! শয়নে, উপবেশনে, নিদ্রায়, জাগরণে অবিরত জপ করছে ঐ এক মন্ত্র—"দাও করুণাময়, আমার পা-খানা ভাল করে দাও। পাহাড় নাড়াবার শক্তিও তুমি দিয়ে থাক মানুষকে। এই ঘৃণ্য ব্যাধিটা ঝেড়ে ফেলবার শক্তি তুমি দাও আমাকে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। আর কষ্ট দিও না দয়াময়!"

কত যে আকুলিবিকুলি। প্রথমে সে ভগবানকে একটা সময় দিল—"বড়দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই যেন দেখতে পাই, সেরে গিয়েছে আমার পা, আমি যেন ঘোড়দৌড়ের বেগে দৌড়ে যেতে পারি গির্জায়, বড়দিনের উপাসনার জন্য।"

নিঃসংশয় সে। যাবেই সেরে। বাইবেল কখনো বাজে কথা বলতে পারে? বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় সে শয্যাগ্রহণ করল, ভগবানকে ডাকতে ডাকতে—"হে দয়াময়, করুণা কর, করুণা কর।" সারারাত সে স্বপ্ন দেখল, দেবদূতেরা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন তার শয্যা, হাসিমুখে আশ্বাস দিচ্ছেন—"ভয় কী ফিলিপ, প্রার্থনা যদি ঐকান্তিক হয়, তা কখনো ব্যর্থ হয় না। কাল সকালেই দেখবে তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে দয়াময়ের দয়ায়।" ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত যে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করল মূঢ় বালক! সেরে গিয়েছে! ভগবানের দয়ায় পা তার সেরে গিয়েছে। প্রার্থনার অসাধ্য কিছু নেই বিশ্বজগতে।

অবশেষে ঘুম ভাঙ্গল। দুরু দুরু বুকে চাদরের তলা থেকে পা বার করল ফিলিপ। তার পরই কেমন যেন হতচেতনের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তাকিয়ে রইল মোচড়ানো-দোমড়ানো কুশ্রী পাখানার দিকে।

সেই দিন রাত্রে খেতে বসে সে জ্যাঠাকে জিজ্ঞাসা করল—

BanglaBook.org

"বাইবেলে লেখা আছে, প্রার্থনা করলে, বিশ্বাস রাখলে, পাহাড় নাড়াবার শক্তি আসে। যদি কখনো এমনটা দেখা যায় যে প্রার্থনা করেও, বিশ্বাস রেখেও কিছু হল না, তাহলে কী বুঝতে হবে তখন?"

কেরী প্রশ্ন শুনে অবাক্। নেহাৎ বোকা না হলে এমন প্রশ্ন কেউ করে নাকি কখনো? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে তিনি বললেন—"তাহলে বুঝতে হবে যে প্রার্থনা ঠিক আন্তরিক হয় নি। বিশ্বাস যতখানি জোরালো থাকা দরকার, ছিল না ততখানি জোরালো।"

এ আবার কী কথা? ফিলিপের সেই দীর্ঘদিনব্যাপী একটানা প্রার্থনায় আন্তরিকতা ছিল না? যথেষ্ট পরিমাণ জোরালো ছিল না তার বিশ্বাস? প্রার্থনা যে ওর চেয়ে আন্তরিক কেমন করে হয়, বিশ্বাস যে কেমন করে হতে পারে ওর চেয়ে গভীর, তা ত ভেবেই পায় না ফিলিপ।

তবু জ্যাঠা বলছেন যখন, মেনে নেওয়াই ভাল যে ত্রুটিটা ফিলিপের নিজেরই ছিল। এবার তাহলে আর একটা চেষ্টা করা উচিত। আগের চেয়েও আন্তরিকভাবে, হৃদয়টা নিংড়ে নিংড়ে, সারা প্রাণ উজাড় করে দিয়ে করা যাক প্রার্থনা। স্বপ্নেও যাতে বিশ্বাসে চিড় না খায়, হুঁশিয়ার থাকা যাক প্রতি মুহূর্তে। বড়দিনে হল না। এবার তা হলে দিন ধার্য করা যাক ঈস্টার। হে ভগবান, ঈস্টারের দিন সকালে উঠে যেন দেখি—

চলল সাধনা। এল ঈস্টার। সকালে উঠে ফিলিপ দেখল—

হ্যাঁ, যা দেখল তাতে তাকে বলতেই হল—বিশ্বাস যত জোরালো হলে ভগবানের দয়া পাওয়া যায়, তত জোরালো করা মানুষের সাধ্য নয়।

সে আজ বেশ কয়েক বৎসর আগের কথা। অভিজ্ঞতাটার তিক্ত স্বাদ রসনা থেকে বিলুপ্তই হয়েছিল প্রায়। আজ যে আবার নতুন করে মনে পড়ছে সে-কথা, সে শুধু দীক্ষার সময়ে আচার্যের মুখ থেকে

BanglaBook.org

সেই পুরোনো কথাটাই আবার শুনতে হল বলে। কথার কথা মাত্র! যিনি বলছেন, তিনিও ও-কথার উপরে গুরুত্ব আরোপ করছেন না। যাঁরা শুনেছেন, গুরুত্ব আরোপ করছেন না তাঁরাও। এ এক রকম খেলা ওদের। খেলতে থাকুন ওঁরা। চিন্তাশক্তি যার আছে, ভুক্তভোগী যারা আছে, তাদের পক্ষে এ খেলার ফাঁকিটা ধরে ফেলা শক্ত নয়।

কিন্তু সে-কথা থাকুক, পড়াশুনায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে ফিলিপ। মিস্টার পার্কিন্সের কাছ থেকে সে পেয়েছে সহৃদয়তা ও প্রেরণা, তাতেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার কর্মশক্তি, বিকশিত হয়েছে তার উচ্চাশা। খোঁড়া পায়ের বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তার জীবনটা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে না, এ বিশ্বাস তার হয়েছে এতদিনে।

খোঁড়া পা। একদিন ও-কথা তুলে একটা নৈরাশ্যজনক মন্তব্যই সে করে বসেছিল তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। পার্কিন্সের কাছেই। তিনি তার জন্যে একটু তিরস্কারই করলেন ওকে। "পা খোঁড়া, তাতে হয়েছে কী? ওটাকে দুর্ভাগ্য না ভেবে সৌভাগ্য বলে ভাবার অভ্যাস কর।"

"সৌভাগ্য? পা খোঁড়া হওয়াটা সৌভাগ্য?"

"কেন নয়? অন্যের চাইতে একটা বেশী অসুবিধায় তোমাকে ফেলেছেন ভগবান। এতে কী বোঝা যায়? বোঝা যায় যে, অন্যের চাইতে বোঝা বইবার শক্তি তোমার বেশী আছে বলে বিশ্বাস করেন ভগবান। "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি" —গেয়েছেন কোন ভিনদেশের মহাকবি। সহিষ্ণুতা একটা মহৎ গুণ, দুঃখের মধ্যেও আত্মপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারা আরও মহত্তর গুণ। এ দু'টো গুণ যখন পূর্ণ বিকশিত হবে তোমার মধ্যে, তখন আনুষঙ্গিক অনেক গুণও স্বতঃই এসে তোমাতে অধিষ্ঠিত হবে। পুরুষের সমাজে তুমি হয়ে উঠবে অনন্য একজন।"

একটু থেমে পার্কিন্স বললেন—"যে ভাবে তুমি তৈরি করে নিচ্ছ নিজেকে, তাতে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ বৃত্তিটা তুমি নিশ্চয় পাবে। তার ফলে অক্সফোর্ডে পড়তে পারবে তুমি। তারপর আর

BanglaBook.org

কী। যাজকবৃত্তির জন্য তোমার যোগ্যতা হয়ে দাঁড়াবে প্রশ্নাতীত। রাগবি এটনে শিক্ষকতাও তুমি নিতে পারবে, বা খাঁটী যাজকের কাজ যদি তোমার কাছে বেশী রুচিকর হয়, যথাসময়ে একটা বিশপের পদে উন্নীত হওয়াও তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।"

হঠাৎ ফিলিপের দিক থেকে এল একটা মৃদু কিন্তু সর্বনাশা প্রতিবাদ "যাজক আমি হতে চাই না।"

পার্কিন্স চমকে উঠলেন—"হতে চাও না? সে কি? তোমার জ্যাঠা ত তোমায় যাজকই বানাতে চান! আর বৃত্তিটা সম্মানেরও যেমন, অর্থাগমের পক্ষে সুবিধাজনকও তেমনি। সবচেয়ে বড় কথা, ও বৃত্তির জন্য তুমি সব দিক দিয়ে যোগ্য।"

এইবার কঠোর, তিক্ত, অভব্য একটা মন্তব্য বেরুলো ফিলিপের মুখ দিয়ে—"কিন্তু বৃত্তিটা যোগ্য নয় আমার। যা সত্য নয়, তাই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া—দিনের পর দিন কেমন করে যে কোন বিবেকী মানুষ এ-কাজ করতে পারেন তা আমি জানি না।"

"যা সত্য নয়?"—বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্ পার্কিন্স।

"যে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে ভগবানে, ভগবান তাকে পর্বত তুলে নিয়ে যাওয়ার শক্তিও দিতে পারেন—সত্য?"

পার্কিন্স কীভাবে একথার জবাব দেবেন, তাই ভাবছেন। ইতিমধ্যে ফিলিপই পূর্বকথার জের টেনে বলে উঠল—"যাজক আমি হব না, তবে শিক্ষকতা হয়ত করব। তবে গ্রীক ল্যাটিনের শিক্ষক নয়, ওসব ভাষার এখন আর উপযোগিতা নেই পৃথিবীতে। আমি শিক্ষক হব আধুনিক ভাষার, পারলে আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের।"

"আধুনিক ভাষা তুমি কী জান? কতটুকু জান?"—বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলেন পার্কিন্স।

"জার্মান ফ্রেঞ্চ ছাড়া কিছু জানি না। তাও জানি সামান্যই। এখানে ত ওসব খুব বেশী পড়ানো হয় না। জানি সামান্যই, কিন্তু শিখে নেব। ভেবে দেখেছি, এ স্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবার জন্য আর এক বৎসর সময় এখানে কাটানো আমার উচিত হবে না। বিদেশের

BanglaBook.org

কোনও ইস্কুলে জার্মান বা ফ্রেঞ্চ শিখতে যদি এখনই চলে যাই, আমার পক্ষে বোধ হয় শ্রেয়ঃ হবে তাই।"

"তুমি একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছ"—ক্রুদ্ধভাবেই বললেন পার্কিন্স, "তুমি এখনো সাবালক হও নি। তোমার জ্যাঠা যা বলবেন, তাই তোমায় মেনে চলতে হবে। আর তুমি যে সব উন্মাদ পরিকল্পনার কথা বললে, তার কোনটাতেই তিনি মত দেবেন বলে আমি ত মনে করি না। তিনি নিশ্চয় তোমাকে বাধ্য করবেন—"

"তাঁরই আঁকা ছক অনুযায়ী আমার জীবনটা গড়ে নিতে। কিন্তু স্যার, জানেন ত, ঘোড়াকে লাগাম ধরে জলের ধার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে ইচ্ছে করে যদি না খায়, জল খেতে তাকে বাধ্য করা যায় না। আমি যা করতে চাই, তা তিনি অবশ্য করতে না দিতে পারেন। সে অধিকার এখনও কয়েক বৎসর তাঁর থাকবে। কিন্তু আমি যা করতে চাই না, তা তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন কেমন করে? তিনি অভিভাবক বটে। কিন্তু আমি খাই পরি পড়াশুনা করি আমার পৈতৃক পয়সায়, জ্যাঠার পয়সায় নয়।"

ছয়

পার্কিন্স অনেক বোঝালেন এর পরও। ব্ল্যাকস্টেবল থেকে জ্যাঠা কেরীও অনেক চিঠিপত্র লিখলেন, ফিলিপকে বোঝাবার চেষ্টা করে করে। কিছুতেই কিছু হল না। তার সংকল্প—যাজক সে হবে না। কাজেই যে-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হল শিক্ষার্থীর ভিতরে যাজকোচিত গুণাবলীর উন্নয়ন, সে-শিক্ষা দিয়ে ও করবে কী?

কিছুতেই যখন ফিলিপকে সংকল্পচ্যুত করা গেল না, পার্কিন্সই তখন পরামর্শ দিলেন কেরীকে—"ফিলিপের উপরে আর জুলুম না করাই ভাল। যে কাজ যার ভাল লাগে না, জোর করে তাকে সে-কাজে লাগিয়ে দেওয়া অনুচিত, তাতে কাজও ভাল হয় না, মানুষটারও ভাল

BanglaBook.org

হয় না। তার চেয়ে যে-কাজ ও করতে চাইছে, তাই দিন করতে। শিখুক জার্মান বা ফ্রেঞ্চ। ওতেও ভবিষ্যৎ উন্নতি যথেষ্টই হতে পারে। আগামী যুগে ঐ সবেরই কদর বেশী হবে প্রাচীন গ্রীক বা ল্যাটিনের চেয়ে।"

"কোথায় তাহলে পাঠানো যায় ওকে?"—জিজ্ঞাসা করলেন কেরী।

"জার্মান শিখতে হলে হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রশস্ত। সেখানে ফরাসী ভাষা শেখারও সুযোগ এখানকার চেয়ে বেশী।"—পরামর্শ দিলেন পার্কিন্স।

অবশেষে, ষষ্ঠ ফর্মে প্রমোশন পাওয়ার পরেই কিংস স্কুল ছেড়ে চলে গেল ফিলিপ। আট নয় বৎসর সে কাটিয়েছিল এখানে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বন্ধুর মত বন্ধু তার একটিও জোটে নি। পার্কিন্স ছাড়া অন্য কোন শিক্ষকের প্রতিও গড়ে ওঠে নি তার এতটুকু আনুগত্য। বিদায়কালে তার মন খারাপ হচ্ছিল শুধু এই কথাটি ভেবে যে পার্কিন্সের সঙ্গে তার আর কোন সম্বন্ধ রইল না।

ইস্কুল থেকে ব্ল্যাকস্টেবলে যেতেই হল একবার। প্রথমতঃ, হিডেলবার্গে প্রবাসকালে কেরী তাকে কী-রকম পয়সাকড়ি পাঠাবেন, সেটা স্থির করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, জ্যাঠাইমা লুইজাকে দেওয়া প্রয়োজন যথাসম্ভব সান্ত্বনা। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বিবেচনায় যাজকবৃত্তির চেয়ে ভাল কাজ বিশ্বজগতে কিছু নেই। সে-বৃত্তিকে হেলায় পায়ে ঠেলে যাচ্ছে ফিলিপ, এতে মন তাঁর নানা কুডাক ডাকছে। চিঠিতে তিনি নিজের মনোবেদনার কথা জানিয়েছেনও ফিলিপকে। এ-অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে দুটো আশ্বাসের বাণী তাঁকে শুনিয়ে যাওয়া সৌজন্যের খাতিরেই অপরিহার্য। নিজে সে যে খুব একটা ভালবাসে এই বুড়ীকে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু বুড়ীর ঐ একরকম স্নেহের অমর্যাদা করতেও সে পারে না। বিবেকে বাধে।

বার্লিনে জনৈক মিস উইলকিনসন থাকেন, এক ভদ্রপরিবারে তিনি গৃহশিক্ষিকা। প্রথম জীবনে কেরী ছিলেন সেই ভদ্রমহিলার পিতার

BanglaBook.org

সহকারী। সেই সূত্রে যে বান্ধবতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এখনও কেটে যায় নি একেবারে। পত্রালাপ ত হয়ই, ছুটিতে মিস যখন ইংলণ্ডে আসেন, কেরীদের বাড়িতে এসেই ওঠেন। ফিলিপের যখন হিডেলবার্গ যাওয়াই স্থির হল, তখন কেরী চিঠি লিখলেন এই মিস্ উইলকিনসনকে, আর মিস উইলকিনসন বন্দোবস্ত করে দিলেন, হিডেলবার্গে গিয়ে ফিলিপ এক প্রোফেসর এর্লিনের বাড়িতে থাকবে। এর্লিনের স্ত্রী একটা বোর্ডিং পরিচালনা করে থাকেন, হপ্তায় ত্রিশ মার্ক মূল্যে ফিলিপ সেখানে একটা ঘর এবং চার বেলা খাবার খেতে পারবে। উপরি লাভ এইটুকু —মিস উইলকিনসনের খাতিরে ফ্রাউ এর্লিন ফিলিপকে যত্ন করবেন আপনজনের মত।

মে মাসের এক প্রসন্ন প্রভাতে ফিলিপ গিয়ে পৌঁছোলো হিডেল-বার্গে। একটা ঠেলাগাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে ফিলিপ সেই গাড়ির পিছনে পিছনে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ল। আকাশ সেদিন উজ্জ্বল নীল, পথের দু'পাশে পত্রবহুল বড় বড় গাছ, বাতাস এমন তাজা যে দেখতে দেখতে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল ফিলিপের। এর্লিনদের তরফ থেকে কেউ যে স্টেশনে যায় নি তাকে নিয়ে আসবার জন্য, এতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ফিলিপ। এখন ঠেলাওয়ালা তার মালপত্র একটা মস্ত সাদা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে স্টেশনের দিকে ফিরল যখন, কেমন যেন বিব্রতই বোধ করল ফিলিপ।

কিন্তু অপেক্ষা তাকে একটুও করতে হল না। বেল টিপতে না টিপতেই একটা উস্কোখুস্কো ছোকরা এসে তাকে নিয়ে গেল ড্রয়িংরুমে। সবুজ ভেলভেটে মোড়া একখানা লম্বা সোফা দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত জুড়ে আছে ঘরের, মাঝখানে গোল টেবিল একখানা। জলে-বসানো একটা ফুলের তোড়া এই টেবিলের ঠিক মাঝখানে, তার চারপাশে সুবিন্যস্ত, চামড়া বাঁধানো কয়েকটা বই, একটা ছাতা-পড়া গন্ধ ঘরখানাতে, বোধ হয় ঐ চামড়ারই গন্ধ।

প্রোফেসর-পত্নী এসে পড়লেন তক্ষুণি, তাঁর সঙ্গে এল রান্নাঘরের তেল মসলার গন্ধ। ভদ্রমহিলাকে বেঁটেই বলতে হয়। বেঁটে এবং

BanglaBook.org

মোটা, একটু বেমানান রকমেরই মোটা। চুল আঁটো করে বাঁধা, মুখখানা লাল, ছোট ছোট চোখ পুঁতির মত ঝলক দিচ্ছে। ফিলিপকে তিনি অভ্যর্থনা করলেন উল্লাসেরই সঙ্গে। ওর দুই হাত জাপ্‌টে ধরে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করতে থাকলেন মিস উইলকিনসনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে। ফিলিপ এ-কথা বলারই ফুরসুত পেলো না যে মিস উইলকিনসনকে সে ইহজীবনে একবারও চাক্ষুষ দেখে নি। ফ্রাউয়ের কথাতেই প্রকাশ পেলো, হিডেলবার্গে বেড়াতে এসে মিস উইলকিনসন দুইবার বাস করে গিয়েছেন তাঁর বোর্ডিংয়ে।

ফ্রাউ বেশী কথাই বলছেন জার্মান ভাষায়, মাঝে মাঝে দুই চার কথা ভাঙ্গা ইংরেজীতেও বলছেন। এইবার এল তাঁর দুই মেয়ে, পরিচয় পাওয়া গেল, বড়টির নাম থেকলা, মায়ের মতই মুটকী, তবে মুখখানা সুন্দর, আর মাথায় চুল দেদার। ছোট মেয়ে এ্যানা চেহারায় লম্বাটে বটে, কিন্তু মুখশ্রী তার কিছুই নেই। বয়স? পঁচিশের নীচেই নিশ্চয়। কিন্তু এই বয়সেই যৌবনসুষমা উবে গিয়েছে তাদের চেহারা থেকে। কয়েক মিনিট শিষ্টালাপের পর ফ্রাউ ফিলিপকে নিয়ে গেলেন তার নিজের ঘরে, তারপর তাকে একা রেখে চলে এলেন নিজের কাজে। লাগেজ খুলে বইপত্র গুছিয়ে এইবার ঘাঁটি হয়ে বসল ফিলিপ।

বেলা একটায় ডিনার। ঘণ্টা বাজল যথাসময়ে। ড্রয়িংরুমে গিয়ে ফিলিপ দেখল, ফ্রাউ এর্লিনের সবগুলি অতিথিই সেখানে হাজির। প্রোফেসর এর্লিনের সঙ্গে ফিলিপের পরিচয় করিয়ে দিলেন ফ্রাউ। মাঝারি বয়সের এক দীর্ঘকায় পুরুষ, মাথাটা বেশ বড় আর সুছাঁদ, চুলে পাক ধরেছে কিছু কিছু। চোখের দৃষ্টি কোমল। বেশ শুদ্ধ ইংরেজীতেই তিনি কথা কইছেন ফিলিপের সঙ্গে, শুদ্ধ কিন্তু কেমন যেন কেতাবী কেতাবী। হতেই পারে কেতাবী, পুঁথি পড়ে শেখা ত তাঁর এই ইংরেজী! এমন সব শব্দ তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছে ফিলিপ, যা সেক্সপীয়ারের বইয়ের পাতা ছাড়া অন্য কোথাও দেখে নি বা শোনে নি সে।

পাশের একটা লম্বা ঘরে তারা খেতে বসল, এক টেবিলে ষোল

BanglaBook.org

জন। এর ভিতর চারজন হলেন এর্লিন পরিবারের, বাদবাকীরা ফিলিপের মতই অতিথি। কথাবার্তা যে যা কইছে, সবই জার্মান ভাষায়। ফ্রাউয়ের কঠোর শাসন আছে—খাওয়ার টেবিলে অন্য ভাষা এখানে চলবে না।

ফিলিপ জার্মান বলতে অক্ষম, কাজেই খেতে খেতে তার একমাত্র কাজ এখন অন্য অতিথিদের পর্যবেক্ষণ করা। ওদের মধ্যেই ত এখন বাস করতে হবে তাকে! কয়েকটি বৃদ্ধা আছেন, এর্লিন-দুহিতারা ছাড়াও আছেন দুটি তরুণী, আছেন এক চীনা ভদ্রলোক, তিনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করছেন পাশ্চাত্য জগতের সংস্কৃতি ও রাজনীতি। অনর্গল কথা কইছেন তিনি, এত তাড়াতাড়ি কইছেন যে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না তাঁর কথা। মেয়েরা এক সময়ে হেসে উঠল তাঁর কিচির-মিচির শুনতে শুনতে, তা শুনে খলখল করে হেসে উঠলেন তিনি নিজেও।

আমেরিকাবাসীও জনা তিনেক আছেন এ দলে। কালো কোট তাঁদের গায়ে। গায়ের চামড়া রুক্ষ, হলদে, এঁরা সব নাকি ধর্মতত্ত্বের পাঠ নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিলিপ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল তাঁদের দিকে, কারণ কিংস স্কুলে সে বরাবর শুনেছে যে আমেরিকার লোকেরা একান্ত অমার্জিত, দুর্দান্ত রকম বর্বর। খাওয়ার পরে ফ্রলেন অ্যানা ডাকল ফিলিপকে—"চলুন, বেড়িয়ে আসি।" রাজী না হওয়ার কোন কারণ ছিল না ফিলিপের। দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

একটা পাহাড়ের গায়ে সারি সারি পাইন গাছ, তারই নীচে দিয়ে চলে যাচ্ছে ওরা, একটা মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে ঐ অবারিত পাইন-বীথির। দিনটা নির্মেঘ, উষ্ণ। ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা টিলার মাথায় এসে পড়ল, সেখান থেকে এক নজরে চোখে পড়ে সুবিস্তীর্ণ রাইন উপত্যকার সুবৃহৎ একটা অংশ। অপরাহ্ণের স্বর্ণালোকে আদিগন্ত ঝলমল, দূরে দূরে শহরের চিমনি আর প্রাসাদচূড়া, ঐ সব শহরেরই পাশ দিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে একটা নৃত্যশীলা রজতরেখা, ঐ রেখাই হল রাইন নদী।

BanglaBook.org

ফিলিপ যে কেণ্ট অঞ্চলের অধিবাসী, বিস্তীর্ণ কোন ভূখণ্ড সেখানে কদাচিৎই এক নজরে দেখতে পাওয়া যায়। আজ এই রাইন তীরের বিপুল বিস্তার দৃষ্টির সমুখে সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে তার অন্তরকে নাচিয়ে তুলল এক আশ্চর্য, অবর্ণনীয় উত্তেজনায়। আজই বুঝি তার জীবনে ঘটল সৌন্দর্যবোধের প্রথম জাগরণ। "আঃ, কী সুন্দর! কী সুন্দর!" —নিজের মনে সে আউড়েই চলেছে, সমুখ পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফিলিপ নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বেশ খানিকটা। টার্কেনবেরির কিংস স্কুলের কথা মনে পড়ছে। সেখানে নিয়মের নাগপাশে ছেলেরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঘড়ি দেখে দেখে কাজ করে যাও। ঘণ্টা বাজল, ঘুম থেকে ওঠো। ঘণ্টা বাজল, গির্জায় যাও উপাসনার জন্য। ঘণ্টা বাজল, স্কুলে ঢুকে পড়। তোমার নিজের সুবিধা-অসুবিধা, রুচি-অরুচিকে কেউ তিলার্ধ মর্যাদা দিচ্ছে না। অথচ এখানে নিজের রুদ্ধদ্বার কক্ষটিতে নিজের নিয়ামক সে নিজেই। বেলা বারোটা পর্যন্তও সে ঘুমোতে পারে, ইচ্ছে করলে প্রাতরাশের জন্য নীচে না নেমে বলে পাঠাতে পারে সেটা উপরে পাঠিয়ে দেবার জন্য। আজ কারও অধীন নয় ফিলিপ কেরী! কেউ কোন আদেশ করতে আসবে না তাকে। অপছন্দ আদেশের পাশ কাটিয়ে যেতে হলে দরকার হয় মিথ্যা কথার আবিষ্কার করা। আজ সে-দায় থেকে ফিলিপ রেহাই পেয়েছে। মিথ্যাচার, ছলনা, বঞ্চনা, এ-সবের আশ্রয় আনতে নিতে হবে না তাকে।

ক্রমে পড়ার ব্যবস্থা করে নিল ফিলিপ। প্রোফেসর এর্লিন, সত্যিই প্রোফেসর, স্থানীয় এক বিদ্যালয়ে ভাষার শিক্ষক তিনি। ঠিক হল, তিনিই জার্মান আর ল্যাটিন পড়াবেন ওকে। এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রত্যহ আসবেন ওকে ফরাসী ভাষার তালিম দিতে। বাকী থাকে অঙ্ক। একজন ইংরেজই মিলে গেলেন ওর জন্য। হিডেলবার্গে তিনি এসেছেন একটা ভাষাবিজ্ঞানের ডক্টরেট সংগ্রহ করার জন্য। গণিত জানেন ভাল, অবসর সময়ে অঙ্ক শিখিয়ে দু'পয়সা রোজগারে তাঁর আপত্তি নেই।

এই গণিতের শিক্ষকটির নাম হল হোয়ার্টন। এক ভাঙ্গা বাড়ির

BanglaBook.org

চিলেকুঠুরি তার বাসস্থান। সেখানেই রোজ সকালে যেতে হয় ফিলিপের। যখন যায় তখনও হোয়ার্টনকে বিছানাতেই দেখতে পায়। ঘরখানা নোংরা ত বটেই, সর্বদাই একটা বদ গন্ধ যেন তার বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। ফিলিপ পৌঁছোবার পরে হয়ত শয্যাত্যাগ করল হোয়ার্টন, নোংরা একটা গাউন গায়ে চড়িয়ে পা ঢুকিয়ে দিল পশুলোমের ছেঁড়া চটিতে, তারপর প্রাতরাশ হিসেবে শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতেই শুরু করে দিল পড়াতে।

বেঁটে মানুষ, বীয়ার গিলে গিলে মুটিয়ে গিয়েছে দারুণ, ঝাঁকড়া গোঁফ মুখে, লম্বা চুলে জটা বাঁধবার যোগাড়, চিরুনি পড়ে না তাতে কতকাল, কে জানে? জার্মানিতে লোকটা পাঁচ বছর রয়েছে, প্রায় যেন জার্মানই বনে গিয়েছে। নিজে কেম্ব্রিজের ছাত্র, অথচ সেই কেম্ব্রিজের উপরে তার অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। ওর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হল এই যে হিডেলবার্গে ডক্টরেট পাওয়ার পরে ওকে আবার ইংলণ্ডেই ফিরতে হবে, আর সেখানে শিক্ষকতা করতে বসে অনিবার্যভাবেই হাড়ির হাল করে ফেলতে হবে নিজের। খুব কমই সম্ভাবনা তার, কিন্তু ওর বড় ভাল হয় জার্মানির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কাজ পেয়ে গেলে। এখানে কী স্বাধীনতা মানুষের! সাথী সঙ্গীগুলি কী দিলদরিয়া!

হোয়ার্টন বেচারী গরিব, একান্তই গরিব। সরলভাবেই স্বীকার করে, "তোমায় এই যে পড়াচ্ছি, এর দরুনই একটু মাংস মুখে তুলতে পারব ডিনারে। তা নইলে খাওয়া সারতে হত রুটি পনির দিয়ে।"

অঙ্ক পড়ানোরই কথা ফিলিপকে, কিন্তু হোয়ার্টন তাকে শোনায় ইউনিভার্সিটিরই নানান কেচ্ছা, ছাত্রদের মধ্যে ঘোরতর দলাদলি, তা থেকে ডুয়েলও হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। প্রোফেসর কেউ কেউ আছেন খুবই উঁচুদরের, আবার কতকগুলি আছেন অতি নীচুস্তরের—ইত্যাদি ইত্যাদি। এক একদিন বাজে গল্পের মাঝখানে হঠাৎ হোয়ার্টন বালিশে হেলান দিয়ে গড়িয়ে পড়বে হঠাৎ, আর হেসে বলবে—"আজ ত একটুও পড়াই নি। আজকের মাইনেটা আর দিও না তুমি—"

"আহা না না, মাইনে কেন দেব না?" বলে ওঠে ফিলিপ। অঙ্ক

BanglaBook.org

শেখা না হোক, মানবজীবনের একটা দিক সম্বন্ধে হোয়ার্টন যে শিক্ষা তাকে দিচ্ছে, তারই কি দাম কম নাকি ? একটা বন্ধ জানালা যেন ধীরে ধীরে ফাঁক করে দিচ্ছে হোয়ার্টন, তার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে মেরে একটা অচেনা দিগন্তের আভাস যেন একটু একটু করে পাচ্ছে ফিলিপ।

"না খেটে পয়সা নেওয়া, ও আমি নিই না হে! ও ত হারাম!"—রুক্ষস্বরে হুঙ্কার ছেড়ে ওঠে হোয়ার্টন।

"না নিলে কী খাবে ডিনারে?"—ফিলিপও বলে স্পষ্ট কথা। মাস্টারমশাই ত প্রতিদিনের মাইনে প্রতিদিনই নিয়ে নেন হাত পেতে, তাঁর পকেটের অবস্থা ত আর গোপন নেই ওর কাছে।

"চুলোয় যাক ডিনার। এক বোতল বীয়ার গলায় ঢালতে পারি যদি আর কিছুই দরকার হবে না।"

গণিতের প্রসঙ্গ ছাত্র বা শিক্ষক কেউ আর তুলছে না। হোয়ার্টন জিজ্ঞাসা করল—"এখান থেকে ফিরে যাবে যখন, করবে কী?"

"অক্সফোর্ডের জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। শেষমেষ হয়ত সেখানেই যেতে হবে আবার। অভিভাবকদের দারুণ ঝোঁক ঐ দিকে।"

"আরে ছিঃ ছিঃ"—দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে দিল হোয়ার্টন, "অক্সফোর্ডের পড়ুয়া ত একটু বৃহৎ আকারের পাঠশাল-পড়ুয়া ছাড়া আর কিছুই নয় হে! ওসব ধাঁধা ছেড়ে দাও। তুমি ম্যাট্রিক দাও এখান থেকেই। মাত্র এক বছরের জন্য যদি এসে থাক, ভয়ানক ভুল করেছ। অন্ততঃ পাঁচটা বছর থাকতেই হবে। ভেবে দেখ, জীবনে দুটো জিনিসই মানুষের কাম্য—এক হল চিন্তার স্বাধীনতা, আর হল কর্মের স্বাধীনতা। ফ্রান্সে যাও, কর্মের স্বাধীনতা পাবে। যা খুশী তাই করতে পার, কিন্তু তোমার চিন্তাধারা হওয়া চাই অন্য দশজনের চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন। জার্মানিতে তার ঠিক উল্‌টো। এখানে কাজ করতে হবে তোমায় অন্য দশজনের মতই। কিন্তু তোমার চিন্তার ধারা যেমন ইচ্ছে তেমনি হোক, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। দুই রকমই ভাল। নিজে আমি যদিও চিন্তার স্বাধীনতাটাই বেশী করে চেয়ে থাকি, তা হলেও ভাল মনে করি দুটোকেই। কিন্তু ইংলণ্ডে তুমি

BanglaBook.org

এ-দুটোর একটাও পাবে না। চিন্তায় বল, কাজে বল, অন্য দশজনের তালে তাল দিতে তুমি বাধ্য। গড্ডালিকা আর কি।"

ফিলিপের ফরাসী শিক্ষক হলেন এক অদ্ভুত লোক। মসিয়াঁর ডুক্রোজ তাঁর নাম। জেনেভায় বাড়ি, দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ, তোবড়ানো গাল, বিবর্ণ চামড়া। মাথায় চুল খুব পাতলা, পাক ধরেছে তাতেও। অত্যন্ত ময়লা পোশাক, ফিলিপ কোনদিন ফর্সা কলার দেখে নি তাঁর গলায়। খুব কম কথা বলেন। ঘড়ি ধরে আসেন, ঘড়ি ধরে যান। অনেক কথা শোনা যায় ভদ্রলোকের সম্বন্ধে। বয়সকালে তিনি নাকি প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী ছিলেন একজন, গ্যারিবল্ডির সঙ্গে যোগ দিয়ে পোপের সঙ্গে লড়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সকল চেষ্টা ব্যর্থ হতে দেখে শেষ পর্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে তিনি ইতালি ত্যাগ করে চলে এলেন এদেশে। ব্যর্থ? ব্যর্থ এই হিসাবে যে অস্ট্রিয় সরকার ইতালি থেকে হাত গুটিয়ে নেবার পরে ওখানে প্রতিষ্ঠিত হল রাজতন্ত্র। অথচ স্বাধীনতা বলতে ডুক্রোজ গণতন্ত্রকেই বুঝতেন।

ফিলিপ তাঁকে মনে করে রহস্যময় পুরুষ। বিপ্লবী বলতে যে-রকম লোক বোঝে ফিলিপ, ডুক্রোজ আদৌ সে-রকম নন। অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলেন, বিনয়ীও অতিমাত্র। ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন, বসতে যতক্ষণ না বলা হচ্ছে, ততক্ষণ বসবেন না কিছুতেই। পথে ফিলিপের সঙ্গে যদি দেখা হয়েছে, নিজেই মাথার টুপি খুলে ফেলেছেন আগে। চেঁচিয়ে হাসা ত দূরের কথা, ঠোঁটের কোণেও কখনো হাসি ফোটে না তাঁর।

দুই একবার ফিলিপ চেষ্টা করেছে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী তাঁর মুখ থেকে টেনে বার করবার। সে-চেষ্টা দেখলেই ডুক্রোজ সতর্ক হয়ে যান, "আসুন, কাজ করা যাক"—বলে বই খুলে বসেন। কেন পুরোনো কথা বলতে চান না ভদ্রলোক? স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, এ ত তাঁর গৌরবের কথা! তার প্রসঙ্গ কেন সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে যেতে চান?

একদিন ডুক্রোজকে দেখা গেল—বড়ই যেন অসুস্থ। সিঁড়ি বেয়ে

BanglaBook.org

উঠতেই যেন কষ্ট হয়েছে খুব, ঘরে ঢুকেই হাঁপাচ্ছেন। কপাল ঘেমে উঠেছে তাঁর। ফিলিপ বলল—"শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে যে!"

"এমন কিছু নয়"—বললেন তিনি।

"যতদিন সুস্থ না হন, পড়ানো বন্ধই রাখুন না?"

"না, না, যতক্ষণ পারি চালিয়ে যাই ত!"

টাকাকড়ির কথা তুলতে হলেই ফিলিপ কেমন যেন লজ্জা পায়। অত্যন্ত কিন্তু-ভাবে সে বলল—"বন্ধ রাখলে আপনার লোকসান হবে না। পড়ালে যে পাওনা হত আপনার, তা আমি দিয়েই যাব। আগামী হপ্তার দরুন আপনার প্রাপ্যটা আপনি না হয় আজই নিয়ে যান।"

ঘণ্টায় আঠারো পেনি, এই হল ডুক্রোজের পারিশ্রমিক। পকেট থেকে দশ মার্ক তুলে নিয়ে টেবিলের উপরে রাখল ফিলিপ। ডুক্রোজের হাতে দিতে সংকোচই হল একটু, সেটা কেমন যেন ভিক্ষে দেওয়ার মত হবে।

মুদ্রাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"তা হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর আসব না, কী বলেন?" খুব বিনীতভাবে একটা নমস্কার করে ডুক্রোজ বেরিয়ে গেলেন।

ফিলিপ কি একটু হতাশ হল? সে একটু যেন প্রত্যাশাই করছিল যে ডুক্রোজ কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে অনেক কিছু ধন্যবাদ দেবেন তাকে। তা ত তিনি দিলেনই না, বরং অর্থটা গ্রহণ করলেন এমন ভাবে, যেন সেটা তাঁর পাওনাই ছিল ন্যায়তঃ ধর্মতঃ! হতাশ হল ফিলিপ? দোষ নেই তার, ছেলে মানুষ ত! অনুগ্রহ যে নেয়, সে যে সব সময় মুখে প্রকাশ করতে পারে না কৃতজ্ঞতা, তা সে জানবে কেমন করে?

পাঁচ ছয় দিন পরে ডুক্রোজ এলেন আবার। আজ যেন তাঁকে আগের চেয়েও দুর্বল দেখাচ্ছে। এলেন, যথারীতি পড়ালেন, বিদায় নেবার সময় দরোজার কাছে থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—"ঐ দশ মার্ক না পেলে সেদিন আমি খেতে পেতাম না।" আর দ্বিতীয়

BanglaBook.org

কথা না বলে তিনি চলে গেলেন। ফিলিপের মনে হল, গলার ভিতর কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠেছে তার, একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না।

সাত

ফিলিপের তিন মাস হয়ে গেল হিডেলবার্গে।

একদিন ফ্রাউ প্রোফেসার তাকে বললেন—"এক ইংরেজ ভদ্রলোক আসছেন এই বোর্ডিংয়ে কিছুদিন থাকবার জন্য। নাম হেওয়ার্ড।"

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় নৈশভোজনের টেবিলে দেখা গেল একখানা নতুন মুখ। আগন্তুক ঠিক মুখোমুখিই বসেছিল তার, কিন্তু ফিলিপ বিশেষ মনোযোগ তার দিকে দেয় নি। কারণ? কারণটা বললে হাস্যকর মনে হবে। লোকটার গলায় টাই রয়েছে ফিকে নীল রংয়ের। কী জানি কেন, ঐ টাইটা দেখেই ভারী বিশ্রী লাগল ফিলিপের। যা হোক, মনোযোগ না দিলেও, এক নজরেই এটা তার মালুম হল যে আগন্তুকের বয়স হবে পঁচিশ ছাব্বিশ, রং তার খুবই ফর্সা, লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল তার মাথায়, সেই চুলের ভিতর বারবার সে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে অকারণেই। মুদ্রাদোষ আর কি! বড় বড় নীল চোখ, কিন্তু নীলিমাটা বড়ই ফিকে। আর চোখ দুটোতে এই বয়সেই যেন অবসাদের আভাস। প্রোফেসারের মেয়ে অ্যানা আবার নাকি মুখ দেখে মানুষের চরিত্র বুঝতে পারে। সে চুপি চুপি ফিলিপকে বলছে—"দেখ, মানুষটার মাথার গড়ন দেবতার মত, কিন্তু চোয়ালের দিকটা হল, কী বলব, চোয়ালের দিকটা যেন শেয়ালেরই মত।"

খাওয়ার পরে টেবিল ছেড়ে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে, কথা কইছে সবাই একসঙ্গে, নানান তুচ্ছ বিষয়ে। হেওয়ার্ড সে-দল থেকে আলাদা হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দলটার দিকে তাকাচ্ছে হাসিমুখে, সে-হাসিটাকে ফিলিপের যেন মনে হল তাচ্ছিল্যের হাসি।

BanglaBook.org

ভাল লাগল না ফিলিপের। লোকটা কি দাম্ভিক নাকি? দম্ভটা কিসের হতে পারে?

পরের দিন প্রাতরাশে, ডিনারেও একই অবস্থা। বোর্ডিংয়ের দু'টি ইংরেজ সন্তানের মধ্যে আলাপ পরিচয় নেই। কিন্তু ডিনারের পরে ফিলিপকে অবাক্ করে দিয়ে হেওয়ার্ড এসে দাঁড়াল তার দোরে—"যদি তোমার আপত্তি না থাকে ত চল না, দুজনে বেড়িয়ে আসি একটু—"

ফিলিপ তটস্থ হয়ে উঠল। সে তৈরী ছিল না হেওয়ার্ডের তরফ থেকে এতখানি বান্ধবতার জন্য। সে ঝটিতি জবাব দিল—"তা চল না। কিন্তু আমি ত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না, একখানা পা খোঁড়া আমার।"

অসহিষ্ণুভাবে মাথা নেড়ে হেওয়ার্ড বলল—"আহা, আমি কি বাজি রেখে দৌড়োতে চাইছি নাকি? ধীরে-সুস্থে হাঁটব, এটা-ওটা দেখব, কথাই কইব সারাক্ষণ। চলে এস—"

বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হল। একদিনেই শেষ হল না সে-আলাপনের। হেওয়ার্ডের সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণ একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল ফিলিপের পক্ষে। শুধু ভ্রমণে নয়, আহারে বিহারে বিশ্রম্ভলাপে নিত্য সঙ্গী ওরা দুজনে, ফিলিপকে যেন গ্রাস করে ফেলল হেওয়ার্ড। কথায় বার্তায় একটা সম্মোহন শক্তি আছে তার। সে শক্তির আওতায় এসে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তিই হারিয়ে ফেলল ফিলিপ।

বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, অর্থাৎ ফিলিপের চেয়ে সাত আট বছরের বড় সে। সেই আন্দাজে দেখেছে শুনেছেও অনেক বেশী। সারা ইউরোপেই ঘুরেছে এই বয়সে। বাপ-মা দুজনেই গত হয়েছেন। সেদিক দিয়ে হুবহু মিলে গিয়েছে ফিলিপের সঙ্গে। তফাৎ শুধু এইখানে যে ফিলিপের নাবালকত্ব কাটেনি বলে মাথার উপরে জ্যাঠা আছেন অভিভাবক, হেওয়ার্ডের সে আপদ কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর আগেই, নিজের পয়সা নিজের খেয়াল মাফিক অপব্যয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা জন্মেছে তার।

তফাৎ আরও একদিকে আছে একটুখানি, পৈতৃক অর্থ হেওয়ার্ড

BanglaBook.org

পেয়েছে অনেক বেশী ফিলিপের চেয়ে। বছরে তিনশো পাউণ্ডের মত আয় তার। একা মানুষের পক্ষে পর্যাপ্ত। লণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হোক, ইউরোপের অন্য অনেক শহরের পক্ষেই।

শিক্ষা? ছাত্রজীবনে তার উপরে অনেক আশা ছিল তার শিক্ষকদের। চার্টার হাউস স্কুল থেকে এমন সুনাম নিয়ে সে বেরিয়েছিল যে কেম্ব্রিজের কর্তৃপক্ষ লুফে নিয়েছিলেন তাকে। সে যে অনন্য প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, বন্ধুবর্গ তাকে অহোরাত্র সেকথা শোনাত। সেই সার্বজনীন প্রশস্তি যে অহেতুক নয়, এইটি প্রমাণ করবার জন্যই বিশেষ করে হেওয়ার্ডকে মনোযোগ দিতে হয়েছিল এমন সব বইয়ের দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের ব্যাপারে যা থেকে কিছুই সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। শেলী কীটস বায়রণ তার নখদর্পণে, বিভিন্ন ধরণের চিত্রকলা সম্পর্কে সে প্রথম যৌবনেই বিশেষজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও তার বিপুল অনুসন্ধিৎসা। প্রোটেস্টাণ্ট বংশের সন্তান হয়েও ক্যাথলিক ধর্মমতের দিকে সে দারুণ আকৃষ্ট হয়েছিল এক সময়; হয়ত সে গির্জাই পালটে ফেলত সেই মরশুমে, কিন্তু তার বাপ বেঁচে ছিলেন তখন, তিনি কড়া হাতে ছেলেকে শাসন করেছিলেন ও-ব্যাপারে।

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিল, এই সব উটকো খেয়ালে যার সময় নষ্ট হচ্ছে সারা বছর, পরীক্ষায় সে উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী করে লাভ করবে? কেম্ব্রিজের শেষ পরীক্ষায় সে সাধারণভাবে পাস করে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। বন্ধুজন এতে বিস্ময় প্রকাশ করল যখন, তখন সে নাক শিকেয় তুলে এমন সব মন্তব্য করল, যার প্রাঞ্জল অর্থ এই দাঁড়ায় যে পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার মধ্যে যদি কোন কিছুর পরিচয় থেকে থাকে, তবে তা হল সংস্কৃতির অভাবের।

এর পরই পিতৃবিয়োগ হল, হেওয়ার্ড পড়তে গেল আইন। সাহিত্য ও চারুকলার চর্চা আরও ব্যাপকভাবে চলতে লাগল, দুই চারটা কবিতাও লিখল এবং ছাপিয়েও দিল। মোটামুটি প্রশংসাও সে পেলো

BanglaBook.org

বই কি কবি হিসাবে! কিন্তু আইনের শেষ পরীক্ষার যখন ফল বেরুলো, দেখা গেল যে হেওয়ার্ড হয়েছে ফেল।

পড়াশুনায় ইতি দিয়ে অতঃপর হেওয়ার্ড দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিল লণ্ডনে, প্রধানতঃ তাগাদার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই। ফ্রান্সে গেল, ইতালিতে গেল, সাহিত্য আর চারুকলার পীঠস্থান যে-দুটি দেশ। তারপর জার্মানিই বা বাদ থাকে কেন, এই কথা ভেবে সে এলো হিডেলবার্গে। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য ফিলিপের, কে সে-কথা বলতে পারে, কিন্তু গোটা বোর্ডিংটার মধ্যে ফিলিপই এসে গেল এই প্রতিভাধর পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে।

ভাষা শিখবার জন্য সে এসেছিল হিডেলবার্গে। কিন্তু সুশিক্ষক তার বরাতে একটিও জোটে নি। পড়াশুনা এমনিতেই তার বিশেষ এগুবার কথা ছিল না, তার উপরে হেওয়ার্ডের এই কুপ্রভাব। জার্মান ফরাসী ভাষা বিষবৎ লাগছে তখন ফিলিপের। সারাদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কবির কাব্য আর যাবতীয় শিল্পীর ছবির দোষগুণ বিচার করে করেই দিন কাটে ওদের। বিচার অবশ্য একা হেওয়ার্ডই করে, তাতে নির্দ্বিধায় সায় দেওয়াই কেবল কাজ ফিলিপের।

দেখতে দেখতে বৎসর ঘুরে এল। হেওয়ার্ড ফিরে গেল ইতালিতে। ফিলিপ মোহমুক্ত হয়ে একটু একটু পড়াশুনা আরম্ভ করল। ভাষা-শিক্ষা এখন গৌণ, সে বিশেষ করে লেগে পড়ল হিডেলবার্গ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাটা পাশ করবার জন্য। সে-চেষ্টায় সাফল্যলাভ তার পক্ষে কঠিন হল না, কারণ এ-রকম একটা পরীক্ষার জন্য যে-প্রস্তুতি দরকার, তা ত প্রায় তার হয়েই গিয়েছিল কিংস স্কুলে।

এই সাফল্যের খবর পেয়ে ব্ল্যাকস্টেবল থেকে তার জ্যাঠাইমা তাকে লিখলেন—"আর কেন বাবা, ঢের দিন ত বিদেশে কাটালে। এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এস। এখানে আসার পরে যে-কাজই তুমি করতে চাও না কেন, তাই করতে পারবে। তোমার জ্যাঠার দিক থেকে কোন বাধাই পাবে না।"

জ্যাঠা নিজে কোন দিন চিঠি লেখেন না ফিলিপকে। ফিলিপ ধরে

BanglaBook.org

নেয় যে জ্যাঠাইমার পত্রে যে-উপদেশ বা যে-নির্দেশগুলি থাকে, তা খোদ জ্যাঠারই উপদেশ বা নির্দেশ।

অবশ্য উপদেশ-নির্দেশগুলি জ্যাঠার বলেই যে সে-সব অবশ্যপালনীয়, এমন কুসংস্কার ফিলিপের নেই। আসল কথা হল এই যে, ঠিক এই সময়টাতেই সে একটু সংশয়ে পড়েছে যে ম্যাট্রিক পাস করার পর এখন তার কর্তব্য কী। ভাষা ত ঢের দিন শেখা গেল, ফল কী হল? জার্মান বা ফ্রেঞ্চ বা লাটিন যা সে শিখেছে, তা দিয়ে পৃথিবীতে কোন আলোড়ন যে সে আনতে পারবে কোন দিন, এমন ত মনে হয় না তার। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে যখন, ফিলিপ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে হিডেলবার্গে এসে দুটি মাত্র লাভ তার হয়েছে, এক হল বন্ধুরূপে হেওয়ার্ডকে পাওয়া, আর হল ম্যাট্রিকটা পাশ হয়ে যাওয়া। তা হেওয়ার্ডের বন্ধুত্ব ত এখন স্রেফ পত্রযোগেই বজায় রাখতে হবে। আর ডাকঘর ত ইংলণ্ডেও আছে দুই-একটা, তার জন্য হিডেলবার্গ-প্রবাস অপরিহার্য নয়। তবে ম্যাট্রিক। হ্যাঁ, ওটা পাস করা গিয়েছে। ইংলণ্ডে থাকলেও যেত না পাশ করা, এমন কিছু নয়। কিন্তু সেকথা থাকুক, পাশ করার পরে এখানে আর কী আছে করবার? ইচ্ছে হলে হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু সেই যদি পড়তেই হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, অক্সফোর্ডের অপরাধ কী হল?

অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই ফিলিপ জ্যাঠাইমাকে চিঠি লিখে দি —"তোমার অনুরোধ কি আমি ঠেলতে পারি? ফিরেই আসছি আমি।"

ফিরে যখন গেল, জ্যাঠা আর জ্যাঠাইমাকে দেখে ফিলিপ অবাক্ হল এবার। এত বুড়ো যে দেখায় ওঁদের, তা এর আগে কোন দিন খেয়ালই হয় নি তার। যাজক মশাই তাকে গ্রহণ করলেন আগের মতই উদাসীনভাবে, অবশ্য সেই উদাসীনতার ভিতরে অমায়িকতারও স্থান রয়েছে একটুখানি। আগের চেয়েও একটু মোটা যেন হয়েছেন তিনি। মাথার টাক চওড়া হয়েছে আরও একটু, চুল যেখানে আছে এখনও, তা সাদা হয়েছে আগের চাইতেও। এঃ, অত্যন্ত সাধারণ রকমের চেহারা একটা।

BanglaBook.org

জ্যাঠাইমা লুইজা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন, চোখ দিয়ে তাঁর ঝরঝর ঝরতে লাগল আনন্দাশ্রু। ফিলিপের মনটা ভিজে গেল, বুড়ী জ্যাঠাইয়ের অন্তরে যে এতখানি স্নেহ সঞ্চিত রয়েছে তার জন্য, তা ত সে কোন দিনই সন্দেহ করে নি! কেবল কাঁদছেন জ্যাঠাই, আর বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন—"কতদিন যে তোকে দেখি নি! কতদিন যে দেখি নি!" তারপরই তার হাতের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"ইস্! তুই ত অনেক বড় হয়ে গেছিস রে! এখন আর ছেলেমানুষ কে বলবে তোকে?"

জ্যাঠাই লক্ষ্য করেছেন যে ছেলে ইতিমধ্যে দাড়ি কামাতে শুরু করেছে। উপরের ঠোঁটে ছোট ছোট লোম গজিয়েছে দুই চার গাছা। ক্ষুর কিনে এনেছে সে, কখনো কখনো বসে অশেষ যত্নে সেগুলো চেঁছে ফেলে।

"তুই চলে যাওয়ার পর কী রকম যে একলা-একলা লাগত আমাদের!" বলতে বলতে গলা ভেঙ্গে গেল জ্যাঠাইয়ের। "বাড়ি ফিরে এসে ভাল লাগছে তোর, কেমন রে?"

"লাগছে না আবার?"—বলল ফিলিপ।

দিন কতক কাটল পুনর্মিলনের আনন্দে। তারপর আবার জল্পনা শুরু হল ফিলিপের ভবিষ্যৎ দিয়ে। কী করবে সে? করতেই বা পারে কী সে? একটা লাইনে তাকে তুলে দিয়েছিলেন জ্যাঠা। আর একটা বছর সেই লাইনে টিকে থাকলে সে বৃত্তি নিয়ে বেরুতে পারত কিংস্ স্কুলের, সেই সম্বল নিয়ে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারত অক্সফোর্ডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত একটি পেনি তাকে নিজের পকেট থেকে খরচা করতে হত না। সে-পরম সুযোগ সে হেলায় নষ্ট করেছে। এখন আর মাথা খুঁড়লেও সে-সুযোগ ফিরে পাওয়া যায় না।

অক্সফোর্ডে বা অন্য কোথাও যদি পড়তে হয়, এবারে পুরো খরচ পকেট থেকে দিতে হবে। কোথা থেকে আসবে সে অর্থ? ফিলিপের পৈতৃক সম্বল মাত্রই দুই হাজার পাউণ্ড। তার থেকে বার্ষিক সুদ সে যা পায়, তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পক্ষে একান্তই অপ্রচুর।

BanglaBook.org

কী তাহলে করে ও ?

কেরীদের পারিবারিক উকিল নিক্সনের পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন কেরী। তিনি লিখলেন, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর কাজ যদি শিখতে চায় ফিলিপ, তা হলে তার একটা সুযোগ হয়ত তিনি করে দিতে পারেন! তাঁর এক মক্কেল আছেন মিস্টার কার্টার। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টই তিনি। বৃহৎ এক আফিস তাঁর আছে লণ্ডনে। অনেক লোক খাটে সেখানে। তিনিই 'একজন শিক্ষানবিশ নেবেন বলছেন। তিনশো পাউণ্ড সেলামি দিয়ে কাজে ঢুকতে হবে সেই শিক্ষানবিশকে। শিখতে হবে তাকে চার বছর ধরে। তারপর দেবে পরীক্ষা। পাশ যদি করতে পারে, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সে নিজেই হয়ে গেল তখন। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারবে, দেদার অর্থ রোজগার করবে ব্যবসাতে।

তবে এমন যদি হয় যে কাজে ঢুকবার পরে তার ভাল লাগল না ওটা, এক বৎসরের মধ্যে সে যদি বেরিয়ে যেতে চায় ফার্ম থেকে, সেলামির অর্ধেক পরিমাণ অর্থ সে ফেরত পেতে পারবে। এক বৎসরের পরে আর তা পারবে না।

নিক্সনের এ-প্রস্তাব মন্দ লাগল না কেরীর। নিক্সন ওয়াকিবহাল মানুষ, তিনি যখন বলছেন যে এ-ব্যবসাতে পয়সা আছে, তখন দ্বিধা না করে এর ভিতর ফিলিপকে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আগের দিনে অবশ্য সম্ভ্রান্ত বৃত্তি বলতে চার রকম বৃত্তিই বোঝাত শুধু, যাজক শিক্ষক উকিল আর ডাক্তারের বৃত্তি। তা তখন ত এই অ্যাকাউন্ট্যান্টের ব্যবসা সরকারী স্বীকৃতি পায় নি। এখন যদি পেয়ে থাকে, সম্ভ্রান্ত পর্যায়ে এটাকেই বা প্রমোশন দেওয়ার বাধা কোথায় ?

এখন কথা এই, ফিলিপ এতে রাজী হলে হয়।

রাজী ফিলিপ হত না, যদি না আফিসটা হত লণ্ডনে। সেই যখন দেশে ফিরতেই হল তাকে, তখন অন্য জায়গায় ডেরা ফেলার চাইতে লণ্ডনে ফেলা ত অবশ্যই ভাল!

তোড়জোড় হতে যে কয়েকদিন দেরি, তারপরেই ফিলিপ গিয়ে

BanglaBook.org

হাজির হল লণ্ডনে। ব্ল্যাকস্টেবলের সহকারী যাজক একখানা সুপারিশ চিঠি দিয়েছিলেন, সেইটি পেয়েই বার্নেস অঞ্চলের এক বাড়িওয়ালী দুইখানা ঘর তাকে দিয়ে দিল হপ্তায় চৌদ্দ শিলিং ভাড়ায়। বসবার ঘরে চৌকো টেবিল একখানা, আর দেয়ালের গায়ে গায়ে লম্বা তাক। আগুনের জায়গার পাশেই রয়েছে একখানা হাতওয়ালা চেয়ার, তার স্প্রিংগুলো ভাঙ্গা বলে গদি চাপা দেওয়া হয়েছে তার উপরে। তা গদির টুকরোটাও কাঠের মতই শক্ত আবার।

পরদিন সকাল সকালই ঘুম থেকে উঠল ফিলিপ। কিংস্ স্কুলে তার নিত্য পরিধেয় ছিল যে কোট আর টুপি, সযত্নে ঝেড়েঝুড়ে অঙ্গে চড়াল তাই। কিন্তু কোটটা নেহাতই বিবর্ণ দেখাচ্ছে, মন খুঁতখুঁত করতে লাগল তার। মতলব করল, দোকান থেকে আজই কিনে ফেলবে একটা কোট।

হাতে সময় আছে ঢের, স্ট্র্যাণ্ড দিয়ে তাই হেঁটেই চলেছে ফিলিপ, চান্সারী লেন থেকে বেরিয়েছে হাজার গলি অন্ততঃ, তারই মধ্যে বিশেষ-একটার ভিতরে হার্বার্ট কার্টার কোম্পানির আফিস। একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করে করে কোন রকমে সে পৌঁছোলো শেষ পর্যন্ত। তখন সবে সাড়ে নয়টা, আফিসের দরোজাই খোলে নি। পথে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিকে ঘুরতে থাকল ফিলিপ।

পৌনে দশটায় সে আবার ঢুকল আফিসে। এবার দোর খোলা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু একটা বেয়ারা ছাড়া আসে নি অন্য কেউ। বেয়ারাকেই সে জিজ্ঞাসা করল—মিস্টার হার্বার্ট কার্টার কখন আসবেন?

উত্তর হল—"দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। আপনি কী চান?"

ফিলিপ একটু রসিকতার চেষ্টা করল—"তোমার যদি আপত্তি না থাকে, এইখানেই কাজ করব ভাবছি।"

চালাক ছেলে বেয়ারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"ওঃ, আপনিই বুঝি আমাদের নতুন আর্টিকেল? তাহলে আসুন ভিতরে। মিস্টার গুডওয়ার্দি এলেন বলে।"

ফিলিপ ভিতরে ঢুকল। আঃ মলো যা, বেয়ারাটা যে ফিলিপের

BanglaBook.org

পায়ের দিকেই তাকিয়ে আছে! লজ্জায় মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল ওর। বেয়ারার দিকে আর চাইবে না, মনোযোগ দিয়ে ঘরখানাই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। অন্ধকার ঘর, অপরিচ্ছন্নও খুব। আলো আসছে ছাদের নীচেকার স্কাইলাইট দিয়ে। তিন লাইনে সাজানো ডেস্কোর পরে ডেস্কো, তাদের পাশে পাশে উঁচু টুল। এখানে কেরানীরাই বসে বোঝা গেল। এখনও তারা কেউ জুটতে পারে নি এসে।

সেইখানেই একটা টুলে ফিলিপকে বসিয়ে রেখে বেয়ারা চলে গেল। এলেন মিস্টার গুডওয়ার্দি। বেয়ারা এসে ফিলিপকে ডেকে নিয়ে গেল, এ-ঘর ও-ঘর এ-বারান্দা সে-বারান্দা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবশেষে হাজির করে দিল একখানা কামরায়, আকারে সেটা যেমন ছোট, আসবাবের দিক দিয়ে সেটা তেমনি বাহুল্যবর্জিত। সেইখানে আগুনের দিক দিয়ে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন এক বেঁটে, রোগা ভদ্রলোক। ইনিই গুডওয়ার্দি, বেয়ারা আগেই জানিয়ে রেখেছে তিনিই ম্যানেজার, আফিসে তিনি যা করেন, তাই হয়।

মানুষটা খুবই বেঁটে, কিন্তু তাঁর মাথাটা প্রকাণ্ড। কাঁধের উপর থেকে এক্ষুণি যেন সেটা খসে পড়বে নিজের ওজনেই। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরুতে চাইছে, কিন্তু সে-চোখে উজ্জ্বলতা আদৌ নেই। গোঁফ জুলপি কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, এক এক জায়গা একেবারেই নির্লোম মসৃণ আকার। গায়ের রংটা হলদে বললেই ঠিক বলা হয়।

গুডওয়ার্দি হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাসতে গিয়ে দাঁত বার করে ফেললেন একেবারে, ফিলিপ দেখল প্রায় সব দাঁতই পোকায় খাওয়া। "একাজ ভাল লাগবে ত আপনার?"—বলছেন গুডওয়ার্দি, "খাটুনি খুব বেশীই বটে। তবে লেগে থাকুন কিছুদিন, ক্রমে মজা পাবেন এতে। আর আসল মজা, হল যাতে, সেই পয়সা এখানে রোজগার হতে পারে দেদার।"

একটু হেসে আবার বলছেন—"মিস্টার কার্টার এই এলেন বলে।

BanglaBook.org

সোমবারগুলোতে তাঁর আসতে দেরি হয় একটু। এলে আমি ডাকব আপনাকে। ততক্ষণ কী কাজ দিই আপনাকে? দাঁড়ান, দেখি"—

একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স তাক থেকে নামিয়ে এনে গুডওয়ার্দি দেখালেন—তার ভিতর এলোমেলো হয়ে অসংখ্য চিঠি পড়ে আছে "এই চিঠিগুলো গুছিয়ে তুলুন দেখি। লেখকের নাম অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক করে সাজাবেন। অ্যাকাউন্ট কিছু জানেন না বোধ হয়?"

"জানি না বললেই সত্যি বলা হয়।"

"জানবেন কেমন করে? কর্মজীবনে কাজে আসতে পারে, এমন কোন্ জিনিসটাই বা স্কুলে শেখায়? তা চলুন, আর্টিকেল ক্লার্করা যে ঘরে বসেন, আমি আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাই। আর একজনকে দেখতে পাবেন সেখানে। আমাদের লোক তিনি নন। এক বছর থাকবেন আমাদের কাছে, হিসেবপত্র শিক্ষার জন্য। মস্ত কারবার ওঁদের। ওয়াটসন টমসন কোম্পানি, ঐ যে বিরাট মদ চোলাইয়ের ব্যবসা! সেই ওয়াটসনেরই ছেলে ইনি।"

আবার কেরানীদের ঘরেই ফিরে আসতে হল ফিলিপকে। সেখানে এখন সাত-আট জন কেরানী কাজ শুরু করেছে। আগে ফিলিপের খেয়াল হয় নি, কিন্তু কাঁচের পার্টিশন দিয়ে এই ঘরেরই একটা অংশ আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেই অংশেই ফিলিপকে নিয়ে গেলেন গুডওয়ার্দি।

সেখানে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে "স্পোর্টসম্যান" কাগজ পড়ছিল এক যুবক, লম্বা-চওড়া সুবেশ, সপ্রতিভ। গুডওয়ার্দির দিকে তাকিয়ে একবার শুধু সে বলল—"এই যে গুডওয়ার্দি", তারপরই ফিলিপকে বলে বসল বিনা ভূমিকায়—"দেখেছেন? ওরা বাদই দিয়ে দিলে রিগোলেটোকে।"

"বাদ দিল? বলেন কী?" জবাব দিল ফিলিপ। অথচ ঘোড়দৌড়ের মাঠ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও কোন দিন কিছু জানে না সে।

ওয়াটসনের সাজসজ্জা দেখে তাক মেরে গিয়েছে ফিলিপ। গলার গলাবন্ধটা বিশাল, তার মাঝখানে ঝলমল করছে একটা সোনার পিন।

BanglaBook.org

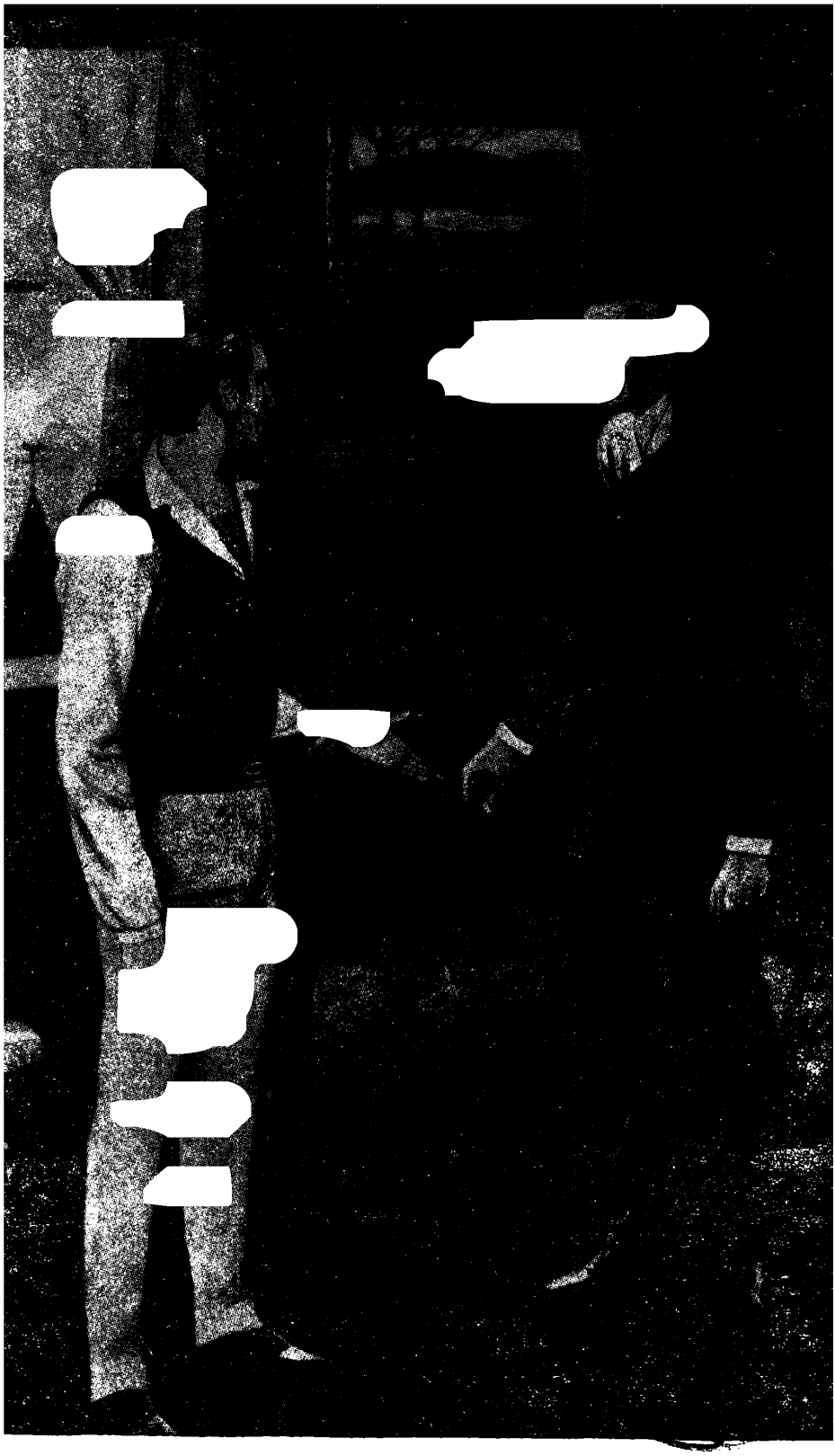

"তাহলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর আসবো না, কী বলেন?"

[পৃঃ ৫৪

তাকের উপর তোলা রয়েছে ওর টুপি, কী উঁচু সে টুপি! আর কী জৌলুসদার! ওর তুলনায় ফিলিপ কী? একটা জংলী ছাড়া আর কী?

ওয়াটসন কথা কইছে। শিকারের কথা। কী যাচ্ছেতাই বিরক্তির ব্যাপার যে এই যাচ্ছেতাই আফিসে বসে সময় নষ্ট করা! ছি-ছি-ছি, শনিবারের আগে আর তার শিকারে যাওয়ার উপায়ই নেই। সারা দেশ থেকে কী যে চমৎকার চমৎকার নিমন্ত্রণ আসছে তার কাছে শিকারপার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য, অথচ একটাতেও তার যোগ দেওয়ার উপায় নেই। যাচ্ছেতাই বরাত তার! কিন্তু ওয়াটসন আর বেশী দিন বরদাস্ত করবে না এ যাচ্ছেতাই ব্যবস্থা। মাত্র এক বছরের জন্যই তাকে আসতে হয়েছে এই যাচ্ছেতাই গর্তটার মধ্যে। বছরটা ঘুরলেই নিজেদের ব্যবসাতে একখানা চেয়ার সে পেয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা যাবে কার দৌড় কত দূর! হপ্তায় অন্ততঃ চার দিন শিকার ত করবেই সে!

ছোট্ট ঘরখানার দিকে ফিলিপের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল চারদিকে হাত ঘুরিয়ে—"তোমার ত এখানে পাঁচটি বচ্ছর, অ্যাঁ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"তাহলে এ যাচ্ছেতাই আফিস থেকে বেরিয়ে গেলেও তোমার খোঁজ পাব আমি। কার্টারই ত আমাদের হিসেব রাখে কিনা! যোগাযোগ আছেই এদের সঙ্গে।"

হাতে কিছু একটা কাজ বোধ হয় ছিল ওয়াটসনের, খবরের কাগজ রেখে দিয়ে সে তাইতে মন দিল। ফিলিপও শুরু করল চিঠি গোছানোর কাজ। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে তা করতে হল না। গুডওয়ার্দি এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে, মিস্টার কার্টার এসে গিয়েছেন।

BanglaBook.org

আট

গুডওয়ার্দির সেই ক্ষুদে ঘরের পাশেই একখানা বড় ঘরে মিস্টার কার্টারের আফিস। প্রকাণ্ড টেবিল তাতে, দু'খানা প্রকাণ্ড চেয়ারও। তুর্কী কার্পেটে মেজে ঢাকা। দেয়ালে দেয়ালে ছবি। সব ছবিই প্রায় শিকারের বা ঘোড়দৌড়ের বা খেলার। বসেই ছিলেন কার্টার, উঠে দাঁড়ালেন ফিলিপের করমর্দনের জন্য।

লম্বা কালো কোট তাঁর পরনে। হঠাৎ দেখলে সৈনিক পুরুষ বলে মনে হবে তাঁকে। জঙ্গী কায়দার পাক দেওয়া গোঁফ, সাদা চুল ছোট করে ছাঁটা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। সোজা হয়ে দাঁড়ানো তাঁর অভ্যাস। বাস করেন এনফিল্ডে। গুরুতর কথাও হাল্‌কা সুরে বলেন, বেশ হাল্‌কা সুরেই তিনি কথা কইলেন ফিলিপের সঙ্গেও—"সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন মিস্টার গুডওয়ার্দি।' ওয়াটসন চমৎকার ছেলে, নিখুঁত ভদ্রলোক, খেলাধুলায় চৌকোশ। ফিলিপের শিকার করা অভ্যাস আছে নাকি? নেই? এঃ, ওর মত জিনিস নেই। একমাত্র আনন্দের ব্যাপার, যাতে ভদ্রলোকের যোগ দেওয়া চলে। কার্টারের নিজের আর শিকারের বয়স নেই এখন। ও-ভার তিনি ছেলের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলে এখন কেম্ব্রিজে আছে, আগে রাগবিতে ছিল। স্কুল বটে রাগবি, ছেলে বটে রাগবির ছেলেরা। তাঁর ছেলেও আর্টিকেল হবে বছর দুইয়ের মধ্যে। ফিলিপের খুব ভাল লাগবে তখন। দুটিতে মিলে মিশে কাজ করবে, চমৎকার হবে। কার্টারের খুব আশা আছে —একাজ খুব ভাল লাগবে ফিলিপের। লেকচারগুলো শোনা চাই। ব্যবসাটাকে অভিজাত পর্যায়ে তুলবার বিশেষ চেষ্টা করছেন তাঁরা। ভদ্রলোকের ছেলেদেরই এতে চাই এখন। আচ্ছা, লেগে যাও কাজে তাহলে। গুডওয়ার্দি ত আছেনই, সবই দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। হাতের লেখাটা কেমন? আচ্ছা, আচ্ছা, গুডওয়ার্দিই দেখে নেবেন সেটা।"

কাজটা নতুন, গোড়ার দিকে ভালই লাগছিল ফিলিপের। কার্টার মুখে মুখে বলে যান চিঠির বয়ান, সে লিখে নেয়। হিসেবের খসড়া তৈরী হয়ে গেলে সে তার নকল করে সযত্নে। টাইপরাইটার রাখেন না কার্টার, শর্টহ্যাণ্ড তিনি পছন্দ করেন না। যা করবে, হাতে কর, রয়ে বসে কর। তাড়াহুড়ো ভাল নয়, ওতে কাজ নির্ভুল হয় না বলেই বিশ্বাস কার্টারের।

মাঝে মাঝে প্রবীণ কেরানীদের সঙ্গে হিসাব পরীক্ষা করতেও যায় ফিলিপ। তালিম নেয়, কোন্ মক্কেলটির সম্মান রেখে কথা কইতে হবে, কাকে হেলাফেলা করলেও হানি নেই। বড় বড় যোগ তাকে করতে হয় মাঝে মাঝে। তার উপরে আছে বক্তৃতায় হাজিরা দেওয়া! পরীক্ষা পাস করতে হলে এ-বক্তৃতা শোনাই চাই। কথায় কথায় সেই পুরানো কথাই রোজ আওড়ান গুডওয়ার্দি। কাজটা গোড়ায় নীরস ঠেকবে বটে, কিন্তু অভ্যাস হয়ে যাবে একদিন, তখন লাগবে মজা।

আফিস থেকে বেরুতে ফিলিপের ছয়টা বেজে যায়, তখন সে নদী পেরিয়ে ওয়াটার্লু পর্যন্ত হেঁটে যায়। ডেরায় যখন পৌঁছোলো, সন্ধ্যার খাবার তখন তৈরী। খেয়ে নিয়ে সে পড়তে বসে। শনিবারগুলোতে বিকালবেলায় সে ন্যাশনাল গ্যালারিতে গিয়ে ছবি দেখে। রাস্কিনের লেখা থেকে ছবির সমালোচনা বেছে বেছে নিয়ে একখানা সংকলন ছাপিয়েছে কোন এক প্রকাশক। সেটার সন্ধান ফিলিপকে দিয়েছে হেওয়ার্ড। সে ইতালিতে পৃথিবীর সেরা সেরা ছবি দেখে বেড়াচ্ছে, বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথা লিখেছে—"লণ্ডনেও আছে কিছু ভাল ছবি। ঐ বইখানা থেকে তাদের কথা জানতে পারবে। ন্যাশনাল গ্যালারিতে গিয়ে দেখবে মাঝে মাঝে। কেরানীগিরির গ্লানির মাঝেও আনন্দ পাবে একটু একটু।"

সে-আনন্দ পাবার চেষ্টা ফিলিপ বিধিমতেই করে। সংকলনখানা হাতে নিয়ে সে গ্যালারির ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা ছবির সামনে দাঁড়ায়, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেলে—রাস্কিন ছবিখানার

BanglaBook.org

কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে নিজের চোখ দিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে সেই সেই বৈশিষ্ট্য।

অনেক সময়ই এমন হয় যে শনিবারের এই ছবি দেখার নেশা সারা হপ্তা তার আর কাটে না। পাউণ্ড শিলিং যোগ দেওয়ার কাজ তখন অতি হেয় মনে হতে থাকে তার। কোন কাজেই মন দিতে পারে না। আফিসের ছাপমারা প্যাড টেনে নিয়ে যা মনে আসে, ছবি আঁকতে শুরু করে দেয় আপন মনে। তখন যদি গুডওয়ার্দি কোন কাজ পাঠিয়ে দেন তাকে, অসংখ্য ভুল করে বসে তা করতে গিয়ে। গুডওয়ার্দি বিরক্ত হয়ে বলেন—"এতদিন কাজ করছ, কিছুই শিখলে না। বেয়ারা ছোকরাও কাজ বোঝে তোমার চেয়ে বেশী।"

এর ফলে কাজের উপরে মনটা একেবারে বিষিয়ে ওঠে ফিলিপের। তার মনে পড়ে আর্টিকেল হবার সময় চুক্তিনামায় একটা কথা সে দেখেছিল। তা হল এই যে, এক বৎসর কাজ করার পরে সে যদি ইচ্ছে করে, তা হলে চুক্তিটা সে বাতিলও করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সেলামির অর্ধেক অর্থ সে ফেরত পাবে।

এই ধারাটাই হল ফিলিপের কাল। মাঝে মাঝেই ওটার কথা সে ভাবে। এক বছর পূর্ণ হতে আর বড় দেরি নেই। যদি সে চুক্তিটা বাতিল করেই দেয়, কী হয় তা হলে? কী হতে পারে? জ্যাঠা রাগ করবেন, জ্যাঠাইমা দুঃখ পাবেন। কিন্তু উপায় কী তার? যে-কাজ আদৌ ভাল লাগছে না তার, তাতে কি কোন দিন সে সাফল্য লাভের আশা করতে পারে? নিশ্চয়ই পারে না। আর পারেই না যখন, সময় থাকতে এটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ ধরা কি ভাল নয়? এখন ছেড়ে দিলে দেড়শো পাউণ্ড ফেরত পাওয়া যাবে। পরে ছাড়লে তা আর যাবে না পাওয়া।

ছেড়ে দেওয়ার মতলবটা এতদিন ছিল ভাসা-ভাসা, হঠাৎ একটা ব্যাপারে সেটা স্থির সংকল্পে পরিণত হল। মাঝে মাঝেই সে আফিসে ব'সে ছবি আঁকে। একদিন আঁকতে শুরু করল ওয়াটসনেরই ছবি। সে কী ভাবে বসছে, কী ভাবে আড়ামোড়া ভাঙ্গছে, কী ভাবে দুই হাত

BanglaBook.org

মাথার পিছনে একত্রে বেঁধে ছাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, নানা ঢংয়ের ছবি একা ওয়াটসনেরই। আঁকা শেষ করে সে হাসতে হাসতে ওয়াটসনের হাতে দিল ছবিগুলি। ওয়াটসন দেখেই অবাক্। "আরে, তোমার আঁকার হাত ত চমৎকার! এই যাচ্ছেতাই আফিসে বসে তুমি ইহ-পরকাল ঝরঝরে করছ কেন? প্যারিতে গিয়ে ছবি আঁকতে শেখো, নাম হয়ে যাবে তোমার।"

ছবিগুলি ওয়াটসন নিয়ে গেল বাড়িতে, ভাইবোনদের দেখাবে বলে। দৈবাৎ সেই রাত্রেই কার্টারের নিমন্ত্রণ ছিল ওয়াটসন ভবনে। তিনিও দেখলেন ছবি। পরদিন আফিসে এসে তিনি ডেকে পাঠালেন ফিলিপকে—"গুডওয়ার্দি আমাকে মাঝেমাঝেই বলে থাকেন, তুমি কাজে কিছু উন্নতি করতে পারছ না। আমি তেমন গুরুত্ব দিই নি তাতে। উন্নতি কেউ তাড়াতাড়ি করে, কারও তা করতে দেরি হয়। দেরি দেখলে বিরক্ত হওয়া ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কাল দেখলাম, আফিসে বসে আফিসের কাগজে তুমি ওয়াটসনের ছবি এঁকেছ। এটা অবহেলা, এর নিন্দা না করে পারি না। তুমি নিজেকে শোধরাও।"

"শোধরাবার দরকার হবে না, একাজ আমি করব না আর"—স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল ফিলিপ।

কার্টার ভদ্রলোক হতভম্ব। তিনি ভাল করতে চেয়েছিলেন ফিলিপের, হয়ে গেল মন্দ। তারপর থেকে আর দেখাও নেই ছোকরার, দেখা পেলে হয়ত তিনি মিষ্টি কথায় বোঝাতে চাইতেন তাকে। দেখা কোথা থেকে পাবেন? সে চলে গিয়েছে ব্ল্যাকস্টেবলে তার জ্যাঠার কাছে। অগত্যা নিক্সনকে একটা খবর দিয়েই তিনি কর্তব্য শেষ করলেন। নিক্সনকে। কারণ তাঁরই সুপারিশে ফিলিপ এসে ঢুকেছিস কার্টারের আফিসে।

ওদিকে ফিলিপ গিয়ে বলেছে জ্যাঠাকে, "অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ও-কাজ একদম ভাল লাগে না আমার। হিসেবপত্রে মাথা যার নেই, তার পক্ষে ও-কাজ রীতিমত দুরূহ।"

বৃদ্ধ কেরীর বাক্যি হরে গেল একদম। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে

BanglaBook.org

তারপর তিনি বললেন—"কী তাহলে সম্ভব হবে তোমার পক্ষে, সেই-টাই বল! কিংবা বলবারও কিছু প্রয়োজন দেখি না। তোমার যা ইচ্ছে, তাই করতে পার তুমি। তুমি যখন নিজের খেয়াল মত চলতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমার মতামতের যখন কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে, তখন তোমার কোন কথায় আমি আর থাকতে চাই নে।"

মনটা কঠিন হয়ে গেল ফিলিপের। সব বুড়ো এক রকম। তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গী যে তাদের থেকে আলাদা, এটা কিছুতেই তারা বুঝতে চায় না। যাকগে যাক। জ্যাঠাকে বোঝাবার চেষ্টা সে করবে না আর। অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় সে বলল—"কথায় থাকতে বলছি না, প্যারি গিয়ে অন্ততঃ তিন বছর থাকব আমি, তার ব্যবস্থা করে দিলেই বাধিত হব।"

কেরীও অত্যন্ত কঠিন হয়ে বললেন—"লণ্ডনে থাকতে তুমি মাসিক চৌদ্দ পাউণ্ড পেতে আমার কাছে, তার উপরে আর এক পেনিও আমি দেব না। পারব না দিতে। কারণ পৈতৃক অর্থ যা আছে তোমার, তার সুদ থেকে ওর বেশী আমদানিই হয় না। বেশী দিতে হলে মূলধন ভাঙ্গতে হয়। তাতে আমি রাজী নই। তোমার বাবা যখন আমাকে করে গিয়েছে তোমার অভিভাবক, তখন এটা আমি দেখতে বাধ্য যে খামখেয়ালি করে মূলধনটা তুমি উড়িয়ে দিতে না পার। অবশ্য আর তিন বছর বাদে তুমি সাবালক হবে, তখন তোমাকে বাধা দেবার আমার অধিকারই থাকবে না আর। তখন যা খুশী তাই কোরো। আমার হাতে যতক্ষণ আছে ঐ অর্থটা, ততক্ষণ আমি ওটা নষ্ট করতে দেব না।"

ফিলিপ গুম হয়ে রইল। প্যারি যাবে, আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখবে, এই রকমই সংকল্প করেছে সে। ছবি আঁকার হাত যে তার আছে, এটা সে আবিষ্কার করে ফেলেছে দৈবাৎই। সেই যে সে ওয়াটসনের ছবি এঁকেছিল অলস মুহূর্তে, যে দেখেছে সেই প্রশংসা করেছে সে-ছবির। তাইতেই চোখ ফুটেছে তার। প্রতিভা তার আছে, ভাবে ভঙ্গীতে কিংস্ স্কুলের হেডমাস্টার পার্কিন্সও তাকে

BanglaBook.org

বলেছিলেন তা। তবে সে প্রতিভাটা যে কোন্ দিকে গেলে স্ফূর্তি পাবে, সেটা বুঝতে পারেন নি পার্কিন্স। ফিলিপের বয়স তখন কাঁচা ছিল, তার ত তা বুঝতে পারার কথাই নয়। এখনও হয়ত পারত না বুঝতে, যদি না দৈবকৃপায় ওয়াটসনের বাড়ির লোকেদের চোখে পড়ে যেত তার হাতের ছবি।

যাক, এখন যখন সে বুঝতে পেরেছে, তখন আর কর্ণধারহীন তরণীর মত বাত্যাতাড়িত হয়ে নিজের জীবনটাকে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত হতে দেবে না। যা ধরেছে, তা করবেই। ছবি আঁকা শিখবেই। প্যারিতে যাবেই সেজন্য। এদেশেও আছে অবশ্য আর্ট স্কুল। কিন্তু তাতে কিছু শেখা যায় না। শিক্ষক নেই ভাল। তার চেয়েও যা বড় কথা, ও-শিক্ষার উপযোগী আবহাওয়া নেই এদেশে। পক্ষান্তরে প্যারি? হেওয়ার্ড বলত—কলাবিদ্যা শিক্ষার প্রেরণা পুষ্প-রেণুর মত উড়ে বেড়াচ্ছে প্যারির বাতাসে। সেখানে গেলে নিঃশ্বাসের সঙ্গেই সে-প্রেরণা তোমার অন্তরে ঢুকে যাবে।

অতএব সে যাবেই। জ্যাঠা যদি কোনমতেই বাগ না মানে, তিনটে বছর না হয় সে বসেই থাকবে। সাবালক যখন হবে, তখন ত আর জ্যাঠার নিষেধের কোন দাম থাকবে না!

ইতিমধ্যে নিক্সনের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন কেরী। পেয়ে তাঁর মনটা আরও বিরূপ হয়ে উঠেছে ফিলিপের উপর। ছেলেটা এই একটা বছর কিছুই করে নি সেখানে। "কী আর করা যাবে বলুন। ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে জলের ধার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া অবশ্য সম্ভব, কিন্তু জল খেতে যদি তার ইচ্ছে না হয়, খেতে আপনি বাধ্য করতে পারেন না তাকে।" কেরী চিঠি পড়ে তিক্ত হাসি হাসলেন। ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর উপমা এই প্রসঙ্গে এর আগে আরও একজন দিয়েছিল, সে স্বয়ং ফিলিপ।

যা হোক, যে ঘোড়া জল খাবে না, তাকে দানাও যোগাবেন না কেরী। প্যারিতে বসবাসের, স্ফূর্তি লোটার খরচা তিনি দেবেন না।

হ্যাঁ, কেরীর দৃঢ় বিশ্বাস, আর্টের চর্চা স্রেফ একটা অছিলা মাত্র,

BanglaBook.org

ফিলিপ প্যারি যেতে চাইছে শুধু বিলাসিতা আর বেলেল্লাপনার সুযোগ পাওয়ার আশায়। হ্যাঁ, কার্টারের ব্যবসা ভাল না লাগে যদি, অন্য কিছু কর। লণ্ডনে থেকেই কর, প্যারি যাওয়ার আবশ্যক কী? - লণ্ডনে ছবি আঁকা না যায় যদি, কে বাবা মাথার দিব্যি দিয়েছে যে ছবিই আঁকতে হবে তোমায়? কর না, ডাক্তারি কর। অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে ভাল না লাগে, ডাক্তার হও। তোমার বাবা ছিলেন ডাক্তার, ও-পেশা যে ভাল পেশা নয়, এমনটা তো নিশ্চয়ই বলবে না! পড় ডাক্তারি, তার খরচা আমি দিচ্ছি। কিন্তু প্যারি যাওয়া? ছবি আঁকা? নৈব নৈব চ। এক পেনিও না।

ফিলিপে আর কেরীতে যখন এই মর্মান্তিক টাগ-অব-ওয়ার চলছে, ফিলিপ যখন মরিয়া হয়ে আত্মহত্যার চিন্তাও করছে এক একবার, তখন হঠাৎ একদিন মনে পড়ল একটা কথা। মনে পড়তেই মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল আনন্দে। আছে ত! তার নিজের হাতেই কিছু সম্বল আছে তো! কি আশ্চর্য! ওগুলোর কথা একদম সে ভুলে মেরে দিয়েছিল, অ্যাঁ? জ্যাঠাইমার কাছেই গচ্ছিত আছে বটে, কিন্তু চাইলেই তিনি তা দিয়ে দেবেন। সে সব বেচলে তো অনায়াসে একশো পাউণ্ডের মত সংগ্রহ হতে পারে!

জিনিসগুলো তার বাবার ছিল, সামান্য কিছু সোনার জিনিস। কয়েকটা আংটি, কয়েকটা বোতাম, একটা ঘড়ি, দুটো পিন—সবই সোনার। হ্যাঁ, কম করেও একশো পাউণ্ড হবেই। তাই নিয়েই সে তো রওনা হয়ে যেতে পারে প্যারি! তারপর মাসিক চৌদ্দ পাউণ্ড যদি জ্যাঠার কাছ থেকে পাওয়া যায়, তার উপরে যা দরকার হবে, কোন ফিকিরে কি আর তা রোজগার করে নিতে পারবে না ফিলিপ? খরচা তো ওখানে খুব বেশী নয়! হেওয়ার্ড লিখেছে—হপ্তায় ত্রিশ ফ্রাঁ ভাড়ায় একটা চলনসই কামরা সে পেতে পারে। এমন বেশী কি? চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না। আপাততঃ যাওয়ার খরচা, সেখানে গিয়ে ভর্তি হওয়া, চিত্রশিল্পীর যা যা সরঞ্জাম দরকার ছবি আঁকার জন্য, ক্যানভাস, ফ্রেম, রং, তুলি, টুল—এসব কেনাকাটা করা, হোটেলে

BanglaBook.org

খাওয়া একমাস—এসব বাবদে একশো পাউণ্ডের বেশী তো খরচ হবে না বোধ হয়। সেই পরিমাণ অর্থ যদি সংগ্রহ হয়ে যায় সোনা বেচে, ফিলিপকে তাহলে আটকায় কে?

লাফাতে লাফাতে (সত্যি সত্যি কিছু আর লাফায় নি ফিলিপ, খোঁড়া পা নিয়ে লাফানো তো শক্তই ওর পক্ষে) ও গিয়ে জ্যাঠাইমার কাছে হাজির—"বাবার সেই সোনাটুকু দাও তো জ্যাঠাইমা!"

"কেন? কেন? সে সব চাইছিস কেন?"

"বেচব। জ্যাঠা যখন পয়সাকড়ি দেবেনই না, ঐগুলো বেচেই প্যারি যাওয়ার খরচা যোগাড় করব। ঘরে বসে থেকে ওরা তো কোন উপকার করছে না!"

"আচ্ছা, দেব এখন। আমি একবার বেরুবো এক্ষুণি। খোঁজাখুঁজির সময় নেই বাবা! ঘুরে এসেই দিচ্ছি।"

সত্যিই দশ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে গেলেন জ্যাঠাইমা, ফিরেও এলেন ঘণ্টাখানিকের মধ্যে। এসেই ডাকলেন ফিলিপকে, তার হাতে দিলেন একটা কাগজের বাণ্ডিল, আর একটা ছোট কাপড়ের থলে। ফিলিপ খুলে দেখেই অবাক্। বাণ্ডিলটা বাজে কাগজের নয়, নোটের। আর থলেটা উপুড় করতেই তা থেকে যা বেরুলো, তা ঝকঝকে সভ্‌রেন, পাউণ্ড মুদ্রা।

"এ কী এ?" চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ফিলিপ, লুইজা নিজের শীর্ণ হাতখানি তার মুখে চাপা দিলেন। "তোর জ্যাঠা আছেন লাইব্রেরি ঘরে, চ্যাঁচাসনি। বাপের কয়েক কুচো সোনা যা আছে, তা বাপের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেই থাকুক। এখানে নোটে পাউণ্ডে মিলে একশো পাউণ্ডের মত আছে। ব্যাঙ্কে ছিল, এটা আমার নিজের জিনিস, তোর জ্যাঠার নয়। এই দিয়ে তোর খরচা তুই চালিয়ে নে, আমি তোকে দিলাম।"

"তুমি দিলে—আমায়?" ফিলিপ যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে না। বিশ্বাসই করতে পারে না চোখে দেখেও।

"কেন দেব না? পেটে তোকে ধরি নি সত্যি, সে ভাগ্যি নয়

BanglaBook.org

আমার, কিন্তু তোর নিজের মায়ের চাইতে কম ভাল আমি তোকে বাসি নি। তুই তা জানবি কেমন করে, আমি যে নিজের মনের কথা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি নি। মা কোন দিন হই নি, মায়ের মুখ দিয়ে কী ভাষা যে বেরোয় ছেলেকে আদর করার সময়, আমি তা জানব কেমন করে?"

বুড়ী লুইজা অঝোরে চোখের জল ছেড়ে দিলেন ফিলিপকে জড়িয়ে ধরে। ফিলিপও কাঁদল আজ। এর আগে আর একদিন মাত্র সে কেঁদেছিল, যেদিন তার মায়ের মৃত্যু হয়, সেইদিন।

নয়

ইতালি থেকেই একখানা পরিচয় পত্র পাঠিয়ে দিয়েছে হেওয়ার্ড, প্যারিবাসিনী জনৈকা মিসেস ওটারের নামে। ব্ল্যাকস্টেবল ছাড়বার আগেই সেই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ফিলিপ, তাঁর পত্রও একখানা পেয়েছে। পৌঁছোবার পরদিনই সকালে তার চায়ের নিমন্ত্রণ মিসেস ওটারের বাড়িতে।

সব বন্দোবস্তই করে দিয়েছে হেওয়ার্ড। একখানা ঘর ফিলিপ পাবে হোটেল-দ্য-ডিউ-একোলেতে, সেটা অ্যামিট্রানো শিল্পবিদ্যালয়ের খুব কাছেই। ঐ অ্যামিট্রানোতেই ভর্তি হতে যাচ্ছে ফিলিপ।

পাঁচতলার উপরে ফিলিপের ঘর, খুবই ছোট ঘরখানা, দরোজা জানালা দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল বলে ভিতরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে একটু। মস্ত একখানা পালঙ্ক রয়েছে ঘরের অর্ধেক জুড়ে, তার উপরে চাঁদোয়া খাটানো লাল রেপ কাপড়ের, ঐ কাপড়েরই ভারী ভারী পর্দা জানালায়। দেরাজ-দেওয়া আলমারির মাথাতেই মুখ ধোয়ার বেসিন। পোশাকের আলমারিটা এক ঢাউস ব্যাপার, লুই ফিলিপ রাজার আমলে যে-ফ্যাশান চালু ছিল এদেশে, সেই ফ্যাশানেই তৈরি। দেয়ালের কাগজ অনেক পুরোনো, গাঢ় ছাই রংয়ের উপরে বাদামী

BanglaBook.org

পাতা-লতার নক্সা ছিল তাতে গোড়ায়, খুব বেশী ঠাহর করে না দেখলে সে-সব আর এখন ধরা পড়ে না চোখে।

প্যারির কোন লোক এ-ঘর দেখলে নাক সেঁটকাত নিশ্চয়, ফিলিপের কিন্তু চমৎকার লাগল। পৌঁছোতেই রাত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এক চক্কোর ঘুরে না এসে সে পারল না। রাস্তায় রাস্তায় বেড়াল খানিক, কাফে-দ্য-ভার্সাই সমুখে দেখে তার বাইরে বসে পড়ল একখানা টেবিলে, খেলো কিছু যদিও ক্ষিদে তেমন ছিল না। স্বপ্নের নগরী প্যারিতে এসে প্রথম রাত্রিটা হোটেলে না খেয়ে পারে কেউ?

পরদিন সকালেই সে বুলেভার র‍্যাসপেইলে চলে গেল। সেখানে মিসেস ওটারকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হল না। আন্দাজ ত্রিশ বছর বয়স ভদ্রমহিলার, নিজের মায়ের সঙ্গে থাকেন প্যারিতে। আছেন তিন বছর এখানে, আর্ট নিয়েই আছেন। ড্রয়িংরুমে তাঁর নিজের আঁকা ছবি কয়েকখানাই তিনি দেখালেন ফিলিপকে। ফিলিপ কী বোঝে ওসবের? হয়ত বোঝে না ব'লেই তার ভাল লাগল খুব।

"আমি যে কোনদিন এত সুন্দর আঁকতে পারব, এমন ত আশা করি নে"—সে সবিনয়ে বলল মিসেসকে।

"নিশ্চয় পারবেন। তবে হ্যাঁ, একদিনেই হবে কি আর? সময় লাগবে। সময় সবাইয়েরই লাগে।"

একটা দোকানের ঠিকানা দিয়ে দিলেন মিসেস, সেখানে কাঠ-কয়লা, আঁকার কাগজ, একটা হাতবাক্স পাওয়া যাবে। চিত্রকরের ত ওগুলি অত্যাবশ্যক।

"কাল সকালে নয়টায় আমি অ্যামিট্রানোতে যাচ্ছি। ঐ সময়ে যদি আসেন, আপনার সব ব্যবস্থাই আমি করে দেব।"

বিদায় বেলায় একটা পরামর্শ দিলেন মিসেস—"বিদেশীদের সাথে মিশবেন না কিন্তু। আমি নিজে ও বিষয়ে খুব সাবধান।"

পরামর্শটা অদ্ভুত লাগল ফিলিপের। সাবধান? সাবধান হবার জন্য সে প্যারি আসে নি। এসেছে ছবি আঁকা শিখতে। সেকাজে কোন বিদেশী যদি সাহায্য করে, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে নাকি?

BanglaBook.org

পরদিন কাঁটায়-কাঁটায় নয়টায় ফিলিপ হাজির হল অ্যামিট্রানোতে। মিসেস ওটার আগেই এসে গিয়েছেন, হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ফিলিপকে দেখে। নাম-টাম লেখানোর ব্যাপার কয়েক মিনিটেই মিটে গেল।

এইবার স্টুডিওতে; সেখানে আঁকার ব্যাপারে হাতেখড়ি হবে। বড় একটা ঘর, কিছুমাত্র আসবাব নেই তাতে। ছাইরং দেয়াল, তাতে মাঝে মাঝে আঁটা রয়েছে হরেক রকম ছবি। এসব ছবি পুরস্কার পেয়েছে কোন-না-কোন প্রতিযোগিতায়। এক জায়গায় একটি নারী বসে আছেন চেয়ারে, গায়ে চাদর জড়ানো। ইনিই মডেল, এঁকে দেখেই ছবি আঁকবে হবু চিত্রকরেরা। প্রায় এক ডজন তরুণ-তরুণী জটলা করছে ঘরের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে। এক পত্তন কাজ হয়ে গিয়েছে তাদের। এখন চলছে মডেলের বিশ্রাম। এক্ষুণি সে চাদর ফেলে উঠে দাঁড়াবে আবার, তাকে দেখে আঁকিয়েরা ক্যানভাসে কয়লার দাগ দিতে শুরু করবে আবার। শিক্ষার প্রথম স্তরে এইভাবেই অগ্রসর হয় তারা।

একখানা কাঠের ফ্রেমে ক্যানভাস আঁটা। তার নাম ঈজ্‌ল্। সেটা খাড়া করে দাঁড় করানো যায় মেজেতে। সকলের সমুখেই ক্যানভাস-আঁটা সেই ঈজ্‌ল্ এক-একখানা। মিসেস ওটার একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন ফিলিপকে—"তোমার ঈজ্‌ল্ এখানে বসাও। এর চেয়ে ভাল জায়গা আপাততঃ আর নেই, সব আগে থাকতেই দখল হয়ে বসে আছে।"

সেই জায়গাতেই ঈজ্‌ল্ খাড়া করল ফিলিপ, তাকিয়ে দেখল—তার থেকে সামান্য দূরে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সাজিয়ে বসে আছেন এক অল্পবয়সী মহিলা। তাঁর সঙ্গে মিসেস ওটার পরিচয় করিয়ে দিলেন ফিলিপের—"মিস প্রাইস, মিস্টার কেরী। আমার একটু অনুরোধ আছে মিস প্রাইস। মিস্টার কেরী কখনও আঁকেন নি। গোড়ায় গোড়ায় আপনি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন ওঁকে?"

তারপরই মিসেস ওটার মডেলের দিকে ফিরে বললেন—"এইবারে

BanglaBook.org

কাজ শুরু হোক আবার।" মডেল এতক্ষণ চাদর গায়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, এই চাদর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ দুই পায়ে সমান ভর দিয়ে, দুই হাত মাথার পিছনে বেঁধে। ঘরের বিভিন্ন স্থানে বসে এক ডজন নরনারী একবার তার দিকে তাকায়, আর একবার ক্যানভাসের দিকে ফিরে তার উপরে কয়লার টান দেয়, কেউ দ্রুত হস্তে, কেউ ধীরে ধীরে অতি সাবধানে।

ফিলিপ শুনতে পেলো ; মিস প্রাইস আপন মনে গজগজ করছে—"ঐ যে একটা কী অদ্ভুত ভঙ্গী বেছে নিয়েছে ওরা!" মডেলের দাঁড়াবার ভঙ্গীর কথাই যে বলছে সে, ফিলিপ অবশ্য তা বুঝল। সে মিস প্রাইসের ক্যানভাসের দিকে তাকাল। বেশী দূর এগোয় নি তার ছবি, মাত্র দিন দুই সে কাজ করেছে ওতে। কিন্তু এরই মধ্যে চেহারা যা হয়েছে ক্যানভাসের! কুঁচকে, দুমড়ে একাকার। তার উপর ঘষাঘষি হয়েছে অজস্র। ফিলিপ মনে মনে বলল—"আমি যে আনাড়ি, 'আমি' করলেও ওর চেয়ে খারাপ হত না।"

ফিলিপ আঁকতে শুরু করেছে মাথার দিক থেকে। ক্রমে নীচের অঙ্গগুলো আঁকবার মতলব। কিন্তু মডেল দেখে আঁকা এমন শক্ত লাগছে কেন? এর চেয়ে সহজ হত বোধ হয় কল্পনা থেকে আঁকা। ভারী মুশকিল ত! সে আবার তাকাল মিস প্রাইসের দিকে। সে খুব গম্ভীর হয়ে এঁকে যাচ্ছে। কপালে গভীর হয়ে দেখা দিয়েছে বলিরেখা, চোখে ফুটে উঠেছে ভয়ানক একটা ব্যগ্রভাব। স্টুডিওর ভিতরটা গরম বেশ, কপাল ঘেমেছে মিস প্রাইসের। কত বয়স হবে ওর? বছর ছাব্বিশ? ফিকে সোনালি অঢেল চুল ওর মাথায়, চুলগুলো ভাল, কিন্তু যত্ন করে বাঁধে নি, টেনে পিছন দিকে নিয়ে কোন রকমে গেরো দিয়ে রেখেছে শুধু। মুখখানা বড়, চ্যাপ্টা। চোখ ছোট। চামড়া দেখে মনে হয়, ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য ভাল নয়। গালেও রক্তের আভাস নেই।

আবার যখন মডেলের বিশ্রামের সময় এল, প্রাইস দুই পা পিছিয়ে এসে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগল নিজের ছবি। ফিলিপ

BanglaBook.org

আবার শুনতে পেলো তার বিড় বিড় কথা—"এত শক্ত লাগছে কেন কে জানে? তবে করব আমি ঠিকই, করবই।" তারপর ফিলিপের দিকে ফিরে বলল—"আপনি কী রকম এগুচ্ছেন?"

ফিলিপ করুণ হাসি হেসে বলল—"একদম এগুই নি।"

মিস প্রাইস ফিলিপের ক্যানভাসটা দেখল। "ওভাবে কিছু হবে না। মাপজোঁক দরকার। ক্যানভাসটাকে চৌকো ভাগ করে নিতে হবে।"

কী ভাবে কী করতে হবে, মিস প্রাইস চটপট তা দেখিয়ে দিলেন ওকে। মানুষটির আন্তরিকতা আছে, কিন্তু কাজে কোন শ্রীছাঁদ নেই। তবে তাঁর উপদেশগুলো দামী বলে মনে হল, সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করল আবার ফিলিপ।

ততক্ষণে আরও ঢের লোক এসে ঢুকেছে। প্রায় সবাই পুরুষ। একজন এল, কী বিশাল একটা নাক তার! আর মুখখানা লম্বা যেন ঘোড়ার মুখের মত। ফিলিপের কাছেই সে বসল, মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানাল মিস প্রাইসকে। মিস বললেন—"ক্লাটন, এত দেরিতে যে? এই উঠলে নাকি ঘুম থেকে?"

"দিনটা আজ এত ভাল মনে হয়েছিল যে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এই রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতের কথা।"

অদ্ভুত কথা ত! ভাল দিনে ত লোকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে রৌদ্রটা উপভোগ করার জন্য।

কাজ করার মতলব আজ যেন আদৌ নেই ক্লাটনের। সে ফিলিপের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল—"সবে আসছ বুঝি ইংলণ্ড থেকে?"

"সবে পরশু।"

"অ্যামিট্রানোকেই বেছে নিলে কেন?"

"এই একটা স্কুলের কথাই শুনেছিলাম।"

"তা নিয়েছ বেছে, ভালই করেছ। কিন্তু এ-আশা নিয়ে ত আস নি যে এখানে এমন কিছু শিখবে যা ভবিষ্যতে এতটুকুও উপকারে আসবে তোমার?"

এ আবার কেমন ধারা প্রশ্ন রে বাবা! যা হোক কাজের

BanglaBook.org

ফাঁকে ফাঁকে আলাপ চলল ফিলিপে আর ক্লাটনে। দুই কথাতেই ক্লাটন বুঝিয়ে দিল যে নিজেকে সে চারুকলার ব্যাপারে অদ্বিতীয় প্রতিভাধর পুরুষ বলে মনে করে। আর এটাও মনে করে সেই সঙ্গে যে তার আঁকা ছবির দোষগুণ বিচার করার মত জ্ঞানবুদ্ধি এ যুগে কারও নেই। সেই বিশ্বাসের বশেই নিজের ছবি সে কাউকে দেখায় না।

বেলা বারোটায় বন্ধ হল স্টুডিয়ো। ক্লাটন ডেকে নিয়ে গেল ফিলিপকে গ্রেভিয়ারের হোটেলে। অনেক হবু-চিত্রশিল্পী এই হোটেলে লাঞ্চ খায় রোজ। খাওয়ার চেয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের জন্যই বেশী উৎসুক ফিলিপ।

তা হল, অনেকের সঙ্গেই হল তার আলাপ। ফ্ল্যানাগান, লসন, ক্রনশো। শেষের জন অবশ্য চিত্রশিল্পী নন, কবি। তবে ক্লাটনদের দলটা এই ক্রনশোর দারুণ অনুরাগী। জনে জনে তারা ওকে মহাকবি বলে মনে করে, যদিও ওর একখানাও কবিতার বই কোন প্রকাশক এখনো ছাপে নি।

কোন্ আয়ের উপর নির্ভর করে যে ক্রনশো থাকে প্যারিতে, তা কেউ বুঝতে পারে না। দিন কাটে তার অপরিসীম দারিদ্র্যে। পোশাক জঘন্য রকম নোংরা, গায়ে দুর্গন্ধ। কিন্তু কথা তার বিজ্ঞজনের মত, তার মধ্যে কবিত্ব আর দার্শনিকতার আশ্চর্য সমন্বয়। ফিলিপ সত্য সত্যই মুগ্ধ হয়ে গেল তার কথা শুনে।

নিত্যই ফিলিপের দেখা হয় ওদের সঙ্গে, গ্রেভিয়ারে বা ক্রনশোর বস্তির ডেরায়। দীর্ঘ সময় কেটে যায় নিকৃষ্ট বীয়ার পানে এবং উচ্চ-গ্রামের আর্টের আলোচনায়। তা বলে স্টুডিয়োতে যাওয়া বন্ধ নেই তার। মিস প্রাইসের পাশে বসে বসে চেষ্টাই করে যাচ্ছে ভাল একখানা ছবি আঁকবার। অনেক উপদেশ সে পায় প্রাইসের কাছে। ভদ্রমহিলা অন্যের ছবির দোষ চট করে ধরে দিতে পারেন। কিন্তু কী ভাবে আঁকলে ছবিটা নিখুঁত হবে, তা বাৎলে দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত। তাঁর নিজের হাতের কাজ অতি বিশ্রী। শিক্ষক ফয়নে রোজই একবার আসেন স্টুডিয়োতে, প্রত্যেকের ঈজ্‌ল্-এর পাশে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে দুই এক কথায় দোষত্রুটি দেখিয়ে দেন, দুই এক আঁচড়ে দেখিয়ে দেন যে কী করলে ছবিটা ফুটত ভাল। সকলের পাশেই দাঁড়ান কিছুক্ষণ করে, কিন্তু মিস প্রাইসের পাশে দাঁড়ান না।

স্বভাবতঃই এর জন্য ক্ষুব্ধ মিস প্রাইস। তিনি একদিন মিসেস ওটারের কাছে নালিশই করে বসলেন একটা—"মসিয়ার ফয়নে আমাকে অবহেলা করছেন।"

পরদিনই ফয়নে এসে দাঁড়ালেন মিস প্রাইসের পাশে। তিক্তস্বরে বললেন—"তুমি আমার উপর রেগে গিয়েছ। তোমার ছবি আমি দেখি না, তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি না, এই কারণে। ঐ ত ছবি তোমার। দূর থেকেই দেখছি কয়েকদিন ধরে, কী মত প্রকাশ করব? কী শুনবার আশা কর আমার কাছ থেকে? আশা কর যে আমি ভাল বলব এটাকে? পারি না বলতে, কারণ ভাল এটা হয় নি! আশা কর যে লাইনগুলোর টান যথাযথ হয়েছে বলে তারিফ করব? পারি না তারিফ করতে, কারণ হয় নি তা যথাযথ। আশা কর যে এর ভিতর আমি প্রতিভার পরিচয় আবিষ্কার করতে পারব? পারি না তা, যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই, তা আবিষ্কার করব কেমন করে? আশা কর যে এর ভিতর ভুলচুক কী আছে, আমি দেখিয়ে দেব? দেখিয়ে দেওয়া খুবই মুশকিল, কিন্তু এর সবই ভুল, আগাগোড়াই ভুল। আশা কর যে এ-ছবি নিয়ে কী করা যায়, আমি তা বলে দেব? তা বেশ, সেটা আমি পারি বলতে। ছিঁড়ে ফেল টুকরো টুকরো করে। কেমন, হল ত?"

মিস প্রাইসের মুখ একদম সাদা হয়ে গিয়েছে তখন! ফরাসী ভাষায় কথা তেমন ভাল বলতে পারেন না তিনি। কোন রকমে থেমে থেমে যা বললেন তার মানে হল—"আমি মাইনে দিচ্ছি যখন, আপনি আমাকে শেখাতে বাধ্য।"

"শেখাতে? তোমাকে শেখানো সাধ্য নয় আমার। একটা কথার উত্তর দাও ত! ছবি আঁকা কি স্রেফ শখ তোমার? না, এটাকে জীবিকা হিসাবে নিতে চাও তুমি?"

BanglaBook.org

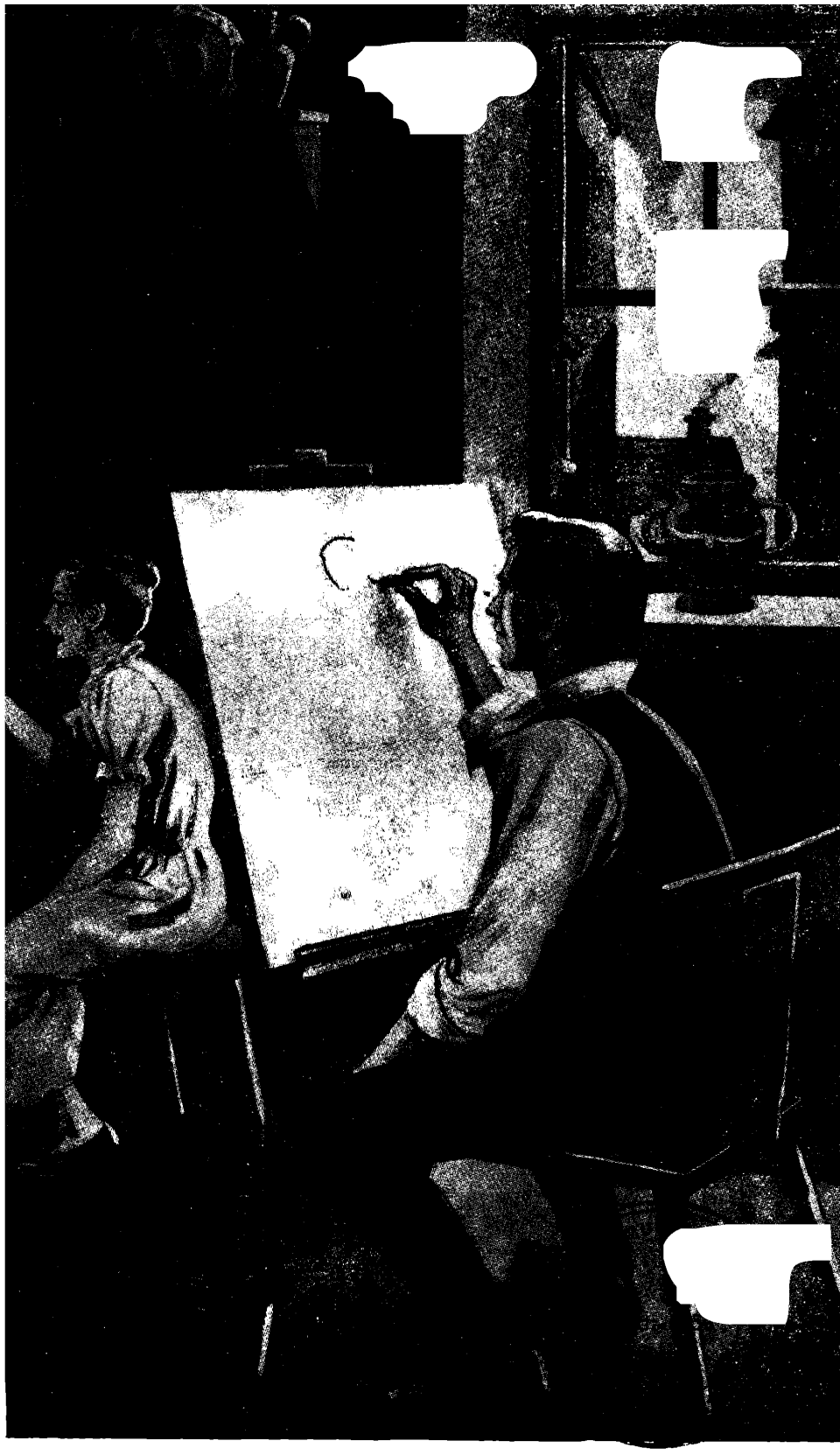

ফিলিপ আঁকতে শুরু করেছে মাথার দিক থেকে। [পৃঃ ৭৭

"জীবিকা! জীবিকা!"—জবাব দিলেন প্রাইস।

"তা হলে একটা সৎপরামর্শ শোন। সে-আশা ত্যাগ কর। এ কেবল সময় নষ্ট করা। প্রতিভা? প্রতিভার কথা না তোলাই ভাল। এ যুগে প্রতিভা গড়াগড়ি যায় না পথের ধুলোয়। অবশ্য প্রতিভা যাদের নেই, তারাও করে খেতে পারে, মোটামুটি আঁকতে পারলে। কিন্তু তুমি তাও পার না, পারবে না কোন দিন। কত দিন আছ এখানে? অনেকদিন আছ বোধ হয়? কিছুই করতে পার নি তবু। দুই দিন মাত্র দেখিয়ে দিলে পাঁচ বছরের ছেলে যেটুকু আঁকতে শেখে, তুমি এতদিনে তাও শেখ নি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

মিস প্রাইসেরই সামনে থেকে একখানা কয়লা তুলে নিয়ে ফয়নে ক্যানভাসের উপরে চড়চড় করে গোটাকতক টান দিয়ে দিলেন। আর আশ্চর্য! যে জিনিস ফোটাবার জন্য কয়েক হপ্তা ধরে মিস প্রাইস ব্যর্থ চেষ্টা করে আসছেন, সেই জিনিসই স্পষ্ট ফুটে উঠল ছবির আকারে। তার পরে কয়লাখানা ফেলে দিয়ে ফয়নে তিক্তস্বরে বললেন—"আমার কথা শুনুন, মামোয়াজেল। একাজ ছেড়ে দিয়ে কোন দর্জির দোকানে গিয়ে বসুন। পোশাক সেলাই করলে দু'পয়সা হবে।"

এর পর দিনই ফিলিপ একখানা টেলিগ্রাম পেলো ইংলণ্ড থেকে। জ্যাঠা দিয়েছেন দারুণ দুঃসংবাদ, লুইজা মারা গিয়েছেন, ফিলিপের স্নেহময়ী জ্যাঠাইমা। "লুইজার ইচ্ছা ছিল, সমাধির সময় তুমি উপস্থিত থাকবে। যদি থাক, তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে নিশ্চয়।"

জ্যাঠাইমা নেই। তিনি যে কতখানি স্নেহ করতেন ফিলিপকে, সেটা ফিলিপ জানতে পেরেছিল ইংলণ্ড ছেড়ে আসার মাত্র দিন দুই আগে। মুগ্ধ হয়েছিল তখন, অভিভূতই হয়েছিল বলা চলে। কিন্তু ফ্রান্সে আসার পরে এই দুই বছরের মধ্যে সে বোধ হয় দুটো দিনও তাঁকে মনে করে নি আর। নিজের স্ফূর্তি নিয়েই আছে, পিছনে ফেলে-আসা একটা বুড়ীর কথা সে ভাবে কখন?

আজ কিন্তু তাকে যেতেই হল। না গেলে দেখায় খারাপ।

তা ছাড়া তার নিজেরও গরজ আছে যাওয়ার। পয়সা-কড়ি কিছুই

BanglaBook.org

নেই হাতে। জ্যাঠার দেওয়া চৌদ্দ পাউণ্ড মাসোয়ারায় কিছুই হয় না প্যারির মত শহরে। জ্যাঠাইমার দেওয়া একশো পাউণ্ড থেকে কিছু কিছু ভেঙ্গে ভেঙ্গে এই দুই বছর কোন রকমে ভদ্রতা বজায় রেখেছে ফিলিপ। কিন্তু সে-তহবিল প্রায় শেষ।

গোড়া থেকেই তার সংকল্প ছিল, তিন বছর সে থাকবে প্যারিতে। তার ভিতরে নিশ্চয়ই কাজ চালানোর মত আঁকতে শিখবে সে। তারপর স্টুডিও খুলবে নিজে, কিছু কিছু উপার্জন হবেই ছবি বেচে।

তিন বছরের দুই বছর গেল। কিন্তু স্টুডিও খুলবার মত বিদ্যে যে কিছু হয় নি তার এখনো, হবেও না আগামী এক বছরের মধ্যে, এ-সন্দেহ ফিলিপের মনে এখন মাঝে মাঝেই উঁকি দিচ্ছে। ফ্যানি প্রাইসের উপরে শিক্ষক ফয়নের সেই বাক্যবাণ বর্ষণ, ফিলিপ ত নিজের কানেই শুনেছে সে-সব কথা! নিজে যদি আজ সে নিজের জন্য মতামত জানতে চায় ফয়নের, ঐ রকমই বাক্যবাণ যে তার উপরেও বর্ষিত হবে, তাতে সন্দেহ কোথায়? কিছুই হয় নি এতদিনে। আগামী এক বছরে যদি কিছু হয় ত ভাল। না হলেও তাকে প্যারি ছাড়তে হবে। এখানে থাকবার অর্থ কোথায়?

এই একটা বছরও যদি থাকতে হয় এখানে, তার জন্য সত্তর-আশী পাউণ্ড আরও দরকার হবে তার। অবশ্য তার ব্যবস্থা সে করতে পারবে। বাবার সোনার টুকরো কয়েকটা এখনো আছে। জ্যাঠাইমার কাছেই ছিল, এবারে নিয়ে আসতে হবে। ওগুলি বেচে যা পাওয়া যায়, তাই দিয়েই শিল্পশিক্ষা সমাপ্ত করতে হবে তাকে। জ্যাঠাইমাকে কবর দেবার জন্য ঠিক নয়, সোনাটুকু নিয়ে আসবার জন্যই ব্লাকস্টেবলে রওনা হল সে।

গেল ফিলিপ, লুইজার সমাধিকালে যথারীতি শোক প্রকাশও করল, তারপর সোনাটুকু নিয়ে ফিরে এল প্যারিতে। এসেই শুনল, ফ্যানি প্রাইস আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। কেন? কেন?

একখানা চিঠি সে রেখে গিয়েছে। তাতে জানা গেল—তিন দিন সে খেতে পায় নি। আত্মহত্যা করেছে, ক্ষিধের জ্বালা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

BanglaBook.org

দশ

দিন, মাস, বৎসর কী তাড়াতাড়িই কাটে! দেখতে দেখতে আরও প্রায় এক বৎসর! সোনা বিক্রির অর্থও প্রায় ফুরিয়ে এল। বড় জোর আর কয়েকটা মাস ফিলিপ থাকতে পারবে প্যারিতে। তারপর? তারপর হয় অন্য কোন কাজ ধরতে হবে, আর নয় ত প্যারিতেই শুকিয়ে মরতে হবে অনাহারে। যেমন ফ্যানি প্রাইস মরেছে, যেমন মরতে বসেছে ক্রনশো।

মনপ্রাণ ঢেলে ছবি এঁকে যাচ্ছে ফিলিপ। আজকাল বন্ধুরা বলে—মন্দ হচ্ছে না খুব। মন্দ যে হচ্ছে না, তা ফিলিপ নিজেও বোঝে। কিন্তু হায়! "মন্দ নয়"—এর চেয়ে বেশী প্রশংসা যে-ছবির বরাতে জোটে না, সে-ছবি কি পয়সা দিয়ে কেনে লোকে? সে-ছবির পটুয়া কি ভদ্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে কোন শহরে?

তা হলে ফিলিপের ভবিষ্যৎ কী? নিজের সম্বন্ধে দারুণ আতঙ্ক এখন ফিলিপের। কী হবে তার? নিজের হঠকারিতাকে সে অভিশাপ দেয় এখন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর কাজ ছেড়ে আসা যে চরম মূর্খতা হয়েছে তার, তা সে আর অস্বীকার করতে পারে না নিজের কাছে। লেগে থাকলে এতদিনে সে প্রায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলে স্বীকৃতি পাওয়ার কাছাকাছি স্তরে পৌঁছে যেত। আর কোন অ্যাকাউন্ট্যান্টকে অন্নাভাবে গলায় দড়ি দিতে হয়েছে কোন দিন, একথা এ-যাবৎ কেউ শোনে নি।

সে যা হোক, গতানুশোচনায় ফল নেই। এখন যা প্রয়োজন, তা হল ভবিষ্যতের জন্য একটা কর্মপন্থা স্থির করে নেওয়া। সে একদিন স্টুডিয়োর শিক্ষক ফয়নের কাছে গেল—"স্যার, আমার ছবিগুলো দেখে আপনি আমায় বলে দিন, চিত্রকর হিসেবে কতখানি সাফল্য আমার জীবনে ঘটতে পারে।"

BanglaBook.org

"কেন জানতে চাও ?" জিজ্ঞাসা করলেন ফয়নে।

"এ-সাধনায় আমি লেগে থাকব কিনা, সেটা নির্ভর করছে আপনার মতামতের উপরে। যদি বুঝি যে আর্ট আমায় খেতে দিতে পারবে না—"

"আর বলতে হবে না"—বললেন ফয়নে। "চল, তোমার বাসায় যাই।"

ফিলিপ তাঁকে নিয়ে গেল তার পাঁচতলার ঘরে। একটা একটা করে ফিলিপের ছবিগুলি তিনি দেখলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গেই পরীক্ষা করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন বিষণ্ণভাবে।

"হবে না ?"—প্রশ্নটা করতে গিয়ে গলা যেন শুকিয়ে গেল ফিলিপের।

"না বাপ, এতে তোমার অন্ন হবে না। আর্টে সাধারণ পর্যায়ের নৈপুণ্য কোন দিন সমাদর পায় না। জীবিকা হিসাবে এটাকে নিলে তুমি কষ্ট পাবে।"

ফয়নে বিদায় নিলেন। ফিলিপও বিদায় নিল স্টুডিয়ো থেকে। আর নয়। এখনো এমন অর্থ আছে, যার উপর নির্ভর করে সে আরও তিন চারমাস থাকতে পারে প্যারিতে। কিন্তু তাতে লাভ ত নেই! তার চেয়ে এক্ষুণি ফিরে যাওয়া ভাল লণ্ডনে। সেখানে গিয়ে খুঁজে নেওয়া দরকার অন্য কোন পেশা। এমন পেশা, যাতে সাধারণ পর্যায়ের লোকও খেতে পায়। যেমন ছিল ঐ অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ। তা চলে গিয়েছে সেটা নাগালের বাইরে। গিয়েছে যাক, ঐ রকম আর একটা কিছু যদি জোটে, এবারে আর হেলায় তা হারাবে না ফিলিপ।

চিত্রকর বন্ধু লসন, ক্লাটন, ফ্লানাগ্যান এবং কবি-বন্ধু ক্রনশোর কাছে সে বিদায় নিল। চিত্রকরেরা একবাক্যে নিন্দা করল তার এই পলায়নী মনোবৃত্তির। কিন্তু ক্রনশো তারিফ করল তার সাহসের। "ভুল স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করতে পারা, এটাতেও মানুষের সাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়"—বলল ক্রনশো—"আমি তা পারি নি। নর্দমায় পড়ে মরতে হবে একদিন আমায়।"

BanglaBook.org

ফিলিপ হঠাৎ গিয়ে উদয় হল ব্ল্যাকস্টেবলে। জ্যাঠাইমা যে নেই, এবারে সেটা যেন নতুন করে উপলব্ধি হল তার। সবই আগের মত আছে, নেই কেবল তিনি, সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করত যাঁর অস্তিত্বের শুভ প্রভাব। নেই সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সংসার থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীশ্রী।

জ্যাঠা? এই কয়েকমাসে তিনি বদলে গিয়েছেন অনেক। বুড়ো তিনি অনেকদিন আগেই হয়েছিলেন, কিন্তু এবার ফিলিপ তাঁকে দেখল জড়, অথর্ব, যাজকতার কর্তব্যগুলি নিজে আর তেমন করে উঠতে পারেন না। দিনে দিনে তাঁকে বেশী বেশী নির্ভর করতে হচ্ছে সহকারী যাজকের উপরে।

ফিলিপকে দেখে তিনি অবাক্ হয়েছিলেন প্রথমে। তারপর, সে ছবি আঁকার নেশা ঝেড়ে ফেলে চলে এসেছে শুনে হাসলেন তিক্ত হাসি। "এখন তাহলে?" জিজ্ঞাসা করেই তাকিয়ে রইলেন নীরবে ফিলিপের উত্তরের প্রত্যাশায়।

"ভাবছি পৈতৃক ব্যবসাতেই যাব। ডাক্তারি—" বলল ফিলিপ।

"আগেই বলেছিলাম। যাক, যাবে যাও। কেবল মনে রেখো, যে পাথর ক্রমাগত গড়াচ্ছে, তাতে শ্যাওলা ধরতে পায় না। স্থিতু হয়ে থাকতে হবে যা হোক কোন একটা কাজে। ধৈর্য চাই, অধ্যবসায় চাই। তবেই আসবে সাফল্য। কিন্তু ডাক্তারিতে অন্ততঃ পাঁচটা বৎসর তোমাকে পড়াশুনা করতে হবে। কত খরচা হবে, তত অর্থ তোমার আছে কিনা, হিসেব করে দেখ। তোমার পৈতৃক দুই হাজার পাউণ্ড অক্ষুণ্ণ নেই। কার্টারের অফিসে সেলামী বাবদ তিনশো পাউণ্ড তা থেকে দিতে হয়েছিল। পরে অবশ্য তার অর্ধেকটা ফেরৎ পাওয়া গিয়েছে, আবার জমাও হয়ে গিয়েছে নিক্সনের আফিসে। এখন তা হলে সাড়ে আঠারোশো তহবিল তোমার। এখন তুমি নিজেই তা যথা ইচ্ছা নাড়াচাড়া করতে পার। কারণ একুশ বছর বয়স তোমার হল, এখন তুমি সাবালক।"

চিঠিপত্র লিখে লণ্ডনের সেণ্ট লিউক কলেজ-হাসপাতালের সঙ্গে

BanglaBook.org

সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল ফিলিপ। হিডেলবার্গের ম্যাট্রিক সে। ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা তার আছে। তার উপরে আবার ফিলিপের বাবা-হেনরি কেরী ছিলেন ঐ সেণ্ট লিউকের ছাত্র। সেদিক দিয়ে ও-কলেজের উপরে বিশেষ একটু দাবিও ফিলিপের আছে। পাঁচ বৎসরের পাঠক্রম, তার দরুন কী পরিমাণ ব্যয় হতে পারে, তারও একটা আনুমানিক হিসাব ওরা পাঠিয়েছে। ফিলিপ দেখল, তার যা সম্বল আছে, তাতে সে-ব্যয় ঠিক ঠিক সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, কম পড়বে অন্ততঃ দুইশো পাউণ্ড।

কম পড়বে? সে দেখা যাবে তখন। এখন অনেক দিন ত লেখা-পড়া নিশ্চিন্দিভাবেই করা যাবে। শেষদিকে তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবেই। ভগবান কি আর একটুও দয়া করবেন না?

জ্যাঠার কাছে বিদায় নিল ফিলিপ। তাঁর কাছ থেকে চিঠিও নিল নিক্সনের নামে। সেই চিঠির বলে ফিলিপ এখন সরাসরি লেনদেন করতে পারবে নিক্সনের সঙ্গে। জ্যাঠার হাততোলা মাসোয়ারার প্রতীক্ষা আর তাকে করতে হবে না।

সেণ্ট লিউকে ভর্তি হতে দেরি করল না সে। একটা ফ্ল্যাটও পেয়ে গেল কলেজের খুব কাছে। দু'খানা ঘর আর এক ফালি রান্নার জায়গা তাতে। রান্না অবশ্য সে করবে না। ও জায়গাটা এমনিই পড়ে রইল আপাততঃ।

এবার মাথা ঠিক হয়ে এসেছে ফিলিপের। অসম্ভবের পিছনে আর সে দৌড়োবে না। এই অর্থটার সদ্ব্যবহার করে ডাক্তারিটা পাস করা চাই তার। জীবিকার সংস্থান একটা করা চাই। তা নইলে ক্রনশো যা বলেছিল—নর্দমায় পড়েই মরতে হবে যে একদিন!

দিন কাটে কঠোর পরিশ্রমে। ক্লাসে বসে লেকচার শোনা, রাত জেগে রোগীদের ঘরে ঘরে তদারক করা, মড়া কাটা, কাজ যে কত, তার আর ইয়ত্তা নেই। দেখতে দেখতে বছর কেটে যাচ্ছে। এক, দুই, তিন বছর।

একদিন হেওয়ার্ড এসে হাজির লণ্ডনে। চিঠিপত্রে বরাবর

BanglaBook.org

যোগাযোগ রেখেছে দুই বন্ধু। ছবি আঁকায় ইস্তফা দিয়ে ফিলিপ যখন চলে আসে প্যারি থেকে, হেওয়ার্ড সে-কাজ পছন্দ করে নি। নিজে সে চারুকলার উপাসক। সে-উপাসনায় তাকে এখনও কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় নি কিছু, তাই তার পক্ষেই জোর গলায় উপদেশ দেওয়া সম্ভব যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধককে যে-কোন রকম কষ্ট স্বীকার করবার জন্য তৈরী থাকতে হয়। উপদেশ তার কাছে চায় নি ফিলিপ, অযাচিত উপদেশ যখন দিল হেওয়ার্ড, সে-অনুযায়ী কাজও করল না সে, এতে সাময়িকভাবে একটু ভাটার টান অবশ্য লেগেছিল তাদের বন্ধুত্বে, কিন্তু সদিচ্ছার সাঁতারপানি একেবারে তাতে শুকিয়ে যেতে পারে নি। হঠাৎ এখন লণ্ডনে এসে পড়ল যখন হেওয়ার্ড, তখন প্রাণের বন্ধু হিসাবে ফিলিপকেই ধরল আঁকড়ে।

আর এক বন্ধুও এল লণ্ডনে, সে হল প্যারির চিত্রশিল্পী লসন। ইদানীং এক ধরনের ছবি আঁকাতে কিছু নাম হয়েছিল তার। শৌখিন সমাজের বিলাসিনী মহিলাদের ছবি। নাম হয়েছিল, কিন্তু প্যারিতে নাম-করা পটুয়ার ত ছড়াছড়ি! তাই কঠোর প্রতিযোগিতার বাজার প্যারি ছেড়ে সে চলে এসেছে লণ্ডনে, একটা স্টুডিও খুলে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে দস্তুরমত। ফিলিপের সঙ্গে সে প্রায়ই মিলিত হয় হোটেলে বা অপেরায়। বলতে গেলে হেওয়ার্ডের চাইতে লসনের সঙ্গেই এখন বেশী ঘনিষ্ঠতা ফিলিপের।

সেই ঘনিষ্ঠতা থেকেই মুশকিলে পড়ে গেল ফিলিপ। একদিন লসন এসে বলছে—"ওহে ফিল, ক্রনশো এসেছে যে!"

ক্রনশো? কবি ক্রনশো? তা সে যদি এসেই থাকে, অবাক্ হবার কী আছে? সেও ইংরেজ ত! জন্মভূমিতে ফিরে আসার অধিকার সকলেরই আছে, ফিরে আসার ইচ্ছেও যে মাঝে মাঝে হবে সকলেরই, তাতেও অভাবনীয় কিছু নেই। ফিলিপ দেখা করতে গেল ক্রনশোর সঙ্গে, লসন না কি বড় ব্যস্ত, সে যেতে পারল না।

কিন্তু ক্রনশোর অবস্থা দেখে ত চক্ষুস্থির ফিলিপের। লোকটাকে যতবারই দেখেছে সে প্যারিতে, ততবারই দেখেছে অসুস্থ। এবারে

BanglaBook.org

দেখছে, সেই অসুস্থতার চরম অবস্থা। চিকিৎসা? প্যারিতেও কোন দিন ডাক্তার ডাকে নি ক্রনশো, এখানেও ডাকছে না। যদিও অবস্থা এখন চরম, তবুও ডাকছে না। কারণ অবশ্যই অর্থাভাব।

অভাগা কবি যে মরতে বসেছে, তা সেও জানে, যে তাকে দেখছে, সেই তা জেনেও যাচ্ছে। লসনও জেনে গিয়েছে, জানার পরে আর আসে নি। ফিলিপও জানল, কিন্তু দুটো মিষ্টি কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়তে তার বিবেকে বাধল। একটা অতি নোংরা বস্তিতে এসে উঠেছে ক্রনশো। দুবেলা খাবার জুটছে না নিয়মিত, এমনও সন্দেহ হল ফিলিপের। এ-অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে চলে যাওয়া কি মানুষের কাজ হবে? ক্রনশোকে সে বলল—"কবি, তুমি আমার সঙ্গে চল। ফ্ল্যাটে দু'খানা ঘর আমার, একখানাতে তোমাকে অনায়াসে রাখতে পারি, যতদিন খুসী।"

যাবে না, যাবে না করেও শেষ পর্যন্ত ক্রনশো গেল ফিলিপের সঙ্গে। এক ধাক্কায় খরচ অনেক বেড়ে গেল ফিলিপের। খাওয়ানো, চিকিৎসা করা, শুশ্রূষার জন্য একটা নার্স বহাল করা। দেদার খরচ। দিতে হবে! ফিলিপকেই হবে দিতে। নইলে কে আর দিচ্ছে? একজন কাউকে দিতে ত হবেই! ভগবানের রাজ্যে অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় ত আর মরতে পারে না একটা লোক!

কেন লণ্ডনে এল রুগ্ন ক্রনশো, তা একদিন জানতে পারল ফিলিপ, ওর বিছানাতে ছাপাখানার এক গাদা প্রুফ দেখে। এতকাল চেষ্টার পরে লণ্ডনের এক প্রকাশক রাজী হয়েছে ওর একখানা কবিতার বই ছাপতে। আরম্ভও হয়েছে ছাপার কাজ। তারই প্রুফ দেখবার জন্য ক্রনশো চলে এসেছে প্যারি থেকে লণ্ডনে। না এলে যে চলতই না, এমন কিছু নয়। তবে ছাপাটা নির্ভুল করতে হলে, লেখকের নিজেরই দেখা দরকার প্রুফ। তাই বইখানাতে যাতে ভুলভ্রান্তি না থাকে, সেইজন্যই—

বস্তিতে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকলে দুই হপ্তার ভিতরেই হয়ত মারা যেত হতভাগ্য কবি, ফিলিপ তাকে নিজের বাড়িতে এনে যত্ন-

BanglaBook.org

আত্তি করছে বলে সে বেঁচে রইল দুই মাস। তার পরে সে যখন মারা গেল একদিন, তখনও তার সে বই ছেপে বেরোয় নি।

যখন বেরুলো, প্রকাশক তার ভূমিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছেপে দিলেন কবির কাব্য-প্রতিভার। কিন্তু তার পাওনা গণ্ডা বাবদ দিলেন না এক পেনিও। অপরিচিত কবি, বই বিক্রি হবে যে, তার নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় আগাম খরচা প্রকাশক কী করে করেন? এমনিতেই কাগজের দামে, ছাপানোর খরচে যথেষ্ট ব্যয় হয়ে গিয়েছে তাঁর।

অবশ্য ফিলিপ যখন ক্রনশোকে নিজের কাছে এনেছিল, তখন তার যন্ত্রস্থ কাব্যের কথা কিছুই জানত না। কাজেই তার খরচ-খরচাগুলো কোন প্রকাশক বা অপর কারও কাছ থেকে উশুল হবে, এমন কল্পনা সে করে নি। গেল যা, তা গেলই। সৎকাজে ব্যয় হল, এটাই সান্ত্বনা। সান্ত্বনা বটে। কিন্তু তার যা তহবিল, তা তার নিজের প্রয়োজনের তুলনাতেই অপ্রচুর ছিল। তা থেকে এই যে অর্থটা সে ব্যয় করে ফেলল, তা পূরণ কী করে হবে? আর পূরণ যদি না করা যায়, ডাক্তারি পড়া মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যাবে অনিবার্যভাবেই। না, মাঝপথে ঠিক নয়, পথের বারো আনা আন্দাজ অতিক্রম করার পর। অর্থাৎ শেষ বছরটা চালাবার মত পয়সা আর তার হাতে থাকবে না।

তবে শেষ বছর আসতে এখনও তার দেরি আছে এক বছর। অর্থাৎ তিন বছর পেরিয়ে চতুর্থ বৎসর চলছে ফিলিপের এই সেন্ট লিউকে। এ বছরটা সে নিশ্চিন্ত। তবে চোখ-কান সে খোলা রাখবে। কিছু রোজগারের সুযোগ দেখতে পেলে তা কখনও ছেড়ে দেবে না ও। বেশী নয়, তিনশো পাউণ্ড যদি আকাশ থেকে ঝনঝন করে পড়ে তার মাথায়, বা মাটি ফুঁড়ে ওঠে তার পায়ের কাছে, তা হলেই তার আর মুশকিল থাকে না কিছু। ড্যাং-ড্যাং করে সে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারে ডাক্তারি পড়ার সীমান্ত পেরিয়ে।

দেখা যাক কী হয়। হবেই একটা কিছু। ভগবান কি আর পথেই বসাবেন তাকে?

BanglaBook.org

এই চতুর্থ বৎসরটা হাতে আছে। আর এই বৎসরেই ঘটনা ঘটতে লাগল নানা রকম। কতক তার আশেপাশে, কতক বা তাকে কেন্দ্র করেই।

তাকে কেন্দ্র করে ঘটল দুটো ঘটনা। এক, সেণ্ট লিউকের প্রধান অস্ত্রচিকিৎসক জেকব তাকে বললেন—"ওহে কেরী, তোমার যদি মত হয়, তোমার ঐ মোচড়ানো পায়ে আমি অস্ত্র করি। ঠিক স্বাভাবিক অবশ্য করে দিতে পারব না, তবে এটুকু অন্ততঃ হবে যে, জুতো পরলে কেউ আর হঠাৎ বুঝতে পারবে না যে কোন খুঁত আছে পায়ে।"

ফিলিপ বলল—"খুব ছেলেবেলায় একবার ত হয়েছিল অস্ত্র—"

জেকব জবাব দিলেন—"তখন আর এখন? এই বিশ বৎসরে চিকিৎসা বিজ্ঞান এগিয়ে গিয়েছে কত! তুমি আমার উপর বিশ্বাস করেই দেখ না!"

হল অস্ত্রোপচার। তিন হপ্তা পরে ফিলিপ যখন হাসপাতালের বেড ছেড়ে বাইরে এল, তখন তার পায়ে নতুন জুতো, প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই সে হাঁটছে। মোচড়ানো' ভাবটা এত কমে গিয়েছে যে আগে থাকতে যার জানা নেই, সে সন্দেহই করতে পারবে না যে কোন গলদ আছে পায়ে।

ভগবানকে ধন্যবাদ দিল ফিলিপ। মাসের পর মাস প্রার্থনা করেও যে খুঁত সারানো যায় নি ছেলেবেলায়, তা আজ সেরে গেল সাধারণ মানুষ জেকবের ছুরির এক পোঁচে। ধন্যবাদ সে জেকবকেও দিল, ভগবানকেও দিল। একজনকে দিল কর্তব্যবোধে, আর একজনকে দিল মজ্জাগত সংস্কারের বশে।

দ্বিতীয় ঘটনা যা ঘটল তাকে কেন্দ্র করে, তা হল একটা নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক, নাম থর্প এ্যাথেলনি, পেশায় সাংবাদিক। বয়স পঞ্চাশের কমই হবে। খারাপ রকমের জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। ডাক্তারেরা বলেছেন, সারতে সময় লাগবে।

সাংবাদিক? আলাপ একটু জমে উঠতেই ফিলিপ জানতে পারল

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের কাজ হ'ল কয়েকটা সওদাগরী কোম্পানির তরফ থেকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপানো। বিজ্ঞাপনের বয়ানগুলি নিজেই রচনা করে থাকেন, কাজেই লেখক বলে পরিচয় দেবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে ওঁর। সাংবাদিক না বলে লেখক বলতেন যদি নিজেকে, সত্যের অপলাপ করছেন এমন কথা বলতে পারত না কেউ।

প্রতিদিনই ঐ ওয়ার্ডে আসতে হয় ফিলিপের। এ্যাথেলনি আছেনই। ফিলিপকে কাছে বসিয়ে কত যে গল্প তাঁর! ভদ্রলোকের জানাশোনাও আছে বিলক্ষণ, কথা বলার ঢংটিও বিলক্ষণ স্বচ্ছন্দ ও সরস। ভাষাও জানেন বেশ কয়েকটা, তার মধ্যে স্পেনিশ ভাষার নামই সকলের আগে করতে হয়। উনি ছিলেন স্পেনে অনেকদিন। স্পেনিশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির গোঁড়া ভক্ত একজন।

প্রায় তিন মাস ভদ্রলোক রইলেন হাসপাতালে। তারপর বাড়ি চলে গেলেন আরোগ্যলাভ করে। যাওয়ার সময়ে ফিলিপকে হাত ধরে অনুরোধ করে গেলেন, প্রতি রবিবার তাঁর বাড়িতে তার যেতেই হবে, থাকতেই হবে সারা দিন। সে অনুরোধে আন্তরিকতা এতখানি ফুটে উঠেছিল সেই মুহূর্তে, ফিলিপকে স্বীকার করতেই হল, যাবে সে।

এখন আশপাশের ঘটনায় গাসা যাক। হেওয়ার্ড রয়েছে লণ্ডনে, তার সঙ্গে ফিলিপের প্রায়ই দেখা হয়। সে একদিন আলাপ করিয়ে দিল জনৈক ম্যাক-অ্যালিস্টারের সঙ্গে। সে শেয়ার বাজারের দালাল।

হেওয়ার্ডই জানিয়ে দিল ম্যাক-এ্যালিস্টার মানুষকে রাতারাতি বড় মানুষ করে দিতে পারে। কোন শেয়ারের দাম আজ কম আছে, কালই বেড়ে যাবে, ও যেন কোন মন্ত্র-তন্ত্রের গুণে আগে থেকেই জানতে পারে। পারে যখন, তখন দাঁও পিটবে না কেন? কম দামে কিনে বেশী দামে বেচে দিচ্ছে, নিজে ত দেদার পয়সা এভাবে করেছেই, বন্ধুবান্ধবকেও মবলগ মুনাফা করিয়ে দিয়েছে এই ভাবেই। হেওয়ার্ডকেও দিয়েছে, লসনকেও দিয়েছে। এই ত তিন দিন আগেই পঞ্চাশ পাউণ্ড করে ওরা দুজন পেয়ে গেল মৌফতে। হেওয়ার্ডের অবশ্য

BanglaBook.org

নিজেরই অর্থ আছে, লসনও ধারকর্জ করে তিনশো পাউণ্ড এনে দিয়েছিল ম্যাক-অ্যালিস্টারের হাতে, সেই তিনশো পাউণ্ডেরই লভ্যাংশ ঐ পঞ্চাশ পাউণ্ড মাত্র তিন দিনে।

আফশোস করে ফিলিপ বলল—"আমাকে একবার বললে না হেওয়ার্ড? আমারও যে কিছু বাড়তি পয়সা না কামাতে পারলে নয়। ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত যুঝতেই পারব না যে!"

ম্যাক-অ্যালিস্টারই আশ্বাস দিল তাকে—"জানা রইল তোমার কথা। এবার যখন দাঁও মিলবে, তোমায়ও নেব সাথে।"

দিন পনেরোর মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেল বুয়র যুদ্ধ। তারপর ক্রমাগতই হারছে ইংরেজরা। দক্ষিণ আফ্রিকার সব ইংরেজ কোম্পানিরই শেয়ার বিকোতে লাগল জলের দামে। ম্যাক-অ্যালিস্টার ছুটে এসে বলল—"এই দাঁও। যে যা পার দাও, এখন কিনে ঘরে তুলি শেয়ার, বুয়রেরা যেদিন হারতে শুরু করবে, সেদিনই দাম বেড়ে যাবে চড়চড় করে। লর্ড রবার্টস যাচ্ছেন ত যুদ্ধের ভার নিয়ে। আর দেখতে হবে না। ডবল মুনাফা নিশ্চিত।"

লসন সেদিন লণ্ডনের বাইরে। হেওয়ার্ড আর ফিলিপ যে যা পারল, দিল। ফিলিপের তহবিলে মাত্রই চারশো পাউণ্ড তখন আছে নিক্সনের জিম্মায়, সে সমস্ত অর্থটাই চেয়ে নিয়ে এল। চারশোতে আটশো যদি আসে, ফিলিপ নিশ্চিন্ত। ডাক্তারির শেষ পর্যন্ত চোখ বুজে সে যুঝতে পারবে। শেয়ার কিনে ফেলেছে ম্যাক-অ্যালিস্টার। কিন্তু বুয়রেরাও ল'ড়ে চলেছে। তাদের সেনাপতি ক্রুঞ্জি করলেন আত্মসমর্পণ, তবু লড়ে চলেছে তারা। যুদ্ধের পরে যুদ্ধে তারা হেরে যাচ্ছে—মেগার্সফণ্টেন, কোলেঞ্জো, স্পায়ন কপ। তবু যুদ্ধের সাধ মেটে না তাদের। গুজব ছড়িয়ে পড়ছে সারা ইংলণ্ডে, একটা বুয়র জ্যান্ত থাকতে এ-যুদ্ধ থামবে না।

ইংলণ্ড কী করবে তাহলে? যুদ্ধে জিতবার জন্য গোটা বুয়র জাতিটাকেই করবে ধ্বংস? ইতিহাস তাহলে ইংলণ্ডের মুখে চুনকালি লেপে দেবে না?

BanglaBook.org

জল্পনাতেই দিন যায়। ফিলিপ তাগাদা দেয় ম্যাক-অ্যালিস্টারকে—"বেচে দাও, বেচে দাও"।

ম্যাক-অ্যালিস্টার বলে—"কাকে বেচব? বাজারে খদ্দের নেই।"

"কবে হবে খদ্দের?"

"কোন দিনই হবে না, যদি না পরাজয় স্বীকার করে বুয়রেরা, যদি না আবার ইংরেজের দাসত্ব মেনে নিতে রাজী হয়। কিন্তু তা কি তারা রাজী হবে কোন দিন?"

"চারশো পাউণ্ড গেল তাহ'লে?"—খলখল ক'রে হেসে উঠল ফিলিপ।

"তুমি হাসছ?"—ম্যাক-অ্যালিস্টার অবাক্ হয়ে যায়।

"কেঁদে লাভ আছে নাকি কিছু? বাজির ব্যাপার, হারজিত দুইই হতে পারে। বরাত মন্দ, হার হয়ে গেল। উপায় কী?"—বলল ফিলিপ।

হেওয়ার্ড তখন ইংলণ্ডেই নেই। সে কেপটাউনে চলে গিয়েছে, লড়াইয়ের ভলান্টিয়ার হয়ে।

এগারো

মাত্র সাত পাউণ্ড ফিলিপের পকেটে সেদিন।

আরও প্রায় দেড় বছর তাকে পড়তে হবে ডাক্তারি। কেমন করে হবে?

একটা জিনিস নিশ্চিত। পড়া আর হতে পারে না। হায়রে অদৃষ্ট!

আজ মনে পড়ে। হেলায় হারিয়েছে স্বর্ণসুযোগ। কিংস স্কুলের পড়া যদি সে না ছাড়ত, অক্সফোর্ডে গিয়ে আজ সে সুপ্রতিষ্ঠিত যাজক হতে পারত। কত সম্মান! কী মোটা মাইনে! উন্নতি করবার কত পথ খোলা থাকত সামনে।

BanglaBook.org

তারপর কার্টারের আফিস। যদি লেগে থাকত, কবেই চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে বেরুতে পারত। কত মোটা মাইনে! বাড়ি হত, গাড়ি হত, উন্নতি করবার নানা পথ খোলা থাকত সে-লাইনেও।

কথায় বলে—সুযোগ একবারের বেশী দুই বার আসে না কারও জীবনে। ফিলিপের কিন্তু এসেছিল দুইবার। দুইবার সে পায়ে ঠেলে দিয়েছে সে-সুযোগ। ভাগ্যলক্ষ্মী তাই বিরূপা হয়েছেন তার উপরে। ম্যাক-অ্যালিস্টার বেশে তার সমুখে দেখা দিয়ে তার ডাক্তারি পড়ার সম্বলটুকু নিয়ে গিয়েছেন বঞ্চনা করে। তৃতীয় সুযোগটাকে সে স্বেচ্ছায় নষ্ট করত না কখনো, হয়ে গেল নষ্ট মতিভ্রংশের দরুন। জীবনে সাফল্যলাভের সব আশা ঐ মিলিয়ে গেল, সুপ্তিভঙ্গে সুখস্বপ্নের মত!

অনেক ভেবে, অনেক দ্বিধার পরে সে জ্যেঠাকে একটা চিঠি লিখল। "সম্বল ফুরিয়ে গিয়েছে। আপনি যদি শো-পাঁচেক পাউণ্ড ধার দেন, তবেই আমি ডাক্তারিটা পাস করতে পারি।"

যথাসময়ে উত্তর এলো চিঠির। জ্যেঠা দুঃখিত, কিন্তু ধার দিতে অপারগ। একে ত বেশী অর্থ তাঁর নেই, নিজে খুবই অসুস্থ, যা কিছু আছে, তা নিজেরই চিকিৎসার জন্য হাতে রাখা তাঁর দরকার। তা ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তাঁর থাকলেও তিনি তা ফিলিপকে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করতেন কিনা সন্দেহ আছে। কারণ ফিলিপ অব্যবস্থিতচিত্ত, সে কবে কোন্‌টা ছাড়বে, কবে কোন্‌টা ধরবে, আগে থাকতে কেউ তা বুঝতে পারে না, ইত্যাদি।

ফিলিপের শেষ সম্বল সেই সাত পাউণ্ডও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাড়িওয়ালীকে ভাড়া দিতে পারে নি তিন সপ্তাহ, সে কড়া কথা শোনাতে শুরু করেছে। হেওয়ার্ড নেই লণ্ডনে। লসন আছে। একদিন গিয়ে তার কাছে কিছু ধার চাইল লজ্জার মাথা খেয়ে।

লসন পকেটে হাত দিয়ে টেনে বার করল যা কিছু ছিল পকেটে। সাকুল্যে আট শিলিং। ফিলিপ জোর করে হাসি টেনে আনল মুখে—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই আমায় পাঁচটা শিলিং দিয়ে দে উপস্থিত, তাইতেই চালিয়ে নেব।"

BanglaBook.org

পাঁচ শিলিং পকেটে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ফিলিপ। রাস্তাই এখন তার ঘরবাড়ি। ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার আর উপায় নেই। আজই ভাড়া মিটিয়ে দেবার কথা আছে। পুরো চার হপ্তার ভাড়া একসঙ্গে। সাড়ে তিন পাউণ্ড। সাড়ে তিন পাউণ্ড! আজ যেন সাড়ে তিন পাউণ্ডই অনেক অর্থ তার কাছে। হবেই ত! পকেটে যে রেস্ত মাত্র পাঁচ শিলিং।

না, রিক্ত হস্তে বাড়িওয়ালীর সমুখে গিয়ে দাঁড়াবার, আবার কিছু সময় চাইবার, মুখই তার নেই। বহুবার সময় দিয়েছে স্ত্রীলোকটি। ভদ্রভাবেই দিয়েছে গোড়ার দিকে, শেষ দিকে দিয়েছে শাণিত ভাষায়। পরশু বলে গেল—"ঘরের আসবাবও ত কিছু নেই দেখছি। সব বেচে খেয়েছ? হল কী তোমার? বেশ ত চলছিল, এমন রাহুর গ্রাসে পড়লে কেন?"

কেন পড়ল, কেমন করে পড়ল, তা আর বলে কী হবে বাড়ি-ওয়ালীকে! কিছুই বলে নি। তারপরে অন্য কোন জিনিসও আর ঘর থেকে বার করে নিয়ে যায় নি বেচবার জন্য। ঘরে যে আসবাব কিছু নেই, তা লক্ষ্য করেছে স্ত্রীলোকটা। এবার একখানা বই বা একটা শার্টও যদি ফিলিপের হাতে দেখে তার বেরুবার সময়, নির্ঘাত কেড়ে রেখে দেবে। সে ত একমাসের ভাড়া ঐ সব থেকেই উশুল করতে চায়!

ফ্ল্যাটে ফেরার উপায় নেই। যায় কোথায়? রাত কাটাতে হবে। ভরসার মধ্যে এই যে সময়টা গরমের, মেঘ বৃষ্টি বরফের উৎপাত নেই। টেমস নদীর বাঁধ দূরে নয়, ওর উপরে গিয়ে শুয়ে থাকা যেতে পারে। পুলিস অবশ্য তাড়া করবে দেখতে পেলে, কিন্তু একটু সজাগ হয়ে ঘুমোলেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব পুলিসকে। ওদের ভারী বুটের আওয়াজ ত রাত্রির নিঃশব্দতার ভিতর সহজেই কানে লাগে কিনা।

এক পেয়ালা চা, দুই চিলতে রুটি। তাই খেয়ে ডিনার শেষ করল ফিলিপ। আজ কয়েকদিনই এই রকম চলেছে। তারপর সে হাঁটল বাঁধের দিকে।

BanglaBook.org

কলেজ? দুই দিন থেকেই সে গরহাজির। পেটে ক্ষিধে নিয়ে ডিউটি করা যায় না। খাটুনি ত কম নয় ওতে! তারপর ধরা পড়ার ভয়! প্রোফেসরেরা, সতীর্থ বা সহকর্মীরা,এমন কি রোগীরাও! যে চাইবে মুখের দিকে, সেই ত ধরে ফেলবে যে এই হবু ডাক্তারটা তিন দিন অনাহারে আছে! ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা!

আর কলেজে গিয়ে হবেই বা কী! পড়া যখন বন্ধ করতেই হবে, তখন আজই হোক না! বলে-কয়ে আসা? কী দরকার? না বলে-কয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া, ও কর্ম ফিলিপই যে আজ প্রথম করছে, তা ত নয়।

গেল না কলেজে। পথে পথে ঘোরে, পার্কে পার্কে বিশ্রাম করে, রাতের বেলা যায় বাঁধে ঘুমোবার জন্য। পাঁচ শিলিং নিয়ে পথে নেমেছিল, সেটা ফুরোলো। কাল আর এক পেয়ালা চা, দুই পিস রুটিও জুটবে না। এক কাজ করলে হয়। রাতে বাঁধ থেকে চুপি চুপি নেমে পড়া যায় টেমস-এর জলে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত অভাগারা কেউ কেউ যে ও-কাজ না করে, তা নয়

বাঁধে শুয়ে শুয়ে সেই কাজটিই করবার জন্য মন বাঁধছে ফিলিপ, হঠাৎ তার মনে পড়ল—কাল ত রবিবার!

রবিবার। এই দিন ফিলিপের বাঁধা নিমন্ত্রণ অ্যাথেলনিদের বাড়িতে। বরাবর ফিলিপ গিয়েছে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রতি রবিবারেই গিয়েছে। না গেলে অ্যাথেলনি ছুটে এসেছে তার ফ্লাটে, অনুযোগ করেছে নানা রকমে, ধরে নিয়ে গিয়েছে বেবারে কাজের ক্ষতি করিয়ে। আঃ, তাকে দেখলে অ্যাথেলনির ছেলেমেয়েগুলো কী আনন্দই যে করতে থাকে। বাচ্চাগুলো ত তার কোল থেকেই নামতে চায় না। বড় ভাল পরিবারটি। ফিলিপকে ওরা আপন করে নিয়েছে একেবারে।

বরাবর যায় ফিলিপ, যায় নি কেবল গত রবিবার। মন ছিল অস্থির! গেলেই বেফাঁস মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে বর্তমান দুর্গতির কথা, এই আশঙ্কাতেই যায় নি। গেলেই সারাদিনে তিনবার

BanglaBook.org

ভরপেট উপাদেয় খাবার খেতে পারত, মিসেস অ্যাথেলনির নিজের হাতে রান্না, তা জেনেশুনেও যায় নি। ঐ ধরা পড়ার ভয়ে।

কিন্তু এ-রবিবার? "হৃদয় যখন করেছি পণ, সরমের ধার আর কী ধারি?" মরাই যখন ঠিক করা গিয়েছে, পারলই বা তারা বুঝতে। শেষবারের মত একবার দেখে আসা যাক ওদের। বড় ভাল ওরা। অহেতুক ভালবাসা ওদের ফিলিপের উপরে। ছেলে বুড়ো সবাইয়ের। বহু ভাগ্যে এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাওয়া যায় এই স্বার্থসর্বস্ব দুনিয়ায়।

পরদিন সকালে সাধারণ স্নানাগারেই মুখ মাথা ভাল করে ধুয়ে ফিলিপ গিয়ে কড়া নাড়ল বহু দূরের সেই অ্যাথেলনিদের বাড়িতে। অমনি সশব্দে দরোজা খুলে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হুড়মুড় করে এসে চেপে ধরল ফিলিপকে। কাকা ফিলিপ কখন আসেন, কখন আসেন— ওরা উপর থেকেই লক্ষ্য রাখছিল গলির দিকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বয়স্ক পুরুষদের একটু নিরিবিলি বসাই রীতি, বীয়ার এবং সিগার সেবনের জন্য। সেই অনুযায়ী মিসেস অ্যাথেলনি এক সময় উঠে গেলেন টেবিল থেকে। ছেলেমেয়েরা অনুগমন করল তাঁর। তখন অ্যাথেলনিও উঠলেন একবারটি, দরোজাটাতে আগল বন্ধ করে এসে বসলেন ফিলিপের মুখোমুখি, চুপিচুপি বললেন—"বল এইবার।"

"কী বলব?"—বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল ফিলিপের। অ্যাথেলনি কিছু সন্দেহ করেছে নিশ্চয়। কিন্তু ঠিক কতখানি সন্দেহ করেছে?

অ্যাথেলনি বললেন—"গত রবিবার তুমি এলে না দেখে সোমবার আমি গিয়েছিলাম তোমার ফ্ল্যাটে। বাড়িওয়ালী সবই বলল আমায়। ছিঃ ছিঃ, তুমি আমাকে ঘুণাক্ষরে জানতে দাও নি এসব?"

"কী করে জানাব? তুমি ত আর রথশাইল্ড নও! দিন আনা, দিন খাওয়া তোমারও।" এ ছাড়া আর কী জবাব দেওয়া যায়, ভেবে পেলো না ফিলিপ।

BanglaBook.org

"হোক না দিন আনা দিন খাওয়া। আনছি ত, খাচ্ছি ত! আমাদের এক ডজন পেটের সঙ্গে তোমারও একটা পেট কি চলে যেত না? তার চেয়ে বড় কথা হল, আমরা একটা আশ্রয়ের মধ্যে আছি, তোমারও সেখানে একটু ঠাঁই অক্লেশে হয়ে যেত, আহ্লাদ করে ঠাঁই দিতাম আমরা, এ-কথাটা ভাল রকম জেনেও তুমি পথে পথে ঘুরে কষ্ট পেয়েছ। একটা জিনিসই এতে প্রমাণ হয়, সেটা এই যে তুমি আমাদের আপন বলে গ্রহণ করতে পার নি, আমাদের এত ভালবাসা সত্ত্বেও।"

এমন আন্তরিকতার সঙ্গে, এত আবেগ দিয়ে কথাগুলো বললেন অ্যাথেলনি যে জবাব দিতে না পেরে ফিলিপ নির্বাক্ হয়ে রইল। তারপর অ্যাথেলনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সমস্ত কথা শুনে নিলেন, এবং সব-শেষে বললেন—"ঠিক আছে। ভাবনার কিছু নেই। পুরুষের দশ দশা। না খেয়ে পথে পথে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমারও আছে। এমন কিছু নৈরাশ্যজনক ব্যাপার ওটা নয়। যা হোক, আজ থেকে এ-বাড়িই তোমারও বাড়ি হল। যতদিন কাজকর্ম একটা না পাও, ততদিন এখানেই থাকবে তুমি।"

বাইরে তখন কড়কড় করে মেঘ ডাকছে। গ্রীষ্ম চলে গেল, ও-মেঘ হেমন্তের অগ্রদূত। ফিলিপ ভাবছে—আজকের রাতে পথে থাকতে হলে কী দুর্দশাই হত।

আপাততঃ আশ্রয় জুটেছে, দুটো দুটো খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু এ-আশ্রয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, এ-খাওয়া ভিক্ষান্ন ভোজনেরই একটু ভদ্র সংস্করণ মাত্র। যত শীঘ্র সম্ভব, এখান থেকে বেরুনো দরকার। যত শীঘ্র সম্ভব। তার মানে একটা চাকরি পেলেই। তা সে চাকরি যত তুচ্ছই হোক। দুটো দুটো খেতে যদি পায়, রাতের বেলা একটা যেমন তেমন ছাদের নীচে যদি মাথা গুঁজতে পায়, তা হলেই উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সে খাটতে রাজী এখন।

কোথায় গেল উচ্চাশা, কোথায় গেল শিল্পানুরাগ, আজ উদরান্নের জন্য হাহাকার করেই তার দিন কাটে। মাঝে মাঝে নিজেকে চাবুক

BanglaBook.org

মারতে চায় ফিলিপ। হব না যাজক! হব না অ্যাকাউন্ট্যান্ট! কেমন সাজা হয়েছে তার! যেমন কুকুর, তেমন মুগুর! প্রকৃতির প্রতিশোধ নিক্তির মাপে! বেশ হয়েছে!

মেলে না চাকরি। যেখানেই আবেদন করে কর্মখালির সন্ধান পেয়ে, সেখানেই শুনতে পায় এক কথা—অভিজ্ঞতা চাই। অনভিজ্ঞ লোক কেউ নেবে না, পণ করেই বসে আছে যেন। চাকরি জোটানো যে কেমন করে সম্ভব এ-বাজারে, তা বুঝতে পারে না ফিলিপ।

অবশেষে অত্যন্ত কিন্তুভাবে অ্যাথেলনি একদিন বললেন—"একটা কাজ তুমি পেতে পার, কিন্তু এত ছোট কাজ সেটা যে আমি তার কথা তোমাকে বলতেই সংকোচবোধ করেছি এতদিন। তুমি দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছ বলেই কথাটা তুলছি আজ, কিন্তু নিজে আমি চাই না যে একাজ তুমি নাও।"

অ্যাথেলনি যে কতকগুলি সওদাগরী কোম্পানির প্রেস এজেন্ট. তা ত ফিলিপ জানেই। সেই একটা কোম্পানি, লীন অ্যাণ্ড সেডলী, পোশাকের ব্যবসা তাদের। বিরাট বিভাগীয় বিপণি। শত শত লোক খাটে, নারী ও পুরুষ, বালিকা ও বালক। সেখানকার অনেক লোক বুয়র যুদ্ধে গিয়েছে, এখনও যাচ্ছে। কাজেই কাজ খালি আছে, আরও খালি হবে। ফিলিপ যদি চায়, অ্যাথেলনির এক কথাতেই একটা কাজ তার হয়ে যেতে পারে সেখানে।

ফিলিপ ত একপায়ে খাড়া।

অ্যাথেলনি করুণ হাসি হেসে বললেন—"আজ আমি ম্যানেজারকে বলে আসি তোমার কথা। তুমি কাল গিয়ে দেখা করো।"

চাকরি সত্যি সত্যই হল। দুরন্ত খাটুনির চাকরি। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা। খেতে দেবে কোম্পানি, থাকার জায়গা দেবে কোম্পানি, আর মাইনে দেবে।

হপ্তায় ছয় শিলিং দেবে মাইনে ব'লে। আফিস থেকে ঢের দূরে শোবার জায়গা, খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য দোকান বাড়িরই ভিতরে। খাওয়া সাদা-সিধে, রুটি মাখন আর ঝোল। কিন্তু পরিমাণে প্রচুর।

BanglaBook.org

সেদিক দিয়ে কারও অভিযোগ নেই। ছয় শিলিং যাদের মাইনে, তাদের মাংস খেতে দিত যদি, সেটাই হত আশ্চর্য। না, খাওয়া নিয়ে নালিশ কেউ করে না, কিন্তু শোয়ার ব্যবস্থা নিয়ে গজ গজ করে সবাই। একটা লম্বা ঘরে বারো জন থাকে। সারি সারি বারোটা খাটিয়া। বারো জনের জন্য একটা বেসিন মুখ ধোবার। কেলেঙ্কারি।

কাজ? ফিলিপের কাজ হল দোকান বাড়ির চার নম্বর সিঁড়িতে তেতলার চাতালে দাঁড়িয়ে থাকা। তেতলায় বিভাগ হল পাঁচটা। মোজা, গেঞ্জি, দস্তানা, পুরুষালি টুপি, মেয়েলি টুপি। খদ্দেররা নীচে থেকে উঠে আসছেন। কাজ হল, কে কোন্ বিভাগে যেতে চান জেনে নিয়ে তাঁকে পথ বাৎলে দেওয়া। ব্যস্, আর কিছু না। "ডাইনের দুই নম্বর দরোজার পরে বাঁয়ে ঘুরবেন, সেদিককার তিন নম্বর দরোজা মাদাম" কিংবা "বাঁয়ের চার নম্বর দরোজার পরে ডাইনে ঘুরবেন, সেদিককার শেষ দরোজা স্যার"—ইত্যাকার ব্যাপার।

ঘণ্টা দুই এই কর্ম করবার পরে ফিলিপের কানের ভিতর বোঁ-বোঁ শব্দ হতে থাকে, দু-খানা পা শক্ত হয়ে যায় পাথরের মত, খোঁড়া পা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যদিও, তার পাতা ফুলে যেন বালিশ হয়ে যায় একটা। তবু ফিলিপ মনে মনে বলে, "যাক বালিশ হয়ে। এই চাকরির কল্যাণেই ত অ্যাথেলনির কাঁধ থেকে নেমে আসতে পেরেছি! ভগবান করুন, এই ছয় শিলিংয়ের নোকরি যেন আমার বজায় থাকে।"

রাত আটটায় দোকান বন্ধ হয়, রাত এগারোটায় রাত্রিবাসের ডেরায় বন্ধ হয় সদর দরোজা। মাঝের এই তিন ঘণ্টায় ওরা বেড়িয়ে চেড়িয়ে নেয় একটু, ফিলিপ আর তার সহবাসিন্দারা। ফিলিপ মাঝে মাঝে যায় সেন্ট লিউক কলেজের দিকে। কী এক দুর্বোধ্য আকর্ষণে ও বাড়িটা তাকে এখনও টানে। ও আসে, পিছনের কোন দরোজা দিয়ে বাড়িটাতে ঢুকে পড়ে, ক্লাসঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে। অত রাত্রে চেনা লোকের সমুখে পড়ার সম্ভাবনা কম, আর সে চলাফেরাও করে সাবধানে, টুপি দিয়ে মুখের উপর দিকটা যথাসম্ভব ঢেকেঢুকে।

ওখানে গেলে চিঠির বাক্সটা একবার দেখে। কী জানি কলেজের

BanglaBook.org

ঠিকানায় কেউ তাকে যদি লিখেই থাকে একখানা চিঠি। অবশ্য জানে যে চিঠি লিখবার লোক কেউ নেই তার দুনিয়ায়। তবু যদি স্যাৎ—

দেখতে হয়, দেখে। কোন দিনই নিজের নামের কোন চিঠি দেখতে পায় না। কিন্তু হঠাৎই একদিন—

বাপরে! যুদ্ধবিভাগের ছাপানো খামে চিঠি যে! কী ব্যাপার! খুলতেই তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। হেওয়ার্ড মারা গিয়েছে। সাধারণ রং-রুট হয়ে সে বুয়র যুদ্ধে গিয়েছিল, মরার সময়ে হাসপাতালের কর্তাদের বলে গিয়েছে—পৃথিবীতে কেউ নেই তার, একটি মাত্র বন্ধু ছাড়া, সেই বন্ধুকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়। ফিলিপ কেরী সে বন্ধুর নাম। সেণ্ট লিউক মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সে।

ফিলিপ ভাবল, সেই হেওয়ার্ড। পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যাবে বলে আশা ছিল যার। সে মারা গেল যুদ্ধে, অত্যন্ত সাধারণ সৈনিক হিসেবে ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে, কোন কীর্তি না রেখে, কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিয়ে। সে-অবস্থায় ফিলিপের মত প্রতিভাহীন নগণ্য লোক যদি ছয় শিলিংয়ের বেয়ারাগিরি করতে করতেই মারা যায়, তাতে নালিশের কী আছে?

এর কয়েকদিন পরে হঠাৎ লসনের সঙ্গে দেখা। রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল আচমকা, লসনের দিন ভালই চলছে মনে হল। পোশাকে এবং মুখে, দুটোতেই চাকচিক্য চোখে পড়ে। "পড়াশুনা কেমন চলছে হে? ডাক্তার হওয়ার আর দেরি কত?"—সে জিজ্ঞাসা করল অকারণ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। আন্তরিকতা যখন ক'মে আসে, উচ্ছ্বাস তখন বেশী দেখাতে হয়।

ফিলিপ বলল—"ডাক্তারি ত পড়ছি না আর।"

"সে কী"—লসন আকাশ থেকে পড়ল একেবারে।

"কী করে পড়ব? পয়সা-কড়ি সব মারা গেল ম্যাক-অ্যালিস্টারের বোকামিতে, বিনা পয়সায় ত আর ডাক্তারি পড়া যায় না। ভাল কথা, তোমার কাছ থেকে পাঁচ শিলিং ধার নিয়েছিলাম, তার পরে আর দেখা হয় নি।"

BanglaBook.org

"আহা, যেতে দাও না ! যেতে দাও না !"

"তা কি হয় ? আজই মাইনে পেয়েছি, পকেটে আছে পাঁচ শিলিং।"

"কী কর ?"—পয়সাটা না নিলে অপমান করা হয় ফিলিপকে। নেওয়ার লজ্জা চাপা দেওয়ার জন্যই লসন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল —"কী কর ?" বৃহৎ কিছু যে করে না বন্ধু, তা তার বেশভূষা দেখে আগেই মালুম হয়েছে লসনের।

"বেয়ারা ! দোকানের বেয়ারাগিরি !" আর দাঁড়াল না ফিলিপ। "গুডনাইট" বলবার আগেই পিছন ফিরল। কিন্তু দুই-চার পা গিয়েই ঘাড়টা ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"হেওয়ার্ড যুদ্ধে গিয়েছিল, জান না বোধ হয় ? মারা গিয়েছে।"

বেচারী লসন বুঝতে পারে না যে কোন্ খবরটা বেশী শোকাবহ। মরে যাওয়া না বেয়ারাগিরিতে ভর্তি হওয়া ? কিন্তু নিজের স্টুডিয়োতে পৌঁছোবার আগেই ওসব চিন্তা তার মাথা থেকে উবে গিয়েছে। একখানা ছবি আঁকার অর্ডার পেয়েছে আজই, সর্বান্তঃকরণে এখন সেইদিকেই তার মনোযোগী হওয়া দরকার।

ওসব চিন্তা ফিলিপের মাথাতেও বেশীক্ষণ থাকতে পেলো না আর। ডেরায় ফিরেই ঘুম, ঘুম থেকে উঠেই দোকান, দোকানে পৌঁছেই টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম এসেছে, জ্যাঠা উইলিয়ম কেরী মৃত্যুশয্যায়। ফিলিপের এক্ষুণি যাওয়া দরকার।

অনেক দিন থেকেই ভুগছেন বৃদ্ধ। মৃত্যুর সঙ্গে যুঝবার শক্তি আর নেই তাঁর। ফিলিপ ব্ল্যাকস্টেবলে পৌঁছোবার পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। দিন পনেরো ফিলিপকে থাকতে হল ওখানে, কারণ জ্যাঠার একমাত্র আত্মীয় এবং উত্তরাধিকারী সে নিজেই।

বেশী নয়, নগদ পাঁচশো পাউণ্ড ব্যাঙ্কে রেখে গিয়েছেন কেরী। আর আছে আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, লাইব্রেরির বই। সব বেচে আরও শো-পাঁচেক হবে বই কি। একুনে হাজার পাউণ্ড ! আশাতীত !

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এরই নাম—"খোদা যব দেতা, ছপ্পড় ফাড়কে দেতা"। ফিলিপ হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারে না।

কালবিলম্ব না করে সেণ্ট লিউকে সে ফিরে গেল। ভর্তি হয়ে গেল আবার। একাগ্র সাধনায় পাস করে বেরুতে হবে এবার। ডাক্তার হবে সে। কোন পল্লী অঞ্চলে শুরু করবে ডাক্তারি। ঘর সংসারে যদি রুচি হয়, অ্যাথেলনির মেয়ে স্যালি আছে, বিয়ে করবে তাকেই। অ্যাথেলনির ঋণ সে জীবনে শোধ করতে পারবে না।

—শেষ—